অন্ধকার থেকে আলোতে

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

Scanned by CamScanner

অন্ধকার থেকে আলোতে

Scanned by CamScanner

অন্ধকার থেকে আলোতে

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সমর্পণ প্রকাশন

Scanned by CamScanner

অন্ধকার থেকে আলোতে

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

গ্রন্থস্বত্ব © গ্রন্থকার ২০১৮

ISBN-987-984-34-3677-1

শার'ঈ সম্পাদনা
শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া

ভাষা সম্পাদনা
শিহাব আহমেদ তুহিন।

প্রথম প্রকাশ
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি / ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক
রোকন উদ্দিন

মূল্য: ২৮০ টাকা

বইমেলা পরিবেশক
অন্যরকম প্রকাশনী

সমর্পণ প্রকাশন

দোকান নং ৩১৫, ৩য় তলা, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯৬৪১৯
https://www.facebook.com/somorponprokashon

Ondhokar Theke Alote (From the dark to the light) by Muhammad Mushfiqur Rahman Minar published by Somorpon Prokashon, Dhaka, Bangladesh, First Edition in 2018.

Scanned by CamScanner

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

অর্থ : "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে সুপথ ভ্রান্তি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে (মিথ্যা উপাস্য) অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, **তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে**। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হলো তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) । তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

(আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ২৫৬-২৫৭)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৯০ সালে ঢাকায়। পিতা মোঃ মিজানুর রহমান। মাতা মাকসুদা আক্তার। পৈর্তৃক নিবাস ঝালকাঠি জেলায়। পড়াশুনা করেছেন ঐতিহ্যবাহী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল ও ঢাকা কলেজ থেকে। এরপর পড়াশুনা খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (KUET) ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ECE) বিভাগে। অনলাইনে ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান প্রচারক ও নাস্তিক এক্টিভিস্টদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ও তাদের মতবাদের অসারতা তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। ভবিষ্যতে দাওয়াহ নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করবার ইচ্ছা রাখেন। প্রকাশিত বই *সত্যকথন* এ বইয়ের ৯ জন লেখকের একজন ছিলেন তিনি।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ডা. শামসুল আরেফীনের অভিমত

"ময়দানে মুসলিমদের শৌর্যবীর্যের রহস্যই হলো তাদের আদর্শ, তাদের সুন্নাহশোভিত জীবনাচরণ—এই সত্যটা আমরা মনে না রাখলেও, হাজার বছরের শত্রুতা আমরা ভুলে গেলেও; ওরা ঠিকই পুরনো অস্ত্রে শাণ দিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে আজও। শুধু আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শত্রুর অনুকরণের কারণে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডে আজ আমরা পর্যুদস্ত। ইসলামের মহান আদর্শের দিকে খ্রিষ্টান পাদরি ও ইসলামবিদ্বেষীদের বিষমাখা এই প্রশ্নবাণ ঠেকাতে তাই উঠিয়ে নিন তুলে রাখা ঢালখানি। জেনে নিন তাত্ত্বিক লুকোছাপা, তথ্যের রাখঢাক আর মিথ্যের চাদরে ঢাকা সত্যকে। চিনে নিন চোরের মায়ের উচ্চৈঃস্বর। মাঝেমধ্যে আমি 'মিনারসমগ্র'-এর কথা বলি। বলি, প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলিমের ঘরে কয়েকখানি কুরআনের মুসহাফ, কুরআনের অনুবাদ, হাদিসের কিতাব, সাধারণ মাসআলার কিতাব, একটি সীরাতের কিতাব, সাহাবায়ে কিরামের জীবনী রাখা দরকার। সেই সাথে এই অবাধ তথ্যপ্রবাহের যমানায় প্রত্যেকের ঘরে থাকা দরকার একটা—'মিনারসমগ্র'। এরই প্রথম খণ্ডে স্বাগতম আপনাকে।"

– ডা. শামসুল আরেফীন

এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)

'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' এর লেখক

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

বিষয়সূচি

শারঈ সম্পাদকের বাণী ১৩

লেখকের কথা ১৫

একটি চাবি ও একজন মহামানব ২৫

ইসলাম কি প্রশ্ন করতে নিরুৎসাহিত করে? ৩১

নবী মুসা(আ.) এর সময়কালে ফিরআউনের সহচর হামান(Haman): কুরআনের ঐতিহাসিক বর্ণনায় কি ভুল আছে? ৩৯

কুরবানীর জন্য কাকে নেওয়া হয়েছিল ইসমাঈল(আ.) নাকি ইসহাক(আ.)? ৪৮

ঈসা(আ.) এর মা মরিয়ম(আ.) কি আসলেই 'হারুনের বোন'? ৬০

কা'বা : মূর্তিপূজকদের মন্দির,নাকি ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণ করা ইবাদতখানা? ৬৩

গর্ভের সন্তান কী হবে, তা কি একমাত্র আল্লাহই জানেন? ৮৫

ড্যান গিবসনের 'সেই পবিত্র শহর' নামক প্রোপাগান্ডা ভিডিও ও এর জবাব ৮৭

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর জন্ম নিয়ে ইসলামবিরোধীদের মিথ্যাচারের জবাব ১১৭

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর মৃত্যু নিয়ে ইসলামবিরোধীদের অপপ্রচার এবং এর জবাব ১২৮

কা'বা ঘরের ব্যাপারে ইসলামবিরোধীদের অভিযোগসমূহ ও তাদের খণ্ডন ১৪৩

Scanned by CamScanner

কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন আইনে গাণিতিক ভুলের
অভিযোগ ও এর জবাব..... ১৫২
হজের রীতিগুলো কি আসলেই আরব পৌত্তলিকদের (Pagans)
থেকে নেওয়া? ১৬২
একজন ইহুদি পণ্ডিতের সাথে কথোপকথন..... ১৭৪

Scanned by CamScanner

শারঈ সম্পাদকের বাণী

শয়তান মানবগোষ্ঠীকে দুটি মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে থাকে। একটি হচ্ছে লাগামহীন প্রবৃত্তির পেছনে লাগিয়ে রাখা, অপরটি হচ্ছে সন্দেহ-সংশয় নিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হওয়া। এ-জাতীয় শয়তান জিন থেকে যেমন হতে পারে, তেমনই তা হতে পারে মানবরূপী। জিন শয়তানগুলো তাদের ক্ষতি অধিকাংশ সময় ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার মাধ্যমেই সম্পন্ন করে থাকে, কিন্তু মানবরূপী শয়তানগুলো তাদের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত বেপরোয়া। তারা কোনো সন্দেহ কেবল কুমন্ত্রণার মাধ্যমেই প্রবিষ্ট করার চিন্তা করে না; বরং কথা, কাজ, লেখনী, প্রেসার ইত্যাদি সার্বিকভাবেই তারা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় যে সমস্যায় মুসলিম উম্মাত নিপতিত হয়েছে তা হলো, তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলার জন্য তাবৎ নাস্তিক, ইহুদি, নাসারা, মুনাফিক প্রকৃতির মুসলিম নামধারী অমুসলিমরা নিয়োজিত রয়েছে। নিজেদের কাচের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অপরের সিসাঢালা প্রাচীরের প্রতি ঢিল ছুড়তে তারা অভ্যস্ত। তারা ইসলাম সম্পর্কে এমনসব মন্তব্য ও আচরণ করে আসছে, যার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরও একটি মিথ্যা যখন বহু মানুষের মাধ্যমে প্রচারিত হয় তখন তা অনেকের মনে গেঁথে যায়। বিশেষকরে যারা নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা ইসলামের শাশ্বত বিধি-বিধান যেমন হজ, হাজরে আসওয়াদ, কা'বা, উত্তরাধিকার নীতি ইত্যাদি নিয়ে এমনসব কথা বলে, যা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা আর মিথ্যায় ভরা। তাদের সেসব মিথ্যা দাবী ও অসার সন্দেহ-সংশয় নিরসনে এগিয়ে এসেছে আমাদের ভাই মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার। আমি তাঁর এ গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। আমার কাছে তাঁর বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের দিকটি অত্যন্ত চমৎকার মনে হয়েছে। সংশয় নিরসনের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতিটি অত্যন্ত চমৎকার। তাতে আমাদের পূর্বসূরিদের দেওয়া উত্তর যেমন স্থান পেয়েছে তেমনই তাতে রয়েছে বাস্তব উদাহরণ ও আধুনিক প্রমাণাদি। তাঁর এ গ্রন্থখানি আমার দৃষ্টিতে প্রতিটি উদীয়মান যুবক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক,

Scanned by CamScanner

গবেষক ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির জন্যই অতীব প্রয়োজনীয়। এ গ্রন্থটি তাদের অনেকের জীবনের গতি ও মতি পরিবর্তন করে সরল ও সঠিক দ্বীন ইসলামের ওপর রাখতে তাদের সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে।

আমি আল্লাহর কাছে মুশফিকুর রহমান মিনার ও তাঁর কর্মের গ্রহণযোগ্যতা কামনা করছি।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

Scanned by CamScanner

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। সলাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসুল, তাঁর প্রিয়তম মুহাম্মাদ(ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের ওপর।

তখন আমার বয়স ৩ কী ৪। আমাদের ২ ভাইয়ের আরবি ও কুরআন পড়া শিক্ষার জন্য একজন হুজুর ঠিক করে দেন আব্বু। যে হুজুর আমাদের কুরআন পড়াতে আসতেন, তিনি প্রতিটা সূরা পড়ানোর আগে ওই সূরার ওপর একটা দারস দিতেন। সেই দারসে মোটামুটি ওই সূরার শানে নুজুল কিংবা শিক্ষা উল্লেখ থাকত। সূরা আলি ইমরানের ওপর ওনার দারসটা আজও কানে বাজে, যেটা আমার জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তিনি বলছিলেন, এই সূরায় ঈসা(আ.) নামে আল্লাহর এক নবীর কথা আছে। তাঁর জন্ম হয়েছিল অলৌকিক উপায়ে, তাঁর কোনো বাবা ছিল না। অনেক মুজিজা[১] ছিল তাঁর। তিনি মৃত মানুষকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করতে পারতেন, মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে ফুঁ দিলে সেটা জীবন্ত পাখি হয়ে যেত। তিনি আল্লাহর হুকুমে অন্ধ আর কুষ্ঠ রোগীদের সারিয়ে দিতেন। তিনি সবাইকে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। ঈসা(আ.) নামক এই মানুষটার কাহিনি এবং তাঁর দাওয়াতকে আমার অসম্ভব ভালো লেগে গেল। হুজুর আরও বললেন,কেউ কেউ ঈসা(আ.) এর কথা মেনে নিল, খারাপ মানুষেরা তাঁকে বিশ্বাস করল না। তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল। আল্লাহ সেই দুষ্টু লোকদের সফল হতে দিলেন না, তাঁকে ওপরে উঠিয়ে নিলেন। বরং একটা দুষ্টু লোকের চেহারা ঈসা(আ.) এর মতো হয়ে গেল, সবাই তাকেই ঈসা(আ.) ভেবে মেরে ফেলল।[২] দুষ্টু লোকগুলোর ওপর আমার অনেক রাগ হতো শুনে!আরও জানলাম, ঈসা(আ.) আসমানে চলে যাবার পর ওনার অনুসারীদের একটা দল তাঁকেই আল্লাহ বানিয়ে উপাসনা শুরু করে, তাঁর বাবা ছিল না বলে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলা শুরু করে। তাঁর এই পথভ্রান্ত অনুসারীদের বলা হয় খ্রিষ্টান। অথচ ঈসা(আ.) কখনো কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করার কথা বলেননি। যারা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও উপাসনা করবে, আল্লাহ তাদের পরকালে কঠিন শাস্তি দেবেন। হুজুরের কাছ থেকে এমন অনেক কিছুই জানতাম। আমার শিশুমনে খ্রিষ্টানদের কথা ভেবে খুব

---

১. নবীদের আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা

২. তাফসির ইবন কাসির, সূরা আস নিসার ১৫৭ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

আফসোস হতো। ইশ, লোকগুলোতো একটুর জন্য বিপথগামী হয়ে গেল; কী দরকার ছিল ঈসা(আ.) কে আল্লাহ বানিয়ে উপাসনা করার? তখন ঠিক করলাম, বড় হয়ে খ্রিষ্টানদের বুঝিয়ে বলব,"তোমরা ভুল করছ। ঈসা(আ.) তোমাদের বলেননি তাঁর উপাসনা করতে; বরং তিনি তোমাদের আল্লাহর উপাসনা করতে বলেছেন।"এভাবেই আমার ভেতরে দাওয়াত বা দাওয়াহর একটা আগ্রহ তৈরি করে দেন শৈশবের সেই কুরআন-শিক্ষক। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর মর্যাদা উচ্চ করে দিন।

'দাওয়াত' শব্দটা বরাবরই আমার খুব প্রিয় একটা শব্দ। শব্দটা শুনলেই পোলাও-কোরমা খাওয়ার কথা মনে আসত! শৈশবে কুরআন-শিক্ষক যখন বলতেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মুশরিকদের[৩] ইসলামের দাওয়াত দিতেন, শুনে খুব ভালো লাগত। পরে অবশ্য ইসলামের দাওয়াত কী এর মানে বুঝতে পারি। এর মানে হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। আমারও ইচ্ছা করত মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করব। স্কুলে দেখতাম কিছু সহপাঠী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আমার তাদের খুব দাওয়াত দিতে ইচ্ছা করত। খুব বলতে ইচ্ছা করত, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা কোরো না। এমনটা করলে আল্লাহ তোমাদের আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন।" কিন্তু ওরা কী মনে করবে ভেবে কাউকেই আর বলতে পারিনি। দাঈ হবার সুপ্ত ইচ্ছা মনের ভেতরেই রয়ে গেল। আরেকটু বড় হয়ে শুনতে পেলাম, খ্রিষ্টান মিশনারিরা সারা পৃথিবীতে তাদের ধর্ম প্রচার করে। আফ্রিকার গহীন অরণ্য, আমাজন অববাহিকার দুর্গম এলাকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে না। খ্রিষ্টান তো তারা, যারা ঈসা(আ.) এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁকেই উপাস্য প্রভু সাব্যস্ত করেছে, আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। মনের কোণে ভাবনা চলে আসত, ইসলাম তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। খ্রিষ্টানরা একটা ভুল ধর্মের জন্য এত কষ্ট করছে, আমরা আমাদের সত্য ধর্মের জন্য কী করছি? স্কুলে সহপাঠীরা যখন জিজ্ঞাসা করত বড় হয়ে কী হব, আমি কিছুটা ভেবে বলতাম, "মুসলিম মিশনারি[৪] হব"। অবশ্য তখন কোনোরূপ ধারণা ছিল না,কীভাবে 'মিশনারি' হব। স্কুল জীবনের শেষ দিকে মরিস বুকাইলীর *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান* এবং *মানুষের আদি উৎস* বই দুটি পড়ে এ ব্যাপারে কিছুটা ভরসা পাই।

---

৩. যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে। বহু ঈশ্বরবাদী, মূর্তিপূজারি।

৪. অর্থাৎ মুসলিম দাঈ। 'মিশনারি' কথাটি সচরাচর মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। আসলে সেটি ছিল ছোটবেলার উক্তি।

Scanned by CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার শুরু করলাম। ফেসবুকে বিভিন্ন ইসলামি পোস্ট দেওয়ার চেষ্টা করতাম। একদিন হঠাৎ এক বন্ধু মেসেজ দিয়ে বাংলাদেশের একজন কুখ্যাত নাস্তিকের লেখার লিঙ্ক দিল। জানাল, তার লেখা পড়ে নাকি তার সব বন্ধুরা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য লিঙ্কটায় ঢুকলাম। ঢুকে তো মাথায় রীতিমতো বাজ পড়ল—এসব কী লিখেছে লোকটা! প্রচলিত সব ধর্মবিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে, সমালোচনা করে, নিন্দা করে, বিশেষত ইসলাম ধর্মকে অবমূল্যায়ন করে একের পর এক লেখা। আল্লাহ তা'আলাকে, নবী করিম(ﷺ)কে, ইসলামের পবিত্র বিষয়গুলোকে নিয়ে জঘন্য গালি, একই সাথে দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে ইসলামকে ভুল প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় ভরা ছিল ব্লগের সেই লেখাগুলো। নাস্তিকব্লগারদের কথা আগেও একটু-আধটু শুনেছি। কিন্তু অবস্থা যে এত ভয়াবহ তা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। প্রায় একই সময়ে ফেসবুকে নাস্তিকদের একটা স্পন্সর্ড আন্তর্জাতিক পেইজ চোখে পড়ে। আস্তে আস্তে ফেসবুক ও ব্লগে ইসলামবিরোধী নাস্তিকচক্রের সাথে পরিচিত হতে থাকি। তাদের দাবিগুলো, বিশেষত আল কুরআন নিয়ে তাদের অভিযোগগুলো খুঁটিয়ে দেখা শুরু করি। একদম নির্মোহ পর্যবেক্ষণ দ্বারা লক্ষ করলাম, এগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন অভিযোগ। শুরু হলো তাদের জবাব দেবার পর্ব, বিতর্ক। কিন্তু এই পর্ব যে খুব সুখপ্রদ ছিল তা বলা যাবে না। সুস্থ আলোচনা আর যুক্তির বিপরীতে তাদের পক্ষ থেকে জঘন্য ভাষা, গালি আর আল্লাহ ও রাসুল(ﷺ)কে অপমান করার প্রবণতাই ছিল বেশি।নাস্তিকদের ফেসবুক পেইজগুলোতে দেখতাম খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের ব্যাপক আনাগোনা, যারা খুব মধুর ভাষায় নাস্তিকদের তাদের ধর্মের দাওয়াত দিত। তাদের মধুর ভাষা দেখে মনে করলাম—এরা নিশ্চয়ই নাস্তিকদের তুলনায় কম উগ্র। কিন্তু বিদেশি খ্রিষ্টানদেরধর্মীয় বিতর্কের পেইজগুলোতে গিয়ে সেই ভুল ভাঙল। উগ্রতা ও ইসলাম বিদ্বেষে তারা নাস্তিকদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বরং পড়াশুনা ও অনুসন্ধানের পর ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলাম, ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের দাবিগুলো মূলত খ্রিষ্টান মিশনারিদের গবেষণা থেকে নেওয়া। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধিতার শেকড় যেন একসূত্রে গাঁথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কিছু আগে থেকেই অন্য ধর্মগুলোকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির অভ্যাস ছিল। বিশেষত ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার আগেই ডাউনলোড করে ফেলেছিলাম *বাইবেল*, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির অনুবাদ। অন্য ধর্মগুলোর ব্যাপারে পড়াশুনা করে ও ইসলামের সাথে সেগুলোর তুলনা করে বহু আগেই উপলব্ধি হয়েছে যে, ইসলাম অন্য সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই তাদের জবাব দেবার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। স্টাডি

Scanned by CamScanner

করে, গবেষণা করে, সেইসাথে অনলাইনে নাস্তিক ও খ্রিষ্টানদের সাথে বিতর্ক করতে করতে তাদের দাবির সিংহভাগেরই স্বরূপ জানা হয়ে গিয়েছিল এবং জবাবগুলোও মোটামুটি নখদর্পণে চলে এসেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুরুর গল্প বললাম। অনলাইনে এ যাত্রার শুরু হয়েছিল বাংলাদেশি এক কুখ্যাত নাস্তিকের ব্লগ পোস্ট পড়ে। ক্রমান্বয়ে এ যাত্রায় আরও এক ধাপ যুক্ত হয় যখন বাংলাদেশে অনলাইনে নাস্তিক ও ইসলামবিরোধী এক্টিভিস্টদের তৎপরতা পরিলক্ষিত হওয়া শুরু করে। দেশবাসীর কাছে নাস্তিক ব্লগারদের কুৎসিত মুখোশ উন্মোচিত হতে শুরু করে। ইসলামবিরোধীদের ব্যাপারে অনলাইনে আমার আর্গুমেন্টগুলো এবং নিজস্ব গবেষণাগুলো নোট করে রাখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু গুছিয়ে লেখা হয়ে উঠত না। শ্রদ্ধেয় শরীফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের পরামর্শে গবেষণা ও উত্তরগুলো গুছিয়ে লিখতে শুরু করি। নিকটজন ও শুভানুধ্যায়ীরা অনেক দিন থেকেই বলছিলেন লেখাগুলোকে ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসতে। অবশেষে সমর্পণ প্রকাশনের রোকন ভাইয়ের অনুপ্রেরণায়প্রায় ২ বছর ধরে চলা সেই লেখাগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটিকে মলাটবদ্ধ করছি। লেখাগুলো দ্বারা যদি একজন মানুষও ইসলামের ব্যাপারে সৃষ্ট সংশয় বা প্রশ্নের উত্তর পান অথবা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারেন, তাহলেই এ প্রচেষ্টা সার্থক। প্রথম প্রয়াস, তবে আশা করছি এটাই শেষ নয়। অন্য লেখাগুলোও ভবিষ্যতে মলাটবদ্ধ করবার ইচ্ছা আছে। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

বইটিতে আল কুরআন, হাদিস, সিরাত, তারিখ ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী সূত্র ছাড়াও বিভিন্ন অমুসলিম সূত্র থেকে রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থও রয়েছে যেমন : *বাইবেল*, তানাখ, মিদরাস ইত্যাদি। একটা জিনিস এখানে না উল্লেখ করলেই নয় আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের নিকট ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এইসব ধর্মগ্রন্থ কোনো দলিল নয়। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবীদের নিকট তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এই গ্রন্থগুলো অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু আল কুরআন এবং হাদিস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এই গ্রন্থগুলো মানুষের দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"এবং তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে। অতএব **তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"**যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব

Scanned by CamScanner

তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।"[৫]

আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

শ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদের অভিশপ্ত প্রতি [ইহুদি] বস্তুত শুধু তাদের" ওর (তাওরাত) করলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিলাম। তারা কালামকে স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদের যা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে, আর ভবিষ্যতেও কোনো প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে -না সর্বদা তাদের কোনো (অবিরত) থাকবে;তাদের অল্প কয়েকজনের ছাড়া। অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করতে থাকো এবং তাদের মার্জনা করতে থাকো; নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারী লোকদের ভালোবাসেন।

আর যারা বলে, "আমরা খ্রিষ্টান",আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, **অনন্তর তাদেরও যা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ বিস্মৃত হয়েছে।** সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দেবেন।" [৬]

মুসলিম উলামায়ে কিরামগণ এ ব্যাপারে একমত যে,ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কিতাবগুলো বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[৭]

এমনকি অমুসলিম সেকুলার গবেষকরাও *বাইবেলের* বিকৃতির ব্যাপারে নিশ্চিত মত ব্যক্ত করেছেন।[৮]

---

৫. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ৭৮-৭৯

৬. আল কুরআন, মায়িদাহ ৫ : ১৩-১৪

৭. "The Gospels that are extant nowadays were written after the time of 'Eesa (peace be upon him) and have been tampered with a great deal" - islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/47516

■"Corruption of the Tawraat (Torah) and Injeel (Gospel)" - islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/2001

Scanned by CamScanner

এই বইতে এসব উৎস থেকে রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, এগুলো দেখে ইসলাম বিরোধীরা আর প্রশ্ন তুলবার সুযোগ পাবে না। ইসলামবিরোধী প্রশ্নগুলোর মূল কারিগর হচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের অধিকাংশ অভিযোগই খ্রিষ্টান মিশনারিদের উত্থাপিত অভিযোগের অনুগামী হয়। বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী ব্লগেও[৯] দেখা যায় যে, তথাকথিত মুক্তচিন্তার ধারক-বাহকেরা ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ ও ইতিহাস উল্লেখ করে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের রদ করবার জন্য এ বইতে ব্যাপকভাবে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মীয় উৎস থেকে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এই রেফারেন্সগুলো দেখে কেউ যেন এগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায় দলিল মনে না করেন। আল কুরআন হচ্ছে পূর্বের কিতাবগুলোর ওপর তদারককারী বা watcher (مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ)। কাজেই পূর্ববর্তী বিকৃত কিতাবগুলোর যে অংশগুলো কুরআনের তথ্যের অনুরূপ, আমি শুধু সেগুলোকেই ব্যবহার করেছি।

"আর আমি তোমার [মুহাম্মাদ (ﷺ)] প্রতি কিতাব [কুরআন] নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও **এর ওপর তদারককারী রূপে**। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা করো এবং **তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না।** তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদের এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।"[১০]

---

৮. 'Biblical literature-The Christian canon-Encyclopedia Britannica'[Textual criticism: manuscript problems অংশ থেকে।]
https://www.britannica.com/topic/biblical-literature/The-Christian-canon অথবা শর্ট লিঙ্কঃ https://goo.gl/ZSV6DU

■'Biblical literature - New Testament canon, texts, and versions Encyclopedia Britannica'
https://www.britannica.com/topic/biblical-literature/New-Testament-canon-texts-and-versions
অথবা শর্ট লিঙ্কঃ https://goo.gl/62EFhL

৯. তাদের বিজ্ঞাপন হবার আশঙ্কা না থাকলে এখানে এমন কিছু ব্লগের নাম উল্লেখ করা যেত

১০. আল কুরআন, মায়িদাহ ৫ : ৪৮

Scanned by CamScanner

উলামায়ে কিরামদের মতে,কিছু কিছু শর্তসাপেক্ষে আহলে কিতাবদের [ইহুদি-খ্রিষ্টান] গ্রন্থ অধ্যয়ন করা জায়েজ এবং এর উদ্দেশ্য হবে তা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করা, ইসলামের শত্রুদের জবাব দেওয়া ও ইসলামের সত্যতা তুলে ধরা।[১১] আমিও এই শর্তগুলোর মধ্যে থেকেইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে উদ্ধৃত করবার চেষ্টা করেছি।

অন্ধকার থেকে আলোতে বইয়ের নামকরণ নিয়ে কিছু কথা বলি।

অন্ধকার কী? যা আলোকে দেখতে দেয় না। সত্যটাকে চিনতে দেয় না। অন্ধকার মানে হচ্ছে অজ্ঞতা। আর সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা হচ্ছে নিজের স্রষ্টাকে চিনতে না পারা। আসমান ও জমিনের প্রভু মহান আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করা। যিনি আমাদেরকে আমাদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা বলা। অন্ধকারের পেঁচারা আলোকে সইতে পারে না। আঁধারের নোংরা জীবনই তাদের কাছে বেশি পছন্দের। শয়তান তাদের সামনে কুফর ও শিরককে মোহনীয় করে তোলে। মহান আল্লাহ এদের ব্যাপারে বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

অর্থ : ..."আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত(শয়তান)। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।"[১২]

মহান আল্লাহ এ আয়াতে নুর (النُّورِ) বা 'আলো' শব্দটি একবচনে ব্যবহার করেছেন। আর 'যুলুমাত' (الظُّلُمَات) বা অন্ধকার শব্দটির বহুবচন উল্লেখ করেছেন। কেন জানেন? কারণ, মিথ্যার অনেক পথ রয়েছে। আর প্রতিটা পথই বাতিল। নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ, হিন্দুবাদ—যে নামেই ডাকা হোক না কেন। প্রতিটা পথ কেবল অন্ধকারেই নিয়ে যাবে। সত্য থেকে দূরে সরে নিয়ে যাবে। আর নুর বা আলোর পথ? তা তো একটিই।[১৩]

তবে আলোর পথ বা সত্যটাকে চিনতে পারাই শেষ কথা না। অনেকেই সত্যটাকে চিনতে পারে। কিন্তু তার ওপর ঈমান আনতে পারে না। আবার ঈমান

---

১১ ."Ruling on studying the books of the People of the Book for the purpose of da'wah (calling them to Islam), and the ruling on studying comparative religion"
islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/209007

১২ আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ২৫৭

১৩ .তাফসির ইবন কাসির ,২য় খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ(, সূরা বাকারাহর ২৫৭ নং আয়াতের তাফসির ,পৃষ্ঠা ৩৫৬

Scanned by CamScanner

আনলেও তার ওপর অটল থাকতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে কী বলেছেন লক্ষ করেছেন? শয়তান তাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। আচ্ছা, যারা কাফির তারা তো এমনিতেই অন্ধকারে রয়েছে। তাহলে, কীভাবে তারা আলো থেকে অন্ধকারে যাবে? কুরআনের তাফসীরকারকেরা এর উত্তর দিয়েছেন। এ আয়াতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। যাদের কিতাবে বেশ ভালোমতোই মুহাম্মাদ(ﷺ) এর কথা উল্লেখ ছিল। তাই মুহাম্মাদ(ﷺ) যে আসবেন, এ ব্যাপারে তারা ঈমান এনেছিল। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আবির্ভাবের পর তারা জেদ ও হঠকারিতাবশত সে ঈমান থেকে ফিরে যায়। ঠিক যেন আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে যায়।[১৪]

তাই আমাদের স্রষ্টার দেখানো নুর বা আলোর পথের ওপর ঈমান আনতে হবে। তবে ঈমান আনাই যথেষ্ট না। সে ঈমানের ওপর অটল থেকে ভালো ভালো কাজ করতে হবে। শয়তান আর তার অনুসারীরা তো আমাদের মনে সংশয়ের বীজ বপনের চেষ্টা করবেই। ওরা চাইবে, আমরাও যাতে ওদের মতো অন্ধকারে শামিল হই। নর্দমার জীবনকে বেছে নিই। কিন্তু আমাদের সন্দিহান হওয়া চলবে না। নিজ বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। তবেই মহান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। তিনিই আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবেন। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন:

اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ

অর্থ :"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।" [১৫]

বইটির জন্য একটি সুন্দর নাম ঠিক করে দিয়েছে অনুজপ্রতিম শিহাব আহমেদ তুহিন। ভাষাবিন্যাসের জন্যও অনেক সাহায্য করেছে সে।"ড্যানগিবসনের 'সেই পবিত্র শহর' নামক প্রোপাগান্ডা ভিডিও ও এর জবাব" প্রবন্ধটির জন্য তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন আবু সাদ ভাই। 'রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর মৃত্যু নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের অপপ্রচার এবং এর জবাব' প্রবন্ধটিতে'আবহার' ও 'ওয়াতিন'-বিষয়ক তথ্য ও ছবি দিয়ে সহায়তা করেছেন *অ্যান্টিডোট* বইয়ের লেখক, যশোর মেডিকেল কলেজের ছাত্র আশরাফুল আলম সাকিফ। এই প্রবন্ধে 'তাজুল আরুস' গ্রন্থের রেফারেন্সের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি হোসাইন মুহাম্মাদ নাইমুল হক ভাইয়ের। আরেকজনের কথা না উল্লেখ করলেই নয়, তিনি

---

১৪. তাফসিরে জালালাঈন, ১ম খণ্ড, সূরা বাকারাহর ২৫৭ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৫৪০

১৫. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ২৫৭

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফিজাহুল্লাহ)। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময় বের করে বইটির আদ্যোপান্ত পড়ে শরয়ী দিকগুলো যাচাই করে দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বেশ ক-বছর আগে অনলাইনে নাস্তিকদের লেখা একটি পিডিএফ ফাইল আমার চোখে পড়ে। বাংলাদেশের একটি কুখ্যাত নাস্তিক্যবাদী ব্লগের লেখকদের তৈরি করা প্রশ্নের একটি আর্কাইভ। এখানে তারা ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে শত শত প্রশ্ন তুলেছে। প্রথমে আমি আঁতকে উঠলেও পরবর্তীসময় মনে হলো এর দ্বারা ভালোই হয়েছে। ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলাম নিয়ে যত প্রকার প্রশ্ন তুলতে পারে তার প্রায় সবই ওই পিডিএফে ছিল। তাই আমাদের কষ্ট অনেক কমে গেল, বহু জায়গা থেকে না ঘেঁটে বরং এক জায়গাতেই ওদের সিংহভাগ প্রশ্নের ভান্ডার পেয়ে গেলাম! যারা অন্ধকারের পূজারি না, তারা এমনিতেই সত্যটাকে চিনে নিতে পারবে। নিশ্চয়ই হেদায়েতের মালিক কেবল আল্লাহ তা'আলাই। বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদী আরও বেশ কয়েকটি ব্লগ আছে, যারা নিয়মিতই ইসলামকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে, লিখছে। দেশি-বিদেশি নাস্তিক এক্টিভিস্ট এবং খ্রিষ্টান প্রচারকরা বহু আগে থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে অগণিত প্রশ্ন আর অভিযোগের বিশাল ভান্ডার গড়ে রেখেছে। উদাসীন মুসলিমদের সাথে সাথে সচেতন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের ঈমানের ওপরেও যেগুলো কখনো কখনো আঘাত হেনে যাচ্ছে। তাদের অভিযোগের জবাব ও তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ খণ্ডন করে আমি এবং কয়েকজন দ্বীনি ভাই লেখালেখির চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের লেখাগুলোর একত্র করে সম্প্রতি একটি ওয়েবসাইটও খোলা হয়েছে। ওয়েবসাইটটির লিঙ্ক :

www.response-to-anti-islam.com

ওয়েবসাইটটি এখনো নতুন অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু এটি নিয়মিত আপডেট করা হবে। ইসলামবিরোধীদের জবাব ও খণ্ডনের ব্যাপারে এটি একটি তথ্যভান্ডার। এখানে ক্রমে তাদের সকল অপ্রচারের জবাব আপলোড করা হবে ইন শা আল্লাহ। আগ্রহীদের ভিজিট করবার আমন্ত্রণ রইল।

আমার মতো একজন নগণ্য মানুষকে ইসলাম নিয়ে কিছু লিখবার তাওফিক দিয়েছেন বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ বইটিতে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর জিনিস আছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফিকের কারণে। আর যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, তা আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে।মহান আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা

Scanned by CamScanner

তিনি যেন দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন, ইসলামের ব্যাপারে মানুষের সংশয় ও সন্দেহ দূর করার উপায় করে দেন, এর ভুল ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে একে আমার, আমার পরিবার-পরিজনের, শুভাকাঙ্ক্ষীদের ও সকল পাঠকের নাজাতের মাধ্যম করে দেন। আমিন। সলাত ও সালাম আমাদের নেতা আল্লাহর খলিল মুহাম্মাদ(ﷺ) এর ওপর।

প্রথম ও শেষে সর্বদা সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

১২ই রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি, ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।
facebook.com/mdmushfiqur.rahmanminar
minar_kuet@hotmail.com
www.response-to-anti-islam.com

Scanned by CamScanner

একটি চাবি ও একজন মহামানব

একটি চাবি। একজন মহামানব—যিনি ক্ষমা করতেন, সবসময়ে আমানতকে তার হকদারের কাছে ফিরিয়ে দিতেন। একজন আলোকিত মানুষ; যিনি সেই মহামানবের থেকে পেয়েছিলেন আলোর দিশা...

ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বাঘরের খিদমত করাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হতো। কা'বার কোনো বিশেষ খিদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হতো, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মধ্যে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হতো। সে জন্যই বাইতুল্লাহর বিশেষ খিদমত বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। জাহেলিয়াতের আমল থেকেই হজের মৌসুমে হাজীদের 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা রাসুল(ﷺ) এর চাচা আব্বাস(রা.) এর ওপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সিকায়া'। একইভাবে, কা'বাঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেওয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবন তালহার ওপর।

উসমান ইবন তালহার নিজ জবানি থেকে—"জাহিলিয়াতের আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বাইতুল্লাহর দরজা খুলে দিতাম এবং এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত।"

তিনি আরও বলেন, হিজরতের পূর্বে একবার রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কয়েকজন সাহাবীসহ বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে গেলে তিনি তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন।

মহানবী(ﷺ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্যসহকারে উসমান ইবন তালহার কটূক্তিগুলো সহ্য করে নিলেন। এরপর বললেন, "হে উসমান, হয়তো তুমি একসময় এই বাইতুল্লাহর চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করবার অধিকার আমারই থাকবে।"

উসমান ইবন তালহা বললেন, "তা-ই যদি হয়, তাহলে কুরাইশরা সেদিন অপমানিত-অপদস্থ হয়ে পড়বে!"

রাসুল(ﷺ) বললেন, "না, তা নয়। তখন কুরাইশরা হবে মুক্ত, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত।"

উসমান ইবন তালহা বলেন, এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে রাসুল(ﷺ) আমাকে ডেকে বাইতুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম। তখন

Scanned by CamScanner

তিনি পুনরায় আমার হাতেই সেই চাবি ফিরিয়ে দিলেন! আর বললেন, "এই নাও, **এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে।** অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে জালিম, অত্যাচারী।"[১৬]

এই ছিল মক্কা বিজয়ের পর রহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আচরণ। মক্কার সর্বময় ক্ষমতা তখন তাঁর হাতে। সেই কা'বার চাবির ওপরেও তখন তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, অথচ তিনি চাবিটিকে সেই ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দিলেন যিনি একসময় তাঁকে কটূক্তি করেছিলেন, তাঁকে কা'বাঘরে ঢুকতে দিতে চাননি। এই ছিল তাঁর আখলাক।

আর উসমান ইবন তালহা? সে আলোর পরশ অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি পরে একজন বিশিষ্ট সাহাবীতে পরিণত হয়েছিলেন। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা'আনহু; আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন।

চাবির এই ঘটনাটির সাথে জড়িয়ে আছে কুরআনের একটি আয়াত। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সাথে ন্যায়পরায়ণতার এই শিক্ষা পেয়েছিলেন তো স্বয়ং আল্লাহর(ﷻ) কাছ থেকে। 'জীবন্ত কুরআন' নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) আল্লাহর প্রতিটি আদেশ এভাবেই নিজের জীবন দ্বারা সবাইকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল্লাহুম্মা সল্লি'আলা মুহাম্মাদ—তাঁর প্রতি আল্লাহর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদার ফিরিয়ে দিতে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন, তা কতই-না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[১৭]

---

১৬. তাবারানী ১১/১২০; কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড.আবু বকর জাকারিয়া, ১ম খণ্ড;সূরা নিসার ৫৮নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৪৩৬-৪৩৭

১৭. আল কুরআন, নিসা ৪:৫৮

Scanned by CamScanner

ইবন আব্বাস(রা.) এবং মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়া(র.) বলেন, আয়াতটি মু'মিন ও মুশরিক উভয়ের জন্য। অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত আদেশ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য হবে।[১৮]

সামুরা(রা.) থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন :

"যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত রাখা দ্রব্য তাকে ফেরত দাও; আর যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না।"[১৯]

আনাস(রা.) বলেন, "এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসুল(ﷺ) কোনো ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে এ কথা বলেননি—"যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই।""[২০]

উবাদাহ বিন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন, ''তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতর জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বলো, অঙ্গীকার করলে তা পালন করো, তোমাদের নিকটে কোনো আমানত রাখা হলে তা আদায় করো,তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করো, তোমাদের চক্ষুকে অবনত রাখো (অবৈধ কিছু দেখা হতে)

আর তোমাদের হাতকে সংযত রাখো (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে)।"[২১]

এমনই ছিল নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আদর্শ। আরবের মানুষের নিকট তাঁর পরিচয় ছিল 'আল আমিন' বা বিশ্বস্ত। চরম বিরোধীও তাঁর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন তুলতে পারত না। অথচ এই মানুষটির নামে কালিমালেপন আর মিথ্যা অপবাদ দেবার জন্য আজ নাস্তিক-মুক্তমনা আর খ্রিষ্টান মিশনারিরা কত ভাবেই-না উঠেপড়ে লেগেছে। পশ্চিমা খ্রিষ্টান প্রচারক ডেভিড উড, স্যাম শামুন, জে স্মিথ কিংবা আমাদের দেশের মুক্তমনা ব্লগাররা কখনো ইনিয়ে-বিনিয়ে আবার কখনো চিৎকারকরে এটাই বোঝাতে চান যে,মুহাম্মাদ(ﷺ) কোনো নবী ছিলেন

---

১৮. তাফসির ইবন কাসির(হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী), ২য় খণ্ড, সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতের তাফসির

১৯. মুসনাদ আহমাদ ৩/৪১৪;আবু দাউদ ৩/৮০৫;তিরমিযী ৪/৪১৯

২০. মুসনাদ আহমাদ ৩/১৩৫

২১. মুসনাদ আহমাদ ২২৭৫৭;তাবারানী, ইবন খুযাইমাহ;ইবন হিব্বান;হাকিম;সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০

Scanned by CamScanner

না, তিনি ছিলেন একজন প্রতারক [নাউযুবিল্লাহ]। তিনি জোর করে সবাইকে মুসলিম বানিয়েছেন, তিনি অমুসলিমদের সাথে জঘন্য আচরণ করতেন [নাউযুবিল্লাহ]। তিনি তাকিয়া করা(ধর্মের নামে মিথ্যা বলা), প্রতারণা করা এইসব শিখিয়েছেন [নাউযুবিল্লাহ]। সেই নবীর নামে তারা এগুলো বলে, যিনি সর্বদা সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার নির্দেশ দিতেন,[২২] এমনকি যিনি ছোটশিশুর সাথেও সান্ত্বনা দিয়ে মিথ্যা বলতে নিষেধ করতেন।[২৩] বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিমের ব্যাপারে তারা একটা কথা বারবার বলে—মুসলিমরা তাকিয়া করে বা ধর্মের নামে প্রতারণামূলক মিথ্যা বলে। এটা নাকি ইসলামের শিক্ষা! এন্টি ইসলামিক ফেসবুক পেইজ বা ব্লগগুলোতে গেলেই তারা মুসলিমদের বলে, "তোমরা তাকিয়া করো!" মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাকিয়া নামের এই জিনিসটার কথা আমি কোনোকালে কোনো মুসলিম আলেমের মুখে শুনিনি; এটা আমি প্রথম শুনেছি একটা বিদেশি নাস্তিক ফেসবুক পেইজের লোকজনের কাছে! ইসলামের নামে যা খুশি তা-ই আজ মানুষকে গেলানো হচ্ছে।

আমরা যদি কুরআন ও হাদিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সিরাত অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা ওদের প্রচারিত তথ্যের ঠিক ১৮০ডিগ্রি বিপরীত চিত্র দেখতে পাব। ২১ শতকের অজ্ঞ মুসলিম উম্মাহ আজ আর সিরাত অধ্যয়নের সময় পায় না, আলেম-উলামার কাছে গিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে জানা ও পরামর্শ করার সময় বের করতে পারে না!! আর এর সুযোগ নিয়ে আজ ইসলামবিদ্বেষীরা উম্মাহর মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে। আর তাদের উদ্দেশ্যপ্রণিত আংশিক, অস্পষ্ট এবং মিথ্যা তথ্য ও রেফারেন্স দেখে অনেক ঈমানহারা হচ্ছে। আল্লাহ মিথ্যার নিপাত করুন এবং সকলকে সত্য জানবার তৌফিক দিন।

---

২২. ইবনু মাসউদ (রা.বর্ণিত থেকে (, নবী(ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লেখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকট তাকে মহামিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।[সহীহ বুখারী ৬০৯৪;সহীহ মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭;তিরমিযী ১৯৭১, আবু দাউদ ৪৯৮৯;ইবন মাজাহ ৪৬, মুসনাদ আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫;মুয়াত্তা মালিক ১৮৫৯;দারিমী ২৭১৫]

২৩. আবদুল্লাহ ইবন আমির(র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার মা আমাকে ডাকেন, যখন রাসুলুল্লাহ(ﷺ) আমাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমার মা আমাকে বলেন, তুমি এখানে এসো, আমি তোমাকে দেবো। তখন রাসুলুল্লাহ(ﷺ)তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তাকে কী দিতে চাচ্ছ ? তখন তিনি বলেন, আমি তাকে খেজুর দেবো। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার জন্য একটা গুনাহ লেখা হতো। (কারণ, সেক্ষেত্রে কথাটি মিথ্যা হতো।)[সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় ৪৩(আদব ও শিষ্টাচার), হাদিস নং : ৪৯৯১]

Scanned by CamScanner

যারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ রাখেন ও মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নবুয়তের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু চিন্তার খোরাক দিতে চাই :

১। মুহাম্মাদ(ﷺ) যদি স্রষ্টা থেকে প্রেরিত দূত নাই হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কী করে সেই মাক্কী জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, একদিন তিনি কা'বার চাবির পূর্ণ অধিকার লাভ করবেন? এবং কুরাইশরা সে সময়ে(মক্কা বিজয়ের পরে) কোনোপ্রকারে লাঞ্ছিত হবে না এবং তারা যথাযথ সম্মানেই ভূষিত হবে? কীভাবে তিনি এত আগে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী এই চিত্রগুলো বলে দিলেন? যখন তিনি এটা বলেছিলেন, তখন তো কুরাইশরা অনেক শক্তিশালী অবস্থায় ছিল। আর মুসলিমের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প।

২। মুহাম্মাদ(ﷺ) যদি স্রষ্টা থেকে প্রেরিত দূত নাই হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কী করে উসমান ইবন তালহা(রা.) কে এটা বললেন যে, "এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে।..." আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ(ﷺ) এর একটা ভবিষ্যদ্বাণী দেখান যেটা মিথ্যা হয়েছে। আপনাদের 'বিজ্ঞানমনস্ক'(?) চেতনা এ ব্যাপারে কী বলে?[২৪]

৩। আপনারা কি দেখেছেন, উসমান ইবন তালহার সাথে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সহিষ্ণু আচরণ? মক্কা বিজয়ের পরে কুরাইশদের সাথে তাঁর ক্ষমাশীল আচরণ? আপনারা কি দেখেছেন কীভাবে মক্কা বিজয়ের পরে সারা আরব ইসলামের ছায়াতলে এসেছে? আপনারা এত একচোখা কেন? আপনারা কেন আপনাদের ওয়েবসাইট কিংবা বইতে এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করেন না? হাদিস, তাফসির ও সিরাতগ্রন্থ গুলোতে এমন অনেক ঘটনা আছে। কেন আপনারা মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নামে আংশিক, অসত্য কিংবা অপব্যাখ্যামূলক তথ্য উপস্থাপন করেন?

---

২৪. নবী(ﷺ) এ জিনিস বলার পর প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আজ অবধি কা'বার চাবি উসমান ইবন তালহা(রা.) এর বংশের হাতেই ন্যস্ত আছে।

■"Sadin, Kaaba key keeper keeping tradition alive" (Arab News)
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/sadin-kaaba-key-keeper-keeping-tradition-alive
■ "Guardianship of the Kaaba: A history of a profession inherited by one family" (al-Arabiya English)
http://english.alarabiya.net/en/features/2017/06/29/Discover-a-profession-inherited-by-a-family-until-the-end-of-times.html
■ "Mourning a Great Servant of the Ka'aba_ Sheikh Abdul-Aziz Al-Sheibi, The keeper of the key to its door __ Center for Islamic Pluralism"
http://www.islamicpluralism.org/1670/mourning-a-great-servant-of-the-kaaba
■ "The keepers of the Kaaba key" (MSN News)
https://www.msn.com/en-ae/news/middleeast/the-keepers-of-the-kaaba-key/ar-AArtS6u?li=BBqrVLO

Scanned by CamScanner

"সুতরাং যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্য বলত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হতো।"[২৫]

"এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কোরো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন কোরো না।"[২৬]

"...সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী এদের জন্য ... ...আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।"[২৭]

---

২৫. আল কুরআন, মুহাম্মাদ ৪৭:২১
২৬. আল কুরআন, বাকারাহ ২:৪২
২৭. আল কুরআন, আহযাব ৩৩:৩৫

Scanned by CamScanner

নাস্তিক প্রশ্ন : কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা আল্লাহ ও তাঁর নবীর পছন্দ নয় (কুরআন৫:১০১, ৫:১০২)! কেন এই চিন্তার পরাধীনতা? এর কারণ কি এই যে, তাতে করে ধর্মের মিথ্যা দিকগুলো প্রকাশ হয়ে যেতে পারে?

উত্তর : আল কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তা তোমাদের কষ্ট দেবে। আর কুরআন নাযিলের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

তোমাদের আগেও এক সম্প্রদায় এ রকম প্রশ্ন করেছিল; তারপর তারা তাতে কাফির হয়ে গিয়েছিল।"[২৮]

কুরআনে যে প্রসঙ্গে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে তার ধারেকাছেও না গিয়ে বিকৃতভাবে আয়াতগুলো 'তাফসির'(?) করেছেন অভিযোগকারী নাস্তিক-মুক্তমনা সম্প্রদায় এবং ভুল উপসংহারে পৌঁছেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হবার প্রেক্ষাপট সহীহ হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেওয়া হয়নি সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন তুলতে থাকে।...রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন, *"মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ওই ব্যক্তি, যে এমন বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে যা হারাম করা হয়নি। অতঃপর তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম করে দেওয়া হয়েছে।"*[২৯]

---

২৮. আল কুরআন, মায়িদাহ ৫:১০১-১০২

২৯. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৭২৮৯;সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৩৫৮

Scanned by CamScanner

আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযুল এই যে, *যখন হজ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ নাযিল হয়, তখন আকরা ইবন হাবেস(রা.) প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের জন্য কি প্রতিবছরই হজ করা ফরয? তিনি [রাসুলুল্লাহ(ﷺ)] এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী ৩য় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন, যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ প্রতি বছরই হজ ফরয, তবে তা-ই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদের কোন নির্দেশ দিই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দাও—ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন কোরো না। তোমাদের পূর্বে কোনো কোনো উম্মত বেশি প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দিই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজ নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত।*[৩০]

ইমাম বুখারী(র.) বর্ণনা করেছেন, ইবন আব্বাস(রা.) বলেছেন, *কিছু লোক রাসুল(ﷺ) কে হাস্য-কৌতুক করে মাঝে মাঝে অহেতুক প্রশ্ন করত। যেমন একজন জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা কে?*[৩১] *অন্য একজন প্রশ্ন করল, আমার উটটি কোথায় রয়েছে, যে উটটি হারিয়ে গেছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাজিল করেন।*[৩২]

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের কথাই শুধু বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ও ভালো প্রশ্নের কথা বলা হয়নি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরিয়ত পূর্ণাঙ্গ হয়নি। তখন অধিক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের দ্বারা শরিয়তে কঠোরতা আরোপের সম্ভাবনা ছিল। আল্লাহ তাঁর শরিয়তকে পূর্ণাঙ্গ করবেন, এ জন্য তাদের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তা ছাড়া অনর্থক অপ্রয়োজীয় প্রশ্ন করাকে সুস্থ বিবেকও সমর্থন করে না।

---

৩০. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং :১৩৩৭, কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড.আবু বকর জাকারিয়া, ১ম খণ্ড, সূরা মায়িদাহ এর ১০১ নং আয়াতের তাফসির,পৃষ্ঠা ৬০১-৬০২

৩১. অপর এক বর্ণনায় এটি উল্লেখ আছে যে, নবী(ﷺ) তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন: "তোমার পিতা হচ্ছেন হুজাফাহ।" [তাবারী ১১/১০০, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭]

৩২. ফাতহুল বারী ৮/১৩০;তাফসির ইবন কাসির(হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী), ২য় খণ্ড, সূরা মায়িদাহর ১০১-১০২ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৭৬২

Scanned by CamScanner

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ আরও একটি হাদিস উল্লেখ করে থাকেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন : *"মুসলিম হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলিম ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে।"*[৩৩]

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর একটি হাদিস দ্বারাই ইসলামবিরোধীদের অপপ্রচারের অপনোদন হয়ে যায় :

"...অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞাসা করা নয়?..."[৩৪]

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেন না?

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় কেটেছে সাহাবায়ে কিরাম(রা.) এর প্রশ্নের জবাব দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, অন্য ধর্মের লোক যেমন : ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রশ্নের উত্তরও দিতেন তিনি। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রশ্নগুলো হতো আসমানি কিতাবভিত্তিক, যেগুলোর উত্তর কেবল নবীদেরই জানা। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাদের করা সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে এত পরিমাণ রেওয়ায়েত আছে যেসব উল্লেখ করলে একটা বই হয়ে যেতে পারে। এ রকম একটা বিবরণ উল্লেখ করছি:

ইহুদিরা পরীক্ষার্থে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কে বলেছিল :*যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব পরিবার শাম (বৃহত্তর সিরিয় অঞ্চল) থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ(আ.) এর ঘটনা কী ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর (সূরা ইউসুফ) মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনি অবতারণ করা হয়।...তিনি [মুহাম্মাদ(ﷺ)] ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোনো গ্রন্থও পাঠ করেননি। এতৎসত্ত্বেও তাওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণণা করে দেন। বরং এমন কিছু বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেন, যেগুলো তাওরাতে উল্লেখ ছিল না।*[৩৫]

নবী(ﷺ)কে সাহাবীগণ (রা.) ও অন্যরা যেসব প্রশ্ন করতেন সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ওহী আকারে নাজিল করে দিতেন। একদিন এক সাহাবী(রা.) নবী(ﷺ)কে আল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আয়াত নাজিল হলো :

---

৩৩. তিরমিযী ২৩১৭;ইবন মাজাহ ৩৯৭৬

৩৪. সহীহ আবু দাউদ, অধ্যায় :তায়াম্মুম, পরিচ্ছেদ :ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম করা; হাদিসনং-৩৩৬

৩৫. তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, সূরা ইউসুফের 'তাফসিরের সার-সংক্ষেপ' অংশ, পৃষ্ঠা

Scanned by CamScanner

"আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে [তাদের বলো], নিশ্চয়ই আমি তো নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে—তাহলেই তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারবে।"[৩৬]

লোকেরা রাসুল(ﷺ) এর কাছে হালাল-হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে নাজিল হলো :

"তারা তোমাকে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? তুমি বলো, পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশু-পাখিকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলোকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"[৩৭]

সম্পদ কীভাবে ব্যয় করা হবে, এ বাপারে নবী(ﷺ)কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে আয়াত নাজিল হয়:

"তারা তোমাকে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] জিজ্ঞাসা করছে,তারা কীরূপে ব্যয় করবে? তুমি বলো, তোমরা ধনসম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথিকবৃন্দের জন্য করো; এবং তোমরা যেসব সৎকাজ করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত।"[৩৮]

ইয়াতীমদের সাথে আচরণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিয়ে নাজিল হয়:

"... তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে; তুমি বলো তাদের হিত সাধন করাই উত্তম;..."[৩৯]

চাঁদের দৃশ্যমান হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর এল :

"তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজের সময় ঠিক করার মাধ্যম।..."[৪০]

---

৩৬. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১৮৬
৩৭. আল কুরআন, মায়িদাহ ৫ : ৪
৩৮. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ২১৫
৩৯. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ২২০
৪০. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১৮৯

Scanned by CamScanner

কিয়ামতের সময়ে পাহাড়ের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব এল :

"আর তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, আমার প্রভু এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। তারপর তিনি তাকে মসৃণ সমতলভূমি করে দেবেন। তাতে তুমি কোনো বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।"[৪১]

যুলকারনাঈন বাদশাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিয়ে আয়াত নাজিল করা হলো :

"আর তারা তোমাকে যুলকারনাঈন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, "আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি।"

আমি তাঁকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। অতঃপর সে একটি পথ ধরল। চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমনে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি [আল্লাহ] বললাম, "হে যুলকারনাঈন, তুমি তাদের শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।" সে বলল, "যে ব্যক্তি যুলুম করবে, আমি অচিরেই তাকে শাস্তি দেবো। অতঃপর তাকে তার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমি আমার ব্যবহারে তার সাথে নরম কথা বলব।"

আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ে পৌঁছল তখন সে দেখল, ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ হতে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এটাই। আর তার নিকট যা ছিল, আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

আবার সে এক পথ ধরল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, "হে যুলকারনাঈন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেবো যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?" সে বলল, "আমার প্রভু আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম।

---

৪১. আল কুরআন, ত্ব-হা ২০ : ১০৫-১০৭

Scanned by CamScanner

সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো। ...[৪২]

আল কুরআনে এমন আরও অনেক আয়াত আছে, যেখানে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং অন্যান্যদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।[৪৩] এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামবিরোধীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

ইসলাম কি অজানাকে জানা, জ্ঞান অনুসন্ধান এসব বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলে? কুরআন কি মানুষের চিন্তাকে পরাধীন করে?

আল কুরআনে অনেক আয়াত আছে যা আল্লাহর সৃষ্টি ও নিদর্শন সম্পর্কে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করতে বলে। উদাসীন মানুষকে চিন্তা–গবেষণার অনুপ্রেরণা দেয়। প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা আক্ষরিকভাবেই এসব আয়াতের ওপর আমল করতেন। ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগ ছিল, তখন মুসলিমবিশ্ব থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বিশ্বে ছড়িয়েছে। ইসলাম যদি মানুষের চিন্তাকে পরাধীনই করত, তাহলে এমন কিছু হতে পারত না।

"...এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন—যাতে তোমরা চিন্তা করো।"[৪৪]

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার, যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।"[৪৫]

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।"[৪৬]

---

৪২. আল কুরআন, কাহফ ১৮ : ৮৩-৯৫

৪৩. দেখুন : আল কুরআন,সূরা বাকারাহ ২ : ২১৭, ২১৯, ২২২, নিসা ৪ : ১২৭, আ'রাফ ৭: ১৮৭, আনফাল ৮ : ১, ইসরা(বনী ইস্রাঈল) ১৭ : ৮৫, আহযাব ৩৩ : ৬৩ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর তাফসির দেখুন ইবন কাসির অথবা অন্য কোনো তাফসিরগ্রন্থ থেকে।

৪৪. আল কুরআন, বাকারাহ ২:৭৩

৪৫. কুরআন, বাকারাহ ২:১৬৪

৪৬. আল কুরআন, আলি ইমরান ৩:১৯০

Scanned by CamScanner

"আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অর্ন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকদের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে।"[৪৭]

" তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

তাঁর আরও নিদর্শন : রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।

তাঁর আরও নিদর্শন : তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ—ভয় ও ভরসার জন্যে। এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর এর দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।"[৪৮]

" আমি আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকরেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।"[৪৯]

"পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব [আল কুরআন]। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীবজন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলি রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।"[৫০]

"তিনি আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।"[৫১]

---

৪৭. আল কুরআন, নুর ২৪:৪৪
৪৮. আল কুরআন, রুম ৩০:২২-২৪
৪৯. আল কুরআন, দুখান ৪৪:৩৮-৩৯
৫০. আল কুরআন, জাছিয়াহ ৪৫:২-৫
৫১. আল কুরআন, জাছিয়াহ ৪৫:১২-১৩

Scanned by CamScanner

"তারা কি লক্ষ করে না, তাদের মাথার ওপর উড়ন্ত পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? দয়াময় আল্লাহই তাদের স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয় দেখেন।"[৫২]

"তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না যে, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ করে না যে, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কীভাবে বিছানো হয়েছে?"[৫৩]

এরপরেও, এটা কীভাবে বলা সম্ভব যে, ইসলাম আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ থেকে বিরত থাকতে বলবে? আল্লাহ তা'আলাই তো স্বয়ং কুরআন মাজিদে আমাদের একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন:

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ : "...বলো, হে প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"[৫৪]

এভাবেই মহান আল্লাহ মানুষের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, মানুষকে ভাবনা-চিন্তার খোরাক দিয়েছেন, যাতে তারা আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে। সংশয়বাদীরা কি নিজ চিন্তাশক্তির প্রয়োগ ঘটাবে? চেনার চেষ্টা করবে তাদের স্রষ্টাকে? সময় শেষ হবার আগেই কি তারা আসবে অন্ধকার থেকে আলোতে?

---

৫২. আল কুরআন, মুলক ৬৭:১৯

৫৩. আল কুরআন, গাশিয়াহ ৮৮:১৭-২০

৫৪. আল কুরআন, ত্ব-হা ২০:১১৪

Scanned by CamScanner

নবী মুসা(আ.) এর সময়কালে ফিরআউনের সহচর হামান(Haman): কুরআনের ঐতিহাসিক বর্ণনায় কি ভুল আছে?

আল কুরআনে মুসা(আ.) এর ঘটনায় মিসরের ফিরআউনের(Pharaoh) সাথে সাথে আরও একজন মন্দ ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে। আর সে হচ্ছে হামান(Haman)। সে ছিল ফিরআউনের সহযোগী। কুরআনের ৩টি সূরায়[৫৫] হামানের কথা উল্লেখ আছে। আল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, ফিরআউন তামাশাচ্ছলে হামানকে এক সুউচ্চ ইমারত(tower) নির্মাণের নির্দেশ দেয়, যাতে করে সে আকাশে উঁকি দিয়ে মুসা(আ.) এর উপাস্য প্রভুকে দেখতে পায়।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ

অর্থ : ফিরআউন আরও বলল, "হে হামান, আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত বানাও যাতে আমি অবলম্বন পাই।

আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যাতে আমি মুসার ইলাহ [উপাস্য প্রভু]কে দেখতে পাই, আর আমি কেবল তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি"...।[৫৬]

খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক মুক্তমনাদের দাবি—কুরআনের এই বিবরণে ভুল আছে।

কেন?

কারণ, *বাইবেলে* মুসা(আ.) এর ঘটনায় হামান নামে ফিরআউনের কোনো সহচরের বিবরণ নেই। তা ছাড়া *বাইবেলেও* একজন হামানের কথা উল্লেখ আছে, সেও একটি উঁচু ইমারত নির্মাণ করে।[৫৭] কিন্তু *বাইবেলের* এই হামান মুসা(আ.) ও ফিরআউনের সময়ে বাস করত না; বরং এর থেকে প্রায় হাজার বছর পরে পারস্যের রাজা অহশ্বেরশ(Xerxes) এর সময়ে বাস করত। এ

---

৫৫. সূরাক্বাসাস ২৮:৬-৮, ৩৮, সূরা আনকাবুত ২৯:৩৯, সূরা মু'মিন(গাফির) ৪০:২৪, ৩৬ দ্রষ্টব্য

৫৬. আল কুরআন, মু'মিন(গাফির) ৪০: ৩৬-৩৭

৫৭. বাইবেল, ইষ্টেরের বিবরণ(Book of Esther) ৫:১৪ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

কারণে তাদের দাবি হচ্ছে কুরআন হামান বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়েছে, মুসা(আ.) ও ফিরআউনের সময়ে কোনো হামান মিসরে ছিল না এবং হামান মুসা(আ.) এর হাজার বছর পরের মানুষ।

প্রথম কথা : খ্রিষ্টান মিশনারিদের দাবির না হয় একটা হেতু পাওয়া গেল, তাদের ধর্মগ্রন্থের ঘটনার সাথে সাংঘর্ষিক তথ্য কুরআনে আছে।

কিন্তু নাস্তিক-মুক্তমনারা কি কোনো ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে? তারা কেন সব সময়ে *বাইবেলের* ঘটনাকেই সঠিক ধরে নিয়ে কুরআনকে বিবেচনা করে? সাধারণ যুক্তি তো এটাই বলে যে—দুটি গ্রন্থে যদি বিপরীত তথ্য থাকে, তাহলে এর যেকোনো একটি সঠিক ও অন্যটি ভুল হতে পারে। যেকোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তির এভাবেই বিষয়টা দেখা উচিত। কিন্তু নাস্তিক-মুক্তমনারা কেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থকে প্রথমে সঠিক ধরে নেয় আর এর সাথে কুরআনের তথ্যে বৈপরীত্য থাকলে সেটাকে ভুল বলে ধরে নেয়? এর উল্টোটা হবারও তো সম্ভাবনা থাকে। নাস্তিক-মুক্তমনাদের এই একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, তারা আসলে ধর্মনিরপেক্ষ না, তারা আসলে ইসলামবিদ্বেষী।

দ্বিতীয় কথা : কুরআন আর *বাইবেলের* কোনো তথ্যে মিল থাকলেই খ্রিষ্টান মিশনারি আর নাস্তিক-মুক্তমনারা হইচই করে বলতে থাকে যে, কুরআন আসলে *বাইবেল* থেকে কপি করা! হামান-বিষয়ক এই ঘটনায় যেহেতু *বাইবেলের* তথ্যের সাথে কুরআনের ঘটনার কোনো মিল নেই, কাজেই এখানে তাদের এই অভিযোগ আনবার কোনো সুযোগ নেই।

কাজেই এখানে হয় *বাইবেল* সত্য, না হলে কুরআন সত্য। অথবা উভয় গ্রন্থই ভুল।

চলুন এবার আমরা ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি, এখানে কোন গ্রন্থ সঠিক তথ্য দিয়েছে—*বাইবেল* নাকি কুরআন।

বাইবেলের Esther(বাংলা *বাইবেলে* 'ইষ্টেরের বিবরণ') নামক গ্রন্থে হামানের কথা উল্লেখ আছে। এটি *বাইবেলের* পুরাতন নিয়ম(Old testament) অংশের একটি গ্রন্থ। ইহুদিদের যে সকল কিতাবকে খ্রিষ্টানরা ঈশ্বরের বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে, সেগুলোকে তারা *বাইবেলের* Old testament অংশে রেখেছে। এই অংশের গ্রন্থগুলো মূলত প্রাচীন ইহুদিদের লেখা। ইহুদিরা তাদের নিজেদের এ কিতাবকে কতটুকু বিশুদ্ধ বলে মনে করে? *Jewish Encyclopedia* তে Esther গ্রন্থ-বিষয়ক আলোচনায় Critical View অংশে বলা হয়েছে:

Scanned by CamScanner

"The vast majority of modern expositors have reached the conclusion that ***the book is a piece of pure fiction,*** *although some writers qualify their criticism by an attempt to treat it as a historical romance. The following are the chief arguments* ***showing the impossibility of the story of Esther"*** [৫৮]

অর্থাৎ, *বেশিরভাগ আধুনিক ব্যাখ্যাকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,* ***এই বইটি নিখাদভাবে একটি কল্পিত গল্প (fiction)।...***

শুধু তা-ই না, এ আর্টিকেলের Improbabilities of the Story অংশে দেখানো হয়েছে, *বাইবেলের* অন্য বইগুলোর তথ্যের সাথে Esther গ্রন্থের তথ্য কতটা সাংঘর্ষিক।

আর্টিকেলের Probable Date অংশে বলা হয়েছে :***In view of all the evidence the authority of the Book of Esther as a historical record must be definitely rejected.*** *Its position in the canon among the Hagiographa or "Ketubim" is the only thing which has induced Orthodox scholars to defend its historical character at all.* ***Even the Jews of the first and second centuries of the common era questioned its right to be included among the canonical books of the Bible*** *(compare Meg. 7a).*

অর্থাৎ,সকল প্রমাণের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, **ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসাবে Esther এর গ্রহণযোগ্যতা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।...এমনকি ১ম ও ২য় শতাব্দীর ইহুদিরাও *বাইবেলের* অনুমোদিত বই হিসাবে Esther এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলত।**[৫৯]

খোদ *Jewish Encyclopedia* তে *বাইবেলের* গ্রন্থ Esther এর ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এইসব মন্তব্য করা হয়েছে। যে ইহুদিরা এই গ্রন্থের লেখক, ধারক ও বাহক, তারাই এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে এ রকম প্রশ্ন তুলেছে। এ তো গেল ইহুদি গবেষকদের কথা। সেকুলার গবেষকগণও এই গ্রন্থ নিয়ে অনেক

---

৫৮. Jewish Encyclopedia;Vol. 5, page 232-237; Article: Esther
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5872-esther
৫৯. প্রাগুক্ত

Scanned by CamScanner

যৌক্তিক অভিযোগ এনেছেন, যেগুলো আর এখানে উল্লেখ করে লেখার কলেবর বৃদ্ধি করলাম না। এমনই একটি 'নির্ভরযোগ্য'(!) ঐতিহাসিক ডকুমেন্টের সহায়তা নিয়ে ইসলামবিরোধীরা কুরআনের ঐতিহাসিক তথ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। সুবহানাল্লাহ!

এবারে আমরা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখি, হামানের ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখিত তথ্য কতটা সঠিক বা নির্ভরযোগ্য।

১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিসর অভিযানের সময়ে তার একজন সৈন্য Rosetta Stone আবিষ্কার করে। Rosetta Stone এ প্রাচীন মিসরীয় লিপিএবং তার তুলনামূলক গ্রিক বর্ণমালার বিবরণ ছিল, যার সাহায্যে গবেষকগণ প্রাচীন মিসরীয় লিপির(hieroglyphics) পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৬০] প্রাচীন মিসরীয় লিপির মর্মোদ্ধারের ওপর ভিত্তি করে মিসরবিদগণ[৬১] সে সময়কার বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পেরেছেন। এ-জাতীয় গবেষণার জন্য অগ্রগামী হচ্ছেন ফ্রান্স এবং জার্মানির মিসরবিদগণ।

আল কুরআনে হামান-বিষয়ক তথ্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য ড. মরিস বুকাইলি ফ্রান্সের একজন মিসরবিদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি মিসরবিদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হামান' বলে কোনো নাম তিনি তার প্রাচীন মিসর-বিষয়ক রেকর্ডে দেখেছেন কিনা। মিসরবিদ কিছুটা অবাক হলেন। ড. মরিস বুকাইলি 'হামান' নামটি কোথায় পেয়েছেন তা জানতে চাইলেন। জবাবে ড. মরিস বুকাইলি রাসুল(ﷺ) এর কথা বলেন। তখন মিসরবিদ তাঁকে বলেন যে, এমন নামের সন্ধান পাওয়া তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব কেননা রাসুল(ﷺ) এর হাজার বছর আগে প্রাচীন মিসরীয় ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি তাঁকে আরও বলেন যে, এইসব নামের রেকর্ডের জন্য তাঁকে জার্মানি যেতে হবে। ড. মরিস বুকাইলি সে অনুযায়ী জার্মানি যান। সেখানে গিয়ে প্রাচীন মিসরে মুসা(আ.) এর সময়কালে[৬২] ফিরআউনদের অধীনে নির্মাতা এবং স্থপতিদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এবং সুবহানাল্লাহ, তিনি Ranke এর *Die Ägyptischen*

---

৬০. "1799: Rosetta Stone found"
http://www.history.com/this-day-in-history/rosetta-stone-found

৬১. 'Egyptologist';প্রাচীন মিসর নিয়ে গবেষণা করেন যারা

৬২. খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ থেকে ত্রয়োদশ শতক, প্রাচীন মিসরের New Kingdom রাজত্বকাল;
"Moses [Encyclopedia]"
http://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/judaism-biographies/moses

Scanned by CamScanner

Personennamen গ্রন্থে[৬৩] 'হামান' নামটি পেয়ে যান! এটি মূলত প্রাচীন মিসরীয় ভাষার একটি অভিধান। সেখানে তিনি দেখেন যে,পাথর আহরণ স্থানের নির্মাণ কর্মীদের নেতার উপাধি'হামান'। ফ্রান্সে ফিরেমরিস বুকাইলি সেই মিসরবিদকে অভিধানটির ফটোকপি দেখান, যাতে তিনি 'হামান' এর সন্ধান পেয়েছেন। এরপর তিনি তাকে কুরআন থেকে হামানের আয়াত দেখান। এটা দেখে সেই ফরাসি মিসরবিদ বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যান।[৬৪]

23 *ḥm·j* u. ä.
m *NR* Annales 7, 133 u. 21, 70; Gardiner-Peet, Sinai, Tf. 66, 211, 16; Theben, Grab 96 (Sethe 13, 50. 59).

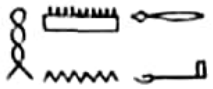

24 *ḥmn-ʿꜣ* ‚(der Gott) *ḥmn* ist groß'
m *MR* Kairo 20420a.

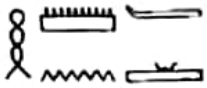

25 *ḥmn-ḥ (?)²)*
m *NR* Wien, Wreszinski, S. 130.

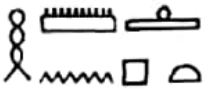

26 *ḥmn-ḥtp(·w)* ‚(der Gott) *ḥmn* ist gnädig'
m *MR* ÄZ 37, 64 und Lacau, Sarcoph. II, 28126.

¹) Hier ist gewiß ‚des *ḥr(·w)* Sohn, *ḥmt·w*' zu lesen, ebenso wie ‚des *ḥr·w* Sohn, *imnjj*, der Ältere' auf derselben Stele.

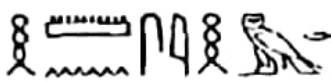

siehe *sꜣḥ(·j)-m-ʿ-ḥmn*.

1 *ḥmn·j-nḫt(·w)* ‚*ḥmn·j* ist stark' (?)
m *MR* Kairo 20582b.

মরিস বুকাইলি যে অভিধানটি থেকে ফিরআউনের সময়কালে 'হামান' এর সন্ধান পান তার স্ক্রিনশট।[৬৫]

৬৩. অভিধানটি পাওয়া যাবে এখানে:https://goo.gl/YQ4dRx

৬৪. Moses and Pharaoh: The Hebrews In Egypt, byDr. Maurice Bucaille,NTT Mediascope Inc.: Tokyo, 1995,pp. 192-193
•Egyptology In The Qur'an - Exhibition Islam
https://goo.gl/SPbHiL

৬৫. Die Ägyptischen Personennamen, by Hermann Ranke, 1935, Volume I (Verzeichnis der Namen), page240, Nos. 24-26 and page241, No. 1

Scanned by CamScanner

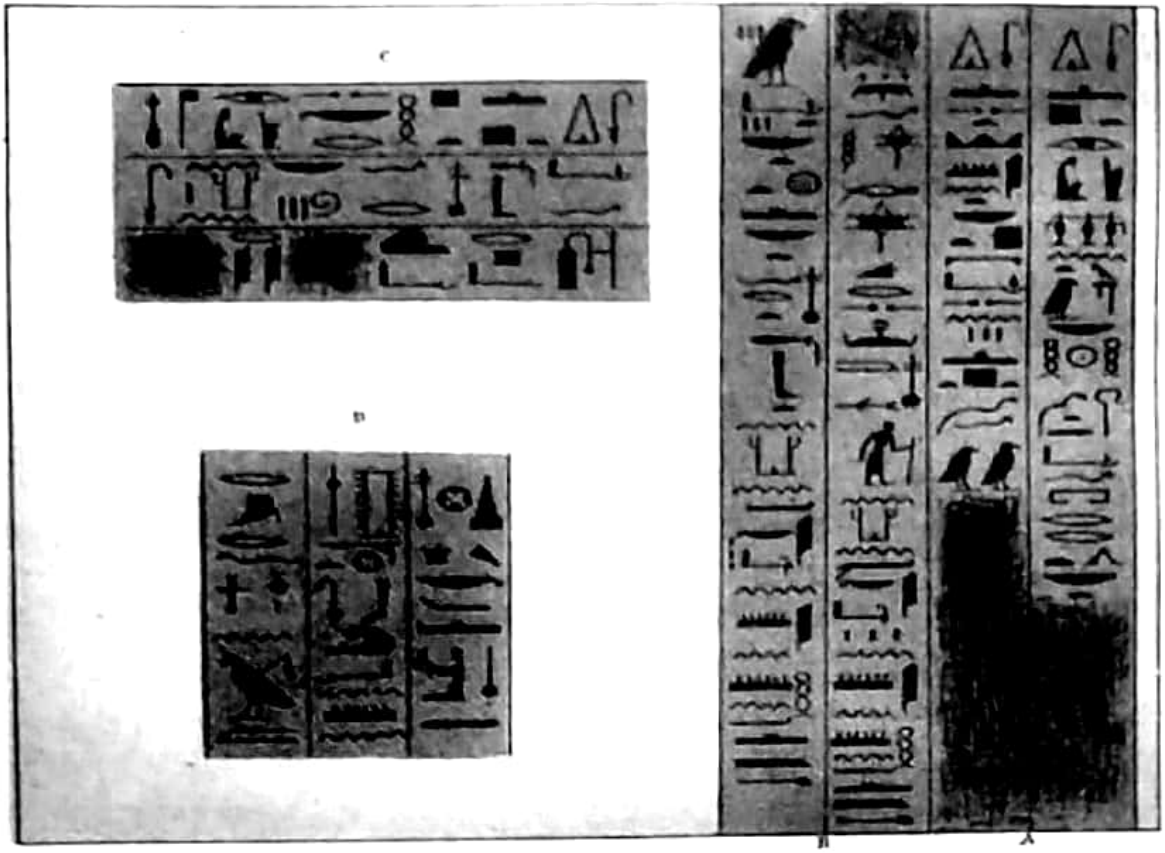

রঙ্গিন ছবি দেখতে বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার Kunsthistorisches জাদুঘরে রক্ষিত একটি প্রাচীন মিসরীয় লিপির (hieroglyphics) নমুনা যাতে ফিরআউনের(pharoh) যুগের 'হামান' এর উল্লেখ আছে।[৬৬]

I.34. Pfeiler einer Grabthür. № 91. (publ. Reinisch Miramare Taf. 34.)

Zeit: NR.

Name und Titel: [redacted]

Anmerkung: Vorsteher der Steinbrucharbeiter; vgl. Sethe Urk. I 92, I 113 a.R.

মিসরীয় লিপির অনুবাদ যাতে 'হামান' এর পেশার উল্লেখ আছে *'Vorsteher der Steinbrucharbeiter'* (জার্মান) যার মানে হচ্ছে, 'পাথর আহরণস্থানের কর্মীদের নেতা'।[৬৭] লিপিটি প্রাচীন মিসরের *New Kingdom* রাজত্বকালের।

---

৬৬. Die aegyptischenDenkmaeler in Miramar by von Leo Reinisch; page 399; গুগল বুক লিঙ্ক :https://goo.gl/9aqUCH

Scanned by CamScanner

কুরআন মাজিদের বিবরণে আমরা দেখছি যে, মিসরের ফিরআউন 'হামান' বলে একজনকে ডেকে সুউচ্চ ইমারত বানাবার আদেশ দিচ্ছে; আর প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় পাথরের নির্মাণকর্মীদের নেতাকে ডাকা হতো হামান বলে। আল কুরআনে সূরা কাসাসের ৩৮নং আয়াতে এটাও বলা আছে ফিরআউন হামানকে ইট পুড়িয়ে ইমারত বানাতে বলেছিল।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

অর্থ :"আর ফিরআউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ(উপাস্য) আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করো। যাতে আমি মুসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয়ই আমি মনে করি, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'"'[৬৮]

আধুনিককালে মিসরবিদগণ(Egyptologists) জানতে পেরেছেন যে, প্রাচীন মিসরে কাদা পুড়িয়ে ইট বানানোর প্রচলন ছিল। মিসরের পোড়ানো ইট ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় Middle Kingdom রাজত্বকালে।[৬৯] পরবর্তী সময় New Kingdom রাজত্বকালেও (১৫৫০-১০৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) থেবেস (Thebes) এর সমাধিক্ষেত্রে পোড়ানো ইট ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭০] ঐতিহাসিকদের মতে মিসরের New

---

৬৭. AegyptischeInschriften Aus Dem K.K. Hof Museum In Wien, by WalterWreszinski,1906, J. C. Hinrichs'scheBuchhandlung: Leipzig, I 34, page130 archive বুক লিঙ্ক :https://goo.gl/VuRV6U

৬৮. আল কুরআন, ক্বাসাস ২৮:৩৮

৬৯. G.A. Reisner, N.F. Wheeler & D.Dunham, UronartiShalfakMirgissa, 1967, Second Cataract Forts: Volume II, Museum of Fine Arts: Boston (USA), pp. 118-119 and Plate XLIX B; A. J. Spencer, Brick Architecture In Ancient Egypt, 1979, page140; "Brick Construction" in D. Arnold (S. H. Gardiner and H. Strudwick [Trans.]), The Encyclopaedia Of Ancient Egyptian Architecture, 2003, I. B. Tauris: London, page34

৭০. L. Borchardt, O. Königsberger& H. Ricke, "Friesziegel in Grabbauten", ZeitschriftFürÄgyptischeSprache Und Altertumskunde, 1934, Volume 70, pp. 25-35; **আরও দেখুন** A. J. Spencer, Brick Architecture In Ancient Egypt, 1979, page140

Scanned by CamScanner

Kingdom রাজত্বকালেই আবির্ভাব হয়েছিল নবী মুসা(আ.) এর।[৭১] কাদা পুড়িয়ে মজবুত ইট বানানোর জ্ঞান—প্রাচীন একটি সভ্যতার জন্য এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার। আর এই তথ্যটি আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

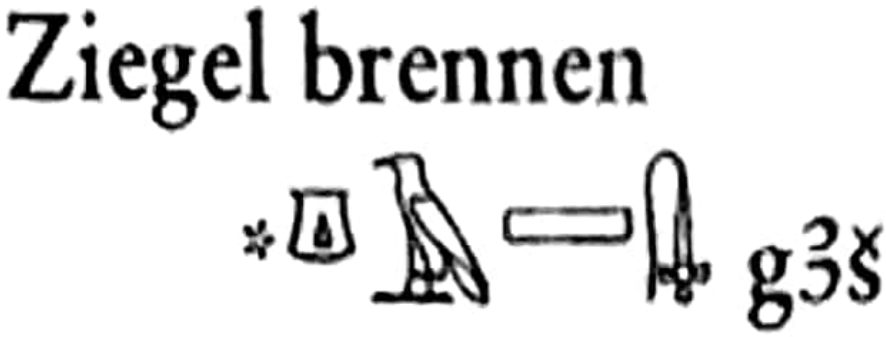

'Die Sprache Der Pharaonen Gro ßes Handwörterbuch Ägyptisch',
প্রাচীন মিসরীয়-জার্মান অভিধান থেকে প্রাচীন মিসরে নির্মাণ কাজে ইট পোড়ানোর (*ZiegelBrennen*) উল্লেখ।[৭২]

যে কুরআনকে খ্রিষ্টান মিশনারি আর নাস্তিকরা অভিযুক্ত করে "*বাইবেল* থেকে কপি" করা বলে, সেই কুরআনেই আমরা দেখছি এমন ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যা কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান পণ্ডিতের সেই যুগে জানা ছিল না। ঐতিহাসিক তথ্যে ভুল থাকা তো দূরের কথা, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআনে বিস্ময়করভাবে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। ইসলামবিদ্বেষীদের অভিযোগ আর সত্যের মাঝে সবসময়েই বিশাল ব্যবধান লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন মিসরীয় ভাষা তো মুহাম্মাদ(ﷺ) এর শত শত বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদ(ﷺ) এর যুগ ৭ম শতাব্দীতে পৃথিবীতে কেউ প্রাচীন মিসরীয় ভাষা জানত না, কোনো মিসরবিদও সে যুগে ছিল না। প্রাচীন মিসরীয় ভাষার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সময় থেকে এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় পরে, ১৮ শতকে। আজ থেকে ১৪শ বছর আগে এমন কে ছিল, যে

---

৭১. 'The New Kingdom - Part Two and the Age of Decline'
http://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subpage=1617942 অথবা শর্ট লিঙ্কঃ https://goo.gl/TouXW5

৭২. R.Hannig, Die Sprache Der Pharaonen Gro ßes HandwörterbuchÄgyptisch Deutsch (2800-950 v. Chr.), 2000, Verlag Philipp Von Zabern: Mainz, page1570; আরও দেখুন এই বইটিরই পুরোনো সংস্করণ: R. Hannig, Die Sprache Der Pharaonen Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), 1995, Verlag Philipp Von Zabern: Mainz, page895

Scanned by CamScanner

জানত যে প্রাচীন মিসরে পাথরের নির্মাণশ্রমিকদের নেতার টাইটেল ছিল 'হামান' কিংবা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মানুষেরা পোড়ানো ইট দিয়ে ইমারত নির্মাণ করত? ৭ম শতাব্দীতে কে মুহাম্মাদ(ﷺ)কে বলে দিলো, প্রাচীন মিসরীয় লিপির মর্ম? কে তাঁকে নিখুঁতভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বলে দিলো? একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া?

"তুমি[মুহাম্মাদ(ﷺ)] তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোনোদিন কিতাব লেখনি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।

বরং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা (কুরআন) তো স্পষ্ট নিদর্শন। একমাত্র জালিম ছাড়া আমার নিদর্শন কেউ অস্বীকার করে না।"[৭৩]

" তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হতো, তবে তারা ওতে বহু গরমিল পেত।"[৭৪]

---

৭৩. আল কুরআন, আনকাবুত ২৯:৪৮-৪৯

৭৪. আল কুরআন, নিসা ৪:৮২

Scanned by CamScanner

কুরবানীর জন্য কাকে নেওয়া হয়েছিল ইসমাঈল(আ.) নাকি ইসহাক(আ.)?

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এমন এক অন্ধকার সময়ের কথা বলে গিয়েছেন, যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু বিকেলে কাফির হয়ে যাবে।[৭৫] গায়েবের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তবে বর্তমানে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটছে। তারা ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন অভিযোগ দেখে, অজ্ঞতার কারণে অতি সহজেই ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছেন। কখনো কখনো তারা সেসব অভিযোগের সত্যতাও ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেন না। আজ চারদিক থেকে নানাভাবে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে : তোমরা যে বিশ্বাস করো ইব্রাহিম(আ.) তাঁর ছেলে ইসমাঈল(আ.)কে কুরবানী করতে চেয়েছিল, আসলে এটি একটি মিথ্যা কথা। তারা দৃঢ়তার সাথে বলে, কুরআন ও হাদিসে কোথাও ইসমাঈলকে(আ.) কুরবানী করার কথা নেই!তারা *বাইবেল* ও কুরআন উভয় গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে—ইসহাক(আ.) ছিলেন কুরবানীর জন্য নির্বাচিত সন্তান(জবিহুল্লাহ)। তাদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের ঈমানের পথ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার। খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের ধর্ম প্রচার করার জন্য অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিল।এখন তাদের দলে নাস্তিকরাও যোগ দিয়েছে। এ যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! যা হোক, এ বিষয়টা নিয়ে এই লেখা।

ইসলামী আকিদা হচ্ছে—নবী ইব্রাহিম(আ.) এর বড় ছেলে ইসমাঈল(আ.) কে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল অর্থাৎ ইসমাঈল(আ.) হচ্ছেন 'জবিহুল্লাহ'। কুরআন দ্বারা এটি প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে।[৭৬]

অপরদিকে *বাইবেল* বলে যে, ইব্রাহিম(আ.) এর অন্য ছেলে ইসহাক(আ.) কে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। *বাইবেলের* Old Testament বা 'পুরাতন নিয়ম'[৭৭] অংশটিকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীরা নিজ ধর্মগ্রন্থ

---

৭৫. সিলসিলা সহিহাহ ৭৫৮;সহীহ মুসলিম;তিরমিযী, হাদিস নং : ২১৯৫ দ্রষ্টব্য

৭৬. তাফসির ইবন কাসির, সূরা আস সফফাতের ১০৩-১১৩ আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

৭৭. ঈসা(আ.) এর পূর্বে বনী ইস্রাঈল বংশে যে সকল নবী এসেছেন, তাঁদের নামে লেখা (বিকৃত)কিতাবগুলোর সমষ্টিকে ইহুদিরা বলে 'তানাখ'(Tanakh)। খ্রিষ্টানরাও এই কিতাবগুলোর ওপর

Scanned by CamScanner

হিসাবে স্বীকার করে। তাদের এ বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে পুরাতন নিয়ম অংশের গ্রন্থ আদিপুস্তক(Genesis)এর বর্ণনা। কাজেই এ নিয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস এক এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস আরেক। নাস্তিকরা মূলত ইসলামের বিরোধিতা করে এবং অনেক সময়েই অটোমেটিক চয়েস হিসাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থানকে সমর্থন করে। আমরা এখন কুরআন-হাদিস এবং *বাইবেল* সকল প্রকারের উৎস থেকে ইব্রাহিম(আ.) এর কুরবানীর ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করব এবং দেখব আসলে কে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন—ইসমাঈল(আ.) নাকি ইসহাক(আ.)।

কুরআনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে ইব্রাহিম(আ.) এর বড় ছেলে অর্থাৎ ইসমাঈল(আ.) কে কুরবানী দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

অর্থ : "এবং সে [ইব্রাহিম(আ.)] বলল, "আমি আমার প্রভুর দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। হে আমার প্রভু, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।" ***অতঃপর তাঁকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্রসন্তানের [ইব্রাহিম(আ.) এর ১ম সন্তান] সুসংবাদ দিলাম।*** *অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন সে*

ঈমান রাখে। তারা এগুলোকে তাদের বাইবেলে 'পুরাতন নিয়ম'(Old Testament) অংশে রেখেছে। ঈসা(আ.) ও তাঁর শিষ্যদের নামে লেখা (বিকৃত)কিতাবগুলোর সমষ্টিকে খ্রিষ্টানরা তাদের বাইবেলে 'নতুন নিয়ম'(New Testament) অংশে রেখেছে। 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' নিয়ে খ্রিষ্টানদের বাইবেল।

Scanned by CamScanner

*[ইব্রাহিম(আ.)] বলল, "হে প্রিয়পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখো তোমার কী অভিমত।"সে বলল, "হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা-ই করুন। আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং সে তাঁর পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, "হে ইব্রাহিম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ।"নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইব্রাহিমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। **এবং আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের [ইব্রাহিম(আ.) এর ২য় সন্তান], সে ছিল এক নবী, সৎকর্মশীলদের অন্যতম।"**[৭৮]*

এখানে পুরো কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করার পরে ১১২নং আয়াতে ইসহাক(আ.) এর জন্মের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ওই ঘটনার সময়ে ইসহাক(আ.) এর জন্মই হয়নি।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

অর্থ :" আর অবশ্যই আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহিমের কাছে এল। তারা বলল, "সালাম।"সেওবলল, "সালাম।" বিলম্বনাকরে সে একটি ভুনা গো-বাছুর নিয়ে এল। অতঃপর যখন সে দেখতে পেল, তাদের হাত এর [খাবারের] প্রতি পৌঁছছেনা, তখন তাদের অস্বাভাবিক মনে করল এবং সে তাদের থেকে ভীতি অনুভব করল। তারা বলল, "ভয় কোরোনা, নিশ্চয়ই আমরা লুতের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছি। "তাঁর স্ত্রী ও নিকটেই

---

৭৮. আল কুরআন, সূরা আস সফফাত ৩৭:৯৯-১১২

Scanned by CamScanner

দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর ***আমি তাঁকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়া'কুবেরও।"***[৭৯]

এখানে স্পষ্টত বলা হচ্ছে, ফেরেশতারা একই সাথে ইব্রাহিম(আ.)কে ইসহাক(আ.) ও ইয়া'কুব(আ.) এর সুসংবাদ দেন। ইসহাক(আ.) যদি জবিহুল্লাহ হয়ে থাকেন,তাহলে ইয়া'কুব(আ.) এর সংবাদ কীভাবে দেওয়া হবে? তিনি তো কুরবানীই হয়ে যাবেন! তাহলে তো ইব্রাহিম(আ.) কে কোনো পরীক্ষা করা হলো না। পরীক্ষার ফল আগে থেকেই জানা,ইসহাক(আ.) বেঁচে যাবেন ও তাঁর ছেলে ইয়া'কুব(আ.) নবী হবেন!

আল কুরআনের তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে মুসলিম উম্মাহ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, ইসমাঈল(আ.) হচ্ছেন জবিহুল্লাহ।

খ্রিষ্টান প্রচারক কিংবা নাস্তিকরা এই বলে জল ঘোলা করে যে, কুরআনে কেন সরাসরি নাম বলা হয়নি? আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, সরাসরি নাম না বললেও কুরআনে এটা স্পষ্ট যে ইব্রাহিম(আ.) এর ১ম সন্তান অর্থাৎ ইসমাঈল(আ.) ই জবিহুল্লাহ। কুরআনে কুরবানীর পুরো ঘটনা উল্লেখ করে[৮০] জবিহুল্লাহর নাম উহ্য রাখা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনা শেষ করার পরে ইসহাক(আ.) এর বৃত্তান্ত শুরু করা হয়েছে। এরপর মুসা(আ.) ও হারুন(আ.) এর বৃত্তান্ত।[৮১] একজন নবীর পর আরেকজন নবীর বিবরণ। এ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কুরবানীর উদ্দেশ্যে ইসহাক(আ.)কে নেওয়া হয়নি, বরং বড় ছেলে অর্থাৎ ইসমাঈল(আ.) কে নেওয়া হয়েছিল। মুসলিম,ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা একমত যে, ইব্রাহিম(আ.) এর বড় ছেলে ইসমাঈল(আ.)। কুরআন অনেক সময়েই মহিমান্বিত ব্যক্তির নাম উহ্য রেখে বিশেষণ দিয়ে ওই ব্যক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এটা কুরআনের একটি বর্ণনাভঙ্গি। ইসমাঈল(আ.) ছাড়াও ইউনুস(আ.) এর নাম উহ্য রেখে এক স্থানে তাঁকে 'যান নুন'(মাছওয়ালা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

---

৭৯. আল কুরআন,হুদ ১১:৬৯-৭১

৮০. আল কুরআন, আস সফফাত ৩৭:৯৯-১১২ দ্রষ্টব্য

৮১. আল কুরআন, আস সফফাত ৩৭:১১৪ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

অর্থ : "আর স্মরণ করো মাছওয়ালার [ইউনুস(আ.)]কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবনা। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, "আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম যালিম।""[৮২]

সহীহ বুখারীতে ইব্রাহিম(আ.) কর্তৃক তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈল(আ.) কে মক্কার মরুভূমিতে রেখে আসার ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ (র.)... সাঈদ ইবনু জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নারীজাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে ইসমাঈল(আ.) এর মায়ের (হাযেরা) নিকট থেকে। হাযেরা(আ.) কোমরবন্ধ লাগাতেন সারাহ(আ.) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। ***তারপর (আল্লাহর হুকুমে) ইব্রাহিম(আ.) হাযেরা (আ.) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ.)কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ.) শিশুকে দুধ পান করাতেন।*** *অবশেষে যেখানে কাবা ঘর অবস্থিত,* ***ইব্রাহিম(আ.)তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের [মসজিদুল হারাম] উঁচু অংশে যমযম কূপের ওপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদের রাখলেন।*** *তখন মক্কায় না ছিল কোনো মানুষ, না ছিল কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদের সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি।*

এরপর ইব্রাহিম(আ.) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ.) এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহিম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোনো সাহায্যকারী, আর না আছে (পানাহারের) ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহিম(আ.)তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আ.) তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা (আ.)বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইব্রাহিম (আ.)ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রভু! আমি আমার পরিবারের কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর

---

৮২. আলকুরআন,সূরা আম্বিয়া ২১:৮৭

Scanned by CamScanner

উপত্যকায়... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৭) *(এ দু'আ করে ইব্রাহিম(আ.) চলে গেলেন)* ***আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ওই মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে পিপাসিত হলেনএবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করেছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা' কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন।*** *এরপর তিনি তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় না? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না।*

তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমনকি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দানে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে-সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন,এজন্যই মানুষ (হজ বা উমরার সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। (মনোযোগ দিয়ে শুনি।) তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ, আর আমিও শুনেছি)। যদি তোমার কাছে কোনো সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য করো।

হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (আ.)এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠতে থাকল। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে

Scanned by CamScanner

জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝরনায় পরিণত হতো।

রাবী বলেন, তারপর হাযেরা (আ.) পানি পান করলেন, আর শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। *এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দুজনে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না। ওই সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তাঁর ডানে-বামে ভেঙে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা (আ.) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন।...*[৮৩]

এবার আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করব। *সহীহ বুখারীর* হাদিস এবং *বাইবেলের* আদিপুস্তক(Genesis) এ ব্যাপারে একমত যে, ইসমাঈল(আ.) কে যখন মরুভূমিতে রেখে আসা হয়, তখন তিনি ছিলেন ছোট শিশু।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে ঘটনাটি যেভাবে আছে:

[ঈশ্বর বললেন] "আমি দাসীর ছেলেটিকেও এক মহা জাতিতে পরিণত করব কারণ সে তোমার বংশধর।" পরদিন সকালে আব্রাহাম [ইব্রাহিম(আ.)] কিছু খাবার এবং চামড়ার থলেতে পানি নিলেন এবং হাগারকে(বিবি হাযেরা) দিলেন। তিনি ***বাচ্চাটি সহ সেগুলো তার কাঁধে তুলে দিলেন*** *এবং তাকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি [হাগার/বিবি হাযেরা] চলে গেলেন এবং বেরশেবার মরুভূমিতে ঘুরতে লাগলেন।চামড়ার থলের পানি যখন শেষ হয়ে গেল,* ***তিনি বাচ্চাটিকে ঝোঁপের নিচে রাখলেন।*** *তিনি উঠে গেলেন এবং কাছেই তীর ছোড়ার দূরত্বে গিয়ে বসে পড়লেন।* ***কারণ তিনি ভাবছিলেন, "আমি বাচ্চাটার মরণ দেখতে পারব না।" তিনি কাছে বসে ছিলেন এবং বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করল। ঈশ্বর ছেলেটির কান্না শুনলেন।*** *ঈশ্বরের স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে হাগারকে আহ্বান করলেন, "কী হয়েছে হাগার? ভয় পেয়ো না।* ***ছেলেটি যে স্থানে শুয়ে আছে ঈশ্বর সেখান থেকে ওর কান্না শুনেছেন। ছেলেটিকে তুলে নাও এবং ধরে রাখো,*** *কারণ আমি তাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করব।"*

অতঃপর ঈশ্বর তাঁর চোখ খুলে দিলেন এবং তিনি পানির এক কূপ [জমজম কূপ] দেখতে পেলেন। তিনি সেদিকে গেলেন, চামড়ার থলে পানি দিয়ে ভর্তি করলেন এবং ছেলেটিকে পানি খাওয়ালেন।"

---

৮৩. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১২৫

Scanned by CamScanner

*"And I (God) will make a nation of the son of the slave woman (Hagar) also, because he is your offspring." So Abraham rose early in the morning, and took bread and a skin of water, and gave it to Hagar, **putting it on her shoulder, along with the child,** and sent her away. And she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.*

*When the water in the skin was gone, **she cast the child under one of the bushes.** Then she went, and sat down over against him a good way off, about the distance of a bowshot; for she said, **"Let me not look upon the death of the child."** And as she sat over against him, **the child lifted up his voice and wept.** And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar from heaven, and said to her, "What troubles you, Hagar? Fear not; for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, **lift up the lad, and hold him fast with your hand**; for I will make him a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the skin with water, and gave the lad a drink. [RSV]*[৮৪]

কিন্তু এখানে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আদিপুস্তক (Genesis) গ্রন্থের বর্ণনায় একটা বড়সড় সমস্যা আছে। ২১নং অধ্যায়ে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে, ইসমাঈল(আ.)কে মরুভূমিতে রেখে আসার সময়ে তিনি এক ছোট শিশু ছিলেন। ঠিক যেভাবে রাসুল(ﷺ)এর হাদিসে বলা হয়েছে।

কিন্তু,একটু আগেই, ওই একই অধ্যায়ে [আদিপুস্তক ২১:৫-১১] বলা হচ্ছে, ইসমাঈল(আ.) কে নির্বাসন দেবার কারণ ছিল, তিনি ইসহাক(আ.)কে ব্যঙ্গ

---

৮৪. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-১৯

Scanned by CamScanner

করছিলেন! এ কী করে সম্ভব, যে ছেলে কাউকে ব্যঙ্গ করার মতো বড়, এক অধ্যায় পরেই সেই ছেলেটি একটি দুধের শিশুতে পরিণত হয়, যে পানির জন্য কাঁদে?? যাকে তাঁর মা তুলতে পারেন?

*"ইসহাকের যখন জন্ম হয়, তখন আব্রাহামের [ইব্রাহিম(আ.)] বয়স ১০০বছর। সারা বললেন, "ঈশ্বর আমার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিলেন। আর যে এ খবর শুনবে, সেও হাসবে।"তিনি আরো বললেন, "আব্রাহামকে কেই বা বলতে পেরেছিল যে সারা একসময় বাচ্চা লালনপালন করবে? তারপরেও আমি বৃদ্ধা বয়সে তাঁকে একটা সন্তান এনে দিলাম।"বাচ্চাটি বড় হল এবং দুধ খাওয়া ছাড়ল। আর যেদিন ইসহাক দুধ খাওয়া ছাড়ল, সেদিন আব্রাহাম এক বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন। **কিন্তু সারা লক্ষ্য করলেন যে, আব্রাহামের মিশরীয় দাসীর ছেলেটি [ইসমাঈল(আ.)] ব্যাঙ্গ করছিলো।** সারা আব্রাহামকে বললেন, "ঐ দাসী আর তার ছেলেটাকে বের করে দাও। কারণ দাসীর ছেলে আমার ছেলে ইসহাকের উত্তরাধিকারের অংশীদার হতে পারে না।"*

Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born to him. Sarah said, "God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me." And she added, "Who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age." The child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned Abraham held a great feast. ***But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham was mocking****, 10 and she said to Abraham, "Get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac." [NIV]*[৮৫]

বাইবেলের বর্ণনামতে ইসমাঈল(আ.) ছিলেন ছোট ভাই ইসহাক(আ.) এর চেয়ে ১৪ বছরের বড়।[৮৬] ইসহাক(আ.)এর দুধ ছাড়াতে ২ বছর লাগার কথা। সেই হিসাবে ইসহাক(আ.) এর দুধ ছাড়ানোর ভোজসভার সময়ে ইসমাঈল(আ.) এর বয়স ছিল ১৪+২=১৬ বছর। *বাইবেলের* বর্ণনামতে, ১৬ বছরের ছেলেটিকে ব্যঙ্গ করার জন্য তার মা-সহ ইব্রাহিম(আ.) বের করে

---

৮৫. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২১:৫-১০

৮৬. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ১৬:১৬ ও ২১:৫ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

দিয়েছিলেন। অথচ বের করে দেবার পরেই আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-২১ এর বর্ণনায় ইসমাঈল(আ.) দুধের শিশু হয়ে গেলেন!!!

এর অর্থ হচ্ছে—ইসমাঈল(আ.) কর্তৃক ব্যঙ্গ করার ঘটনাটি একটি বানোয়াট ঘটনা। এই ঘটনার কারণেই বাইবেলে এত বড় স্ববিরোধিতা দেখা দিচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর হাদিস এবং আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-২১ উভয়ের বর্ণনা অনুযায়ী বের করে দেবার সময়ে ইসমাঈল(আ.) ছিলেন শিশু। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী—ইসহাক(আ.) এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়ারও আগে ইসমাঈল(আ.)কে কুরবানী দিতে নিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছিল।[৮৭] এর মানে ইসমাঈল(আ.)কে মরুভূমিতে রেখে আসার ঘটনাটাও ঘটেছিল ইসহাক(আ.) এর জন্মেরও বহু আগে। কাজেই ইসমাঈল(আ.) কর্তৃক ইসহাক(আ.) এর ভোজসভায় ব্যঙ্গ করার ঘটনা ঘটবার প্রশ্নই আসে না। অতএব কুরবানীর জন্য একমাত্র বড় ছেলে ইসমাঈল(আ.)কেই বাছাই করা সম্ভব।

বাইবেলের বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, ইব্রাহিম(আ.)কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে নিয়ে যাবার জন্য, অথচ নামের জায়গায় ইসহাক(আ.) এর নাম।

*"এই সমস্ত কিছুর পরে ঈশ্বর ঠিক করলেন যে তিনি অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা করবেন। তাই ঈশ্বর ডাকলেন, "অব্রাহাম [ইব্রাহিম(আ.)]"!এবং অব্রাহাম সাড়া দিলেন, "বলুন"!তখন ঈশ্বর বললেন, "**তোমার একমাত্র পুত্রইসহাক যাকে তুমি ভালবাসো,তাকে মোরিয়া অঞ্চলে নিয়ে যাও।** সেখানে পর্বতগুলির মধ্যে একটির ওপরে তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও। আমি তোমাকে বলব কোন পর্বতের ওপর তুমি তাকে বলি দেবে।...*

*দূত বললেন, "তোমার পুত্রকে হত্যা কোরোনা, তাকে কোন রকম আঘাত দিওনা। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি ঈশ্বরকে ভক্তি করো এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করো। **প্রভুর জন্যে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে পর্যন্ত বলিদিতে প্রস্তুত।**"...*

*"আমার জন্যে **তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও বলিদিতে প্রস্তুত ছিলে।** আমার জন্যে তুমি এতবড় কাজ করেছ বলে আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি; আমি, প্রভু নিজেরই দিব্যকরে প্রতিশ্রুতি করছি,""*

---

৮৭. আল কুরআন, সূরা আস সফফাত ৩৭:৯৯-১১২ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

*" After these things God tested Abraham, and said to him, "Abraham!" And he said, "Here am I." He said, "**Take your son, <u>your only son</u> Isaac**, whom you love, and go to **the land of Mori'ah,** and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you."*

*He said, "Do not lay your hand on the lad or do anything to him; for now I know that you fear God, seeing **you have not withheld your son, <u>your only son</u>**, from me."*

*and said, "By myself I have sworn, says the LORD, because you have done this, and **have not withheld your son, <u>your only son</u>**, " [RSV]*[৮৮]

ইসহাক(আ.) কখনোই ইব্রাহিম(আ.) এর একমাত্র পুত্র ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর ২য় ছেলে। কেবল বড় ছেলে ইসমাঈল(আ.) এরই ইব্রাহিম(আ.) এর "একমাত্র পুত্র" হওয়া সম্ভব। ইসহাক(আ.) এর জন্মের আগ পর্যন্ত ১৪ বছর ধরে তিনিই ছিলেন ইব্রাহিম(আ.) এর "একমাত্র পুত্র"।

প্রকৃতপক্ষে ঝামেলাটা আছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে। *বাইবেলের* পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অংশের লেখক হচ্ছে ইহুদিরা। তারা একে Tanakh বলে। ইহুদিরা এই ঘটনায় ইসমাঈল(আ.) ও ইসহাক(আ.) এর নাম অদলবদল করতে গিয়ে ফ্যাকরাটা বাঁধিয়েছে। ইহুদিরা চেয়েছিল কুরবানীর ঘটনায় ইসমাঈল(আ.) এর নাম বদলে ইসহাক(আ.) এর নাম বসাতে, কারণ ইসহাক(আ.) তাদের পূর্বপুরুষ। এই কুকাজটা করতে গিয়ে তাদের কিতাবে এই হাস্যকর বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআন ও হাদিসের বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য বা ঝামেলা নেই।বরং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ তানাখ(Tanakh) ও *বাইবেলে* ইসমাঈল(আ.) ও ইসহাক(আ.) এর নাম অদল-বদল করে ইসমাঈল(আ.)কে কুরবানীর ঘটনা থেকে সরানো এবং ইসমাঈল(আ.) এর নামে একটি বানোয়াট ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করবার কারণেই তাদের গ্রন্থে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা মেনে নিলে আর এই সমস্যা থাকে না; বরং ব্যাপারগুলো খাপে খাপে বসে যায়। অথচ নাস্তিক-মুক্তমনারা অন্ধভাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের

---

৮৮. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২২:১-২, ১২, ১৬

Scanned by CamScanner

গ্রন্থের বিবরণের ওপরেই নির্ভর করে, শুধু ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য। অথচ এ দ্বারা তাদের নিজেদের ভুল অবস্থান তো প্রমাণ হলোই, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতিও প্রমাণ হলো। আমরা মুসলিমগণ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ নবী-রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য করি না,[৮৯] আমরা সকল নবী-রাসুলকেই বিশ্বাস করি ও ভালোবাসি। কুরআন-হাদিসে যদি বলা হতো ইসহাক(আ.) জবিহুল্লাহ, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় তা মেনে নিতাম। ইসমাঈল(আ.) ও ইসহাক(আ.) উভয়কেই আমরা ভালোবাসি।কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ এবং *বাইবেল* সকল সূত্র থেকেই এটা প্রমাণিত যে, ইসমাঈল(আ.)ই জবিহুল্লাহ। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার থেকে রক্ষা করুন।

---

৮৯. দেখুন: আল কুরআন, সূরা বাকারাহ ২:২৮৫

Scanned by CamScanner

ঈসা(আ.) এর মা মরিয়ম(আ.) কি আসলেই 'হারুনের বোন'?

আল কুরআনে মহান আল্লাহ কেবল একজন নারীর নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন মরিয়ম (আ.)। অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে পরিপূর্ণ সমাজে থেকেও যিনি পবিত্রতার সাথে বেঁচে থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। কোনো পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই তিনি জন্ম দিয়েছিলেন ঈসা (আ.)কে। অলৌকিক উপায়ে ঈসা (আ.) এর এই জন্মকে মহান আল্লাহ পুরো মানবজাতির কাছে একটি নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।[৯০]

কিন্তু শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টির ব্যাপারটা তো মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না। তাই মরিয়ম(আ.) এর ওপর অপবাদ দেওয়া শুরু হলো।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে :

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

অর্থ :তারপর সে [মরিয়ম(আ.)] তাঁকে [ঈসা(আ.)] কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এল। তারা বলল, "হে মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ! হে **হারুনের বোন! তোমার বাবা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী।**"[৯১]

খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা অভিযোগ করে যে—কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলোতে ভুল আছে [নাউযুবিল্লাহ]। তাদের দাবি:সূরা মারইয়ামের ২৮নং আয়াতে ঈসা(আ.) এর মা মরিয়ম(আ.) কে "হে হারুনের বোন" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *বাইবেলে* বর্ণিত আছে যে, মুসা(আ.) ও হারুন(আ.) এর বোনের নামও মরিয়ম।[৯২] কাজেই কুরআনে এই দুই মরিয়মকে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে এবং ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে [নাউযুবিল্লাহ]।

---

৯০. আল কুরআন, মারইয়াম ১৯:২১

৯১. আল কুরআন, মারইয়াম ১৯:২৭-২৮

৯২. বাইবেল, যাত্রাপুস্তক(Exodus)১৫:২০ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

এই প্রশ্ন নবী(ﷺ) এর যুগের খ্রিষ্টানরাও তুলত। এবং স্বয়ং নবী(ﷺ) এর উত্তর দিয়ে গেছেন।

"মুগীরা বিন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) আমাকে নাজরানের দিকে পাঠান। তারা আমাকে বলল, 'তোমরা কি কুরআনে এ বাক্য পড়ো না?—يَا أُخْتَ هَارُونَ ["হে হারুনের বোন"; সূরা মারইয়ামের ২৮নং আয়াত]

অথচ মুসা ও ঈসার মাঝে কত কালের ব্যবধান?'

আমি তাদের এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবো জানতাম না। তাই নবী(ﷺ)এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম।

*তিনি বললেন, 'তুমি কি তাদের এ সংবাদ দিতে পারলে না যে, **তারা পূর্ববর্তী নবী ও পুণ্যবান লোকদের নামে তাদের নাম রাখত।'"***[৯৩]

অর্থাৎ মরিয়ম(আ.)কে"হারুনের বোন" বলার অর্থ এই নয় যে,তিনি মুসা(আ.) এর সময়কার মানুষ হারুন(আ.) এর বোন। সে যুগে বনী ইস্রাঈলের লোকজন নবী-রাসুল ও পুণ্যবান মানুষের নামে সন্তানদের নামকরণ করত। কাজেই হারুন নামে অনেক মানুষ ছিল।

এরপরেও যদি খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের এই ভ্রান্ত যুক্তি দেখানো চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে আমরা বলব—বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,মরিয়মের স্বামীর[৯৪] নাম ইউসুফ(Joseph)।[৯৫] এই ইউসুফের বাবার নাম ইয়াকুব।[৯৬] আবার, নবী ইউসুফ(আ.) [prophet Joseph] এর বাবার নামও ছিল ইয়াকুব(আ.) [prophet Jacob]।[৯৭] অথচ নবী ইউসুফ(আ.) বাস করতেন মরিয়মের হাজার বছর পূর্বে। নবী ইউসুফ(আ.) ছিলেন ইয়াকুব(আ.)[ইস্রাঈল] এর ১২ পুত্রের একজন; যেই ১২ পুত্রের বংশধররা বনী ইস্রাঈলের ১২ জাতি। মরিয়ম(আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাই এই বনী ইস্রাঈল বংশের মানুষ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, হাজার বছর সময়কালের ব্যবধানে বাস করা ২ জন আলাদা

---

৯৩. তিরমিযী, অধ্যায় ৪৭(কুরআন তাফসির অধ্যায়), হাদিস ৩১৫৫; সহীহ(দারুস সালাম); সহীহ মুসলিমেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে

৯৪. আল কুরআনে মরিয়মের(আ.) কোনো স্বামীর কথা বলা নেই

৯৫. বাইবেল, মথি(Matthew) ১:১৬ ও লুক(Luke)২:৫ দ্রষ্টব্য

৯৬. বাইবেল, মথি ১:১৫-১৬ দ্রষ্টব্য

৯৭. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis)৩৭:২; ১ বংশাবলি (I Chronicles) ২:২ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

মানুষের নাম ইউসুফ, আবার উভয়েরই বাবার নাম ইয়াকুব। বাইবেল লেখকেরা কি তাহলে মরিয়মের স্বামীর সাথে নবী ইউসুফ(আ.) কে মিলিয়ে ফেলেছে?

খ্রিষ্টান মিশনারিরা এর জবাবে অবশ্যই বলবেন—আরে এই ইউসুফ তো সেই ইউসুফ না।

সেকালে বনী ইস্রাঈলের লোকজন নবীদের নামে নিজেদের নাম রাখত। মাতা মেরী বা মরিয়মের স্বামীর নাম নবী ইউসুফের নামানুসারে রাখা হয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। [নাস্তিক-মুক্তমনারাও কোনোকালে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না।]

এ কথা বলা ছাড়া আসলে তাদের আর কোনো উপায় নেই।

খ্রিষ্টান প্রচারক ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের তাই বলি—দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন।

সেই সাথে মুসলিমদেরও উচিত এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া। যিনি আসমান ও জমিনের প্রভু, তিনি মানবজাতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর ব্যাপারেই সম্যক অবহিত। তাঁর কিতাবে অবশ্যই কোনো ঐতিহাসিক ভুল থাকতে পারে না। যেকোনো ভুল থেকে মহান আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্বে।

"তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।"[৯৮]

---

৯৮. আল কুরআন, আস-সাফফাত ৩৭:১৫৯

Scanned by CamScanner

কা'বা : মূর্তিপূজকদের মন্দির,নাকি ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণ করা ইবাদতখানা?

কা'বা—যাকে বলা হয় 'বাইতুল্লাহ'। আল্লাহর ঘর। লক্ষ-কোটি মুসলিমের হৃদয়ের স্পন্দন। ভালোবাসা ও আবেগের অন্য নাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ঘরটিকে জীবনে একবার দেখতে পাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন। কা'বা আমাদের এক আল্লাহ তা'আলার কথা মনে করিয়ে দেয়। সেইসব মহান নবীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যারা এখানে এসে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেছেন। উচ্চৈঃস্বরে আসমান ও জমিনের রব মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু কিছু ইসলামবিরোধী লেখকের অভিযোগ হচ্ছে—কা'বা ছিল আরব মূর্তিপূজকদের মন্দির। মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের মন্দির থেকে তাদের উচ্ছেদ করে এক আল্লাহর উপাসনা ও হজ শুরু করেন। এছাড়া মুসলিমদের দাবি নাকি মিথ্যা—কা'বানাকি কখনো ইব্রাহিম(আ.) নির্মাণ করেননি। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রাচীন গ্রন্থ ইব্রাহিম(আ.) এর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করে। কিন্তু কা'বার ব্যাপারে নাকি এসব গ্রন্থ কিছু বলেনি। অতএব কা'বা ইব্রাহিমী (Abrahamic) স্রষ্টার উপাসনা গৃহ হতে পারে না,ইত্যাদি ইত্যাদি।

কা'বা ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণ করেছেন—এটা আরব পৌত্তলিকদেরও বিশ্বাস ছিল

মুক্তমনারা আরবের মূর্তিপূজকদের প্রতি খুব দরদ রাখবার দাবি করে, মুহাম্মাদ(ﷺ) নাকি তাদের মন্দিরকে এক আল্লাহর উপাসনালয় মসজিদুল হারামে রূপান্তরিত করেছেন। মুক্তমনারা কি এটা জানে যে খোদ আরবের মূর্তিপূজকরাই এটা দাবি করত যে, তারা ইব্রাহিম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর এবং কা'বা ছিল তাদের পিতা ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণকৃত আল্লাহর ঘর? কা'বা যে ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণকৃত আল্লাহর ঘর[১১] —এটা নিয়ে মুসলিম কিংবা আরবের মূর্তিপূজক কারও কোনো দ্বিমত ছিল না। দ্বিমত ছিল এটা নিয়েযে, মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কোনো শরীক আছে নাকি নেই।

---

৯৯ ■ আর রাহিকুল মাখতুম (.র) শফিউর রহমান মুবারকপুরী–, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স৬২ পৃষ্ঠা (

■ সীরাতুন্নবী (স)–ইবন হিশাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম খণ্ড৭৯ পৃষ্ঠা ,

Scanned by CamScanner

ইব্রাহিম(আ.) [prophet Abraham] যে মূর্তিপূজক ছিলেন না এবং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর [ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে El/Eloah/Elohim] উপাসনা করতেন, এটা নিয়ে মুসলিম-ইহুদি-খ্রিষ্টান কারও দ্বিমত নেই।

"ঈশ্বর মোশিকে [নবী মুসা(আ.)] আরো বললেন,"ইস্রায়েলিয়দের বল : সদাপ্রভু ঈশ্বর, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর—আব্রাহামের [নবী ইব্রাহিম(আ.)],ইসহাকের,যাকোবের [নবী ইয়াকুব(আ.)] ঈশ্বর আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। এটাই চিরকালের জন্য আমার নাম, এই নামেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমাকে স্মরণ করা হবে। "[১০০]

ইব্রাহিম(আ.) [prophet Abraham] যে মূর্তিপূজক ছিলেন না এবং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর [ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে El/Eloah/Elohim] উপাসনা করতেন, এটা নিয়ে মুসলিম-ইহুদি-খ্রিষ্টান কারও দ্বিমত নেই।

"ঈশ্বর মোশিকে [নবী মুসা(আ.)] আরো বললেন,"ইস্রায়েলিয়দের বল : সদাপ্রভু ঈশ্বর, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর—আব্রাহামের [নবী ইব্রাহিম(আ.)],ইসহাকের,যাকোবের [নবী ইয়াকুব(আ.)] ঈশ্বর আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। এটাই চিরকালের জন্য আমার নাম, এই নামেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমাকে স্মরণ করা হবে।[১০১] ""

মুক্তমনারা কুরআন এবং হাদিসের ওপর সন্দেহ পোষণ করে। অথচ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের ব্যাপারে তাদের এমন কোনো কথা বলতে শোনা যায়না। ইব্রাহিম(আ.) এর ব্যাপারে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থকে তারা প্রামাণ্য হিসাবে ধরেছে এবং কা'বা সম্পর্কে মুসলিমদের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণের জন্যতারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে বলেছে—"ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে কা'বার কথা নেই।" এ দিয়েই মুক্তমনাদের একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে কি আসলেই কা'বার কথা আলোচিত হয়নি?

চলুন আমরা দেখি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে আসলেই কা'বার কথা এসেছে কি না। বাইবেলের গীতসংহিতা(Psalms)গ্রন্থে বলা হয়েছে:

*"[হে প্রভু] তারাই আশির্বাদধন্য যারা **তোমার ঘরে** বাস করে; তারা সদা-সর্বদা তোমার প্রশংসা করে। তারাই আশির্বাদধন্য তোমাতেই যাদের শক্তি, **যারা***

---

১০০ বাইবেলকযাত্রাপুস্ত Exodus ৩ : ১৫

১০১. বাইবেল, যাত্রাপুস্তক(Exodus)৩:১৫

Scanned by CamScanner

তীর্থযাত্রার জন্য মনস্থির করে। যখন তারা বাকা উপত্যকা দিয়ে গমন করে, একে পানির নহরের স্থান গণ্য করে। শরতের বৃষ্টি একে আশির্বাদে পূর্ণ করে [কোনো কোনো ভার্সনে – শরতের বৃষ্টি জলাশয়গুলোকে ভরিয়ে দেয়]।"

*Blessed are those who dwell in **your house**; they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are **set on pilgrimage**. As they pass through the **Valley of Baka, they make it a place of springs**; the autumn rains also cover it with pools [Or blessings]) NIV(.*[১০২]

বাকা বা বাক্কা হচ্ছে মক্কার প্রাচীন নাম। বাইবেলের গীতসংহিতা হচ্ছে দাউদ(আ.) এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব [যাবুর] এর বিকৃত রূপ। এটি বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অংশে আছে এবং এটি ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীদের স্বীকৃত গ্রন্থ। এই কিতাবে আমরা বাকায় তীর্থযাত্রী (হজ কাফেলা)দের বিবরণ পাই। বাইবেলের পদটিতে আরও বলা হয়েছে যে, সেখানে আশীর্বাদ (blessings) বা বরকত আছে । আল কুরআনেও মক্কার 'বাক্কা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এখানকার বরকতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো অনুবাদে ওই স্থানে জলাশয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটিও বলা হয়েছে যে, তারা একে পানির নহরের স্থান গণ্য করে। মক্কায় কা'বার নিকটেও জলাশয় আছে, বিপুল পানির সুপ্রাচীন আধার—যমযম কূপ।

আল কুরআনে বলা হয়েছে:

---

১০২. তানাখ (ইহুদি বাইবেল) /পুরাতন নিয়ম (খ্রিষ্টান বাইবেল), গীতসংহিতা (Psalms/সামসঙ্গীত)৮৪:৪-৬

আর Septuagint(গ্রিক Old testament) ভার্সনে এটিএভাবে আছে :

"Blessed are they that dwell in thy house: they will praise thee evermore. Pause. Blessed is the man whose help is of thee, O Lord; in his heart he has purposed to go up the valley of weeping (Baka), to the place which he has appointed, for there the law-giver will grant blessings." (Psalms 83/84:4-6) [https://goo.gl/6PgtVy]

Law-giver : আইনপ্রণেতা। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর ভূমি মক্কা এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময় কুরআনের আইন নিয়ে এসেছেন।

King James Bible এ Psalms 84:6- Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools. [https://goo.gl/drNtPh]

ইহুদিদের Tanakhএ এভাবে আছে : "They pass through the Valley of Baca, regarding it as a place of springs, as if the early rain had covered it with blessing." [https://goo.gl/MdYd5W]

Scanned by CamScanner

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*অর্থ : "নিঃসন্দেহে **সর্বপ্রথম ঘরযা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় [মক্কা] অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।** এতে রয়েছে মাকামে ইব্রাহিমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যেলোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানেনা—আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না।"*[১০৩]

হিব্রু ভাষায় 'বাকা'(בכא) শব্দের অর্থ হচ্ছে কান্না বা weeping। এ কারণে বাইবেলের কোনো কোনো অনুবাদে গীতসংহিতা(Psalms) ৮৪:৬ এ 'বাকা উপত্যকা'(valley of Baka/Baca) এর স্থলে হিব্রু শব্দটির অনুবাদ করে লেখা হয়েছে 'কান্না উপত্যকা' বা 'valley of weeping'বাইবেলে ইসমাঈল(আ.) ও তাঁর মা হাগার{হাযেরা(আ.)}কে নির্বাসন দেবার ঘটনায় উল্লেখ আছে যে, শিশু ইসমাঈল(আ.) মরুভূমিতে পানির অভাবে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর সেই কান্না শুনে ঈশ্বর স্বর্গদূত পাঠিয়ে তাঁদের অভয় দেন এবং পানির একটি কূপ তৈরি করে তাঁদের পানি পানের ব্যবস্থা করেন। বাইবেলে অনেকে জায়গাতেই বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এখানে শিশু ইসমাঈল(আ.) এর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাকা উপত্যকার নামে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর হাদিস অনুযায়ী শিশু ইসমাঈল(আ.) ও তাঁর মাকে মক্কায় রেখে আসা হয়েছিল।

Jewish Encyclopedia তে Psalms 84:6 এর 'valley of Baka/Baca' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"A valley mentioned in Ps. lxxxiv. 7 [6 A. V.]. Since it is there said that **pilgrims transform the valley into a land**

---

১০৩. আল কুরআন, আলি ইমরান, ৩ : ৯৬-৯৭

Scanned by CamScanner

of wells, the old translators gave to "Baca" the meaning of a "valley of weeping"; but **it signifies rather any valley lacking water**. Support for this latter view is to be found in II Sam. v. 23 *et seq.*; I Chron. xiv. 14 *et seq.*, in which **the plural form of the same word designates a tree similar to the balsam-tree; and it was supposed that a dry valley could be named after this tree.König takes "Baca" from the Arabian "baka'a,"** and translates it "lacking in streams." The Psalmist apparently has in mind a particular valley whose natural condition led him to adopt its name."[১০৪]

অর্থাৎ এখানে পানির অভাব আছে এমন স্থানের কথা বোঝানো হচ্ছে। এখানে জায়গাটির নামের সঙ্গে Balsam নামক এক প্রকার সুগন্ধি পুষ্পতরুকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। König(একজন জার্মান পণ্ডিত) Baca শব্দটিকে আরবি baka'a থেকে গ্রহণ করেছেন এবং এর অর্থ করেছেন 'পানি প্রবাহের অভাব'।

বাইবেলের বিভিন্ন সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থেও 'valley of Baka/Baca'র সাথে balsam পুষ্পতরুকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।[১০৫]

The new encyclopædia (Universal dictionary ofarts and sciences) বলা হয়েছে:

An Arabian tree, famous from the most remote antiquity, and yet little known, is that which produces **the balsam of Mecca**.[১০৬]

অর্থাৎ, মক্কার balsam পুষ্পতরু হচ্ছে একটি আরব্য গাছ, যেটি সুদূর প্রাচীনকাল থেকে অত্যন্ত বিখ্যাত।

পানির অভাব আছে এমন স্থান ,balsam পুষ্পতরু—এ সবকিছুই মক্কাকেই নির্দেশ করছে।

---

১০৪. "BACA, THE VALLEY OF – Jewish Encyclopedia", Vol. 2, Page 415
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2290-baca-the-valley-of

১০৫. Commentary on Psalms 84:6; "Ellicott's Commentary for English Readers" And "Barnes' Notes"

১০৬ The new encyclopædia (Universal dictionary of arts and sciences), page 352

Scanned by CamScanner

বাইবেলের গীতসংহিতার) Psalms (ওই ৮৪ নংঅধ্যায়েই ৩ নং পদে বলা হয়েছে:

*"হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর, **চড়ুই পাখিরা পর্যন্ত আপনার মন্দিরে তাদের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। আপনার বেদীর কাছেই ওরা বাসা বেঁধেছে** এবং ওদের শাবকও আছে।"*

*"Even **the sparrow has found a home,and the swallow a nest for herself, where she may have heryoung—a place near your altar**,LORD Almighty, my King and my God. (NIV)"*[১০৭]

অপরদিকে, ইবন হিশামের সীরাতুন্নবী(স) এ মক্কার কা'বা গৃহ সম্পর্কে একজন প্রাচীন আরব কবির কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে :

*" সেই পবিত্র ঘরের (কা'বা) জন্য আমার মন কাঁদে, **যেখানে কবুতর ও চড়ুই পাখিকে কষ্ট দেয়া হয় না, বরং তারা সেখানে নিরাপদে বাস করে।** এমনকি সেখানকার বন্য পশুদেরকেও শিকার করা হয় না।..."*

ইবন হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো কবিতা-বিশারদের মতে এটাই আরবি ভাষায় রচিত প্রথম কবিতা।[১০৮]

প্রাচীন যুগে আরব কবিদের কবিতাগুলো ছিল অনেকটা বর্তমান যুগের সংবাদ-মাধ্যমের মতো। বাইবেলের গীতসংহিতাতে উল্লেখির বাকা উপত্যকায় ঈশ্বরের মন্দির এবং মক্কার কা'বাগৃহের বিবরণের মাঝে আরও একটি মিল খুঁজে পাওয়া গেল।

যদি এখনো কেউ বলতে চান যে এই মিল 'কাকতালীয়', তাদের আরও একটা জিনিস দেখাতে চাই। বাইবেলের গীতসংহিতার(Psalms) ওইএকই অধ্যায়ের ৮-১০ নং পদে বলা হয়েছে:

*"হে সর্বশক্তিমান প্রভু, **আমার প্রার্থনা শুনুন।** হে যাকোবের {ইয়াকুব(আ.)} ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন।হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষাকর্তাকে সুরক্ষা দিন। আপনার*

---

১০৭. তানাখ(ইহুদি বাইবেল)/পুরাতন নিয়ম(খ্রিষ্টান বাইবেল), গীতসংহিতা (Psalms/সামসঙ্গীত)৮৪ : ৩

১০৮. সীরাতুন্নবী(স)-ইবন হিশাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬

Scanned by CamScanner

*মনোনীত রাজার প্রতি সদয় হোন। **অন্য জায়গায় হাজার দিনের চেয়ে আপনার মন্দিরের একদিন অনেক ভালো।** একজন দুষ্ট লোকের ঘরে বাস করার চেয়ে **আমার ঈশ্বরের গৃহের দ্বারে** দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভালো।"*

*"Hear **my prayer**, LORD God Almighty; listen to me, God of Jacob.Look on our shield,O God; look with favor on your anointed one.*

***Better is one day in your courtsthan a thousand elsewhere**;I would rather be a doorkeeper in the **house of my God** than dwell in the tents of the wicked." (NIV)*[১০৯]

এবার আমরা মক্কার মসজিদুল হারামে সলাত বা নামাজের ফযিলতের একটি হাদিস দেখি :

*রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন **"মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের তুলনায় আমার এই মসজিদে (মসজিদুন নববী)একটি সলাত(নামাজ) হাজার সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামের একটি সলাত এক শত হাজার (১ লক্ষ) সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"***[১১০]

এসব মিল থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর কা'বার কথা উল্লেখ আছে।

ইসমাঈল(আ.) এর বসবাসের স্থান

প্রথমে আমরা *সহীহ বুখারীর* একটি হাদিস থেকে দেখে নিই, কোথায় ইসমাঈল আ)কে রেখে আসা হয়েছিল।

*"...তারপর (আল্লাহর হুকুমে) ইব্রাহিম(আ.) হাযেরা(আ.) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল(আ.)কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ.) শিশুকে দুধ পান করাতেন। **অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইব্রাহিম(আ.)***

---

১০৯. তানাখ (ইহুদি বাইবেল)/পুরাতন নিয়ম (খ্রিষ্টান বাইবেল), গীতসংহিতা (Psalms/সামসঙ্গীত)৮৪ : ৮-১০

Septuagint ভার্সনে এটি এভাবে আছে :

"For one day in thy courts is better than thousands. I would rather be an abject in the house of God, than dwell in the tents of sinners." (Psalms 83/84:10)

১১০. মুসনাদ আহমাদ;ইবন মাজাহ ১৪০৬, সহীহ

Scanned by CamScanner

তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের ওপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদের রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোনো মানুষ, না ছিল কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদের সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি।...

হঠাৎ যেখানে যমযমকূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (আ.) এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠতে থাকল।

*রাবী বলেন, তারপর হাযেরা (আ.) পানি পান করলেন, আর শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন, **তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দুজনে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না।ওই সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল।** বন্যা আসার ফলে তাঁর ডানে বামে ভেঙে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা (আ.) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিক আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির ওপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোনো পানি ছিল না।*

তখন তারা একজন কি দুজন লোক সেখানে পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে পানির সকলকে পানির সংবাদ দিলো। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আ.) এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদের অনুমতি দেবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির ওপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁবলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী(ﷺ)

Scanned by CamScanner

বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিলো। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন।

এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাঁদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হলো। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন ***এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শিখলেন।*** *যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিলো। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (আ.) ইন্তেকাল করেন।...*"[১১১]

আমরা দেখলাম *সহীহ বুখারীর* হাদিস অনুযায়ী ইসমাঈল(আ.)ও তাঁর মাকে মক্কায় আল্লাহর ঘরের স্থানের নিকটে রেখে আসা হয়েছিল।সেখানে জুরহুম আরব গোত্রের সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তিনি তাদের নিকট থেকে আরবি ভাষা শেখেন।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুযায়ী ইসমাঈল(আ.) পারানে বাসকরতেন। পারান স্থানটি লোহিত সাগরের সাথেসম্পর্কিত, এলাত [Elath] এর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশই বাইবেলে বর্ণিত পারানের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে আরবও পড়ে যায়। অনেক খ্রিষ্টান পণ্ডিত এইদাবি করেন যে, পারানের যে অংশে ইসমাঈল(আ.)কে রেখে আসা হয়েছিল তা লোহিত সাগরের পশ্চিমে; পারান অঞ্চলটি কানান এবং মিসরের কাছাকাছি কোথাও। কিংবা ফিলিস্তিনএবং মিসরের সিনাই পেনিনসুলার চারপাশে। এবং ইব্রাহিম(আ.) মক্কায় আসেননি। তাদের কিছু পণ্ডিত এবং কতিপয় প্রাচ্যবিদ(orientalist)এমন দাবি করে। এই দাবিতাদের জন্য মুহাম্মাদ(ﷺ)কে অস্বীকার করার ব্যাপারে সহায়ক হয়। মুক্তমনারাও এসব ব্যাপারে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের মুখের কথার ওপরে খুব আস্থাশীল।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই আমরা দেখি, পারান আসলে কোথায়—লোহিত সাগরের পশ্চিমে নাকি পূর্বে। কানান কিংবা মিসরে নাকি আরবদেশে।

প্রথমত, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে ইসমায়েলীয়রা [Ishmaelites, ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর] মিসরে থাকত না।

---

১১১. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১২৫

Scanned by CamScanner

"তারা যখন খাবার জন্য বসল তখন তারা দেখতে পেল, গিলিয়দ থেকে ইসমায়েলীয়দের একটা কাফেলা আসছে। তাদের উটগুলো মশলা, সুগন্ধি তেল এবং গন্ধরস দ্বারা পূর্ণছিল। তারা সেগুলো মিসরে নিয়ে যাচ্ছিল।"[১১২]

ইসমাঈল(আ.) এর বংশধররা যদি মিসরের সিনাই পেনিনসুলাতেই থাকত, তাহলে তারা আবার কীভাবে মিসরে উটে করে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছিল? ঐতিহাসিক ভাবেই এটা প্রমাণিত যে, মক্কার আরবরা ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর। আর তারা উট ব্যবহার করত এবং দূর-দূরান্তে বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে যেত। বাইবেলের আদিপুস্তক ৩৭:২৫ একদম সেই দাবিকেই সমর্থন করছে। এবং বাইবেলের এই পদ আমাদের জানাচ্ছে যে, ইসমায়েলীয়রা মিসরে বাস করতনা।

Easton's Bible Dictionary অনুযায়ী 'গিলিয়দ'(Gilead) হচ্ছে জর্ডানের পূর্বদিকের একটি পাহাড়ি এলাকা। বাইবেলের Targum (Aramaic version) এবং সিরিয়াক ভার্সনগুলোতে আদিপুস্তক (Genesis) ৩৭:২৫ এ 'ইসমায়েলীয়' এর বদলে বলা আছে 'আরব'। অর্থাৎ সেই ইসমায়েলীয়রা আরব থেকে মিসরে আসছিল, আদিপুস্তক(Genesis) ৩৭:২৫ এর মাধ্যমে তা বোঝা গেল।

ঐতিহাসিক ও সিরাতকারকদের মতে, মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসমাঈল(আ.) এর ছেলে কেদার(কাইদার)। বাইবেল বলছে যে,কেদারের বংশধরেরা আরবে বসবাস করত।

"আরবদেশ এবং কেদার বংশের সমস্তনেতারা/যুবরাজরা [আদিপুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইসমায়েলের বংশ থেকে১২জন নেতা আসবে] ছিল তোমার ক্রেতা। তারা মেষশাবক,ভেড়া ও ছাগল এগুলোর ব্যাপারে তোমার সাথে বাণিজ্য করত।"

খ্রিষ্টান মিশনারিরা দাবি করে যে, পারান হচ্ছে মিসরের সিনাই মরুভূমির অংশ। কিন্তু তাদের এই দাবিও তাদের নিজ গ্রন্থ থেকেই খণ্ডন হয়।

"অতঃপর ইস্রায়েলীয়রা সিনাই এর মরুভূমি থেকে যাত্রা করল এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে লাগল যতক্ষণ না মেঘখণ্ড তাদেরকে পারানের মরুভূমিতে নিয়ে এল।"[১১৩]

---

১১২. বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis)৩৭ ২৫:

Scanned by CamScanner

এ থেকে বোঝা গেল যে, পারান ও মিসরের সিনাই মরুভূমি মোটেও এক জায়গা নয়; বরংভিন্ন জায়গা। ইহুদিরা সিনাই এর মরুভূমি থেকে পারানে গিয়েছিল।

বাইবেলে উল্লেখিত 'পারান' যদি মিসরের সিনাই মরুভূমি এক জায়গা না হয়, তাহলে সেটি আসলে কোন জায়গা?

বাইবেলের নতুন নিয়ম(New Testament) এসিনাই পাহাড়েরসাথে হাগার(বিবি হাযেরা)কে সংশ্লিষ্ট করে এটাই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে,তিনি{এবং তাঁর সন্তান ইসমাঈল(আ.)} আরবের সাথে সংশ্লিষ্ট।

"হাগার হচ্ছেন আরব দেশের সিনাই পর্বতের মত এবং বর্তমান জেরুসালেম নগরের প্রতিরূপ।কারণ সে তার সন্তানদের সাথে দাসত্বে আবদ্ধ।"[১১৪]

ইসমাঈল(আ.)কে আরব দেশে রেখে আসা হয়েছিল তার স্বপক্ষে অমুসলিম উৎস থেকে বেশ কিছু প্রমাণ দেওয়া যায়। ইহুদিদের তাওরাতের সর্বপ্রথম আরবি অনুবাদক হচ্ছেন কিংবদন্তি র‍্যাবাই সাদিয়া গাওন (Saadia Gaon/Rasag)। তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইহুদি পণ্ডিতদের একজন গণ্য করা হয়। মূল হিব্রুর সমজাতীয় আরবি শব্দ নির্বাচনের জন্য তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। বাইবেলে আরব জাতির আদিপুরুষ কাহতানের (ইংরেজি অনুবাদে Joktan) বংশধরদের অর্থাৎ আরব জাতির আবাসস্থল হিসাবে বলা হয়েছে পূর্বের পাহাড়ের দিকে মেশা (Mesha) থেকে সেফার (Sephar) পর্যন্ত অঞ্চলকে। সাদিয়া গাওনের তাওরাতের আরবি অনুবাদে الترجمةالعربيةللتوراة এই জায়গা দুটোকে মক্কা (مكة) ও মদীনা (مدينة) বলে অনুবাদ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ করা হয়েছে :

فى مكة الى ان تجيء المدينة الى الجبل الشرقي

অর্থাৎ "মক্কায়, তুমি মদীনায় যাওয়া অবধি পূর্বদিকের পাহাড়ের দিক পর্যন্ত"। অতএব মক্কা থেকে মদীনা—এই এলাকাটি আরবদের বাসভূমি। ইহুদি তাওরাতের অন্যতম প্রাচীন এই অনুবাদে এমন তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে।

---

১১৩. বাইবেল, গণনাপুস্তক (Numbers)১০ : ১২

১১৪. বাইবেল, গালাতীয় (Galatians)৪ : ২৫

Scanned by CamScanner

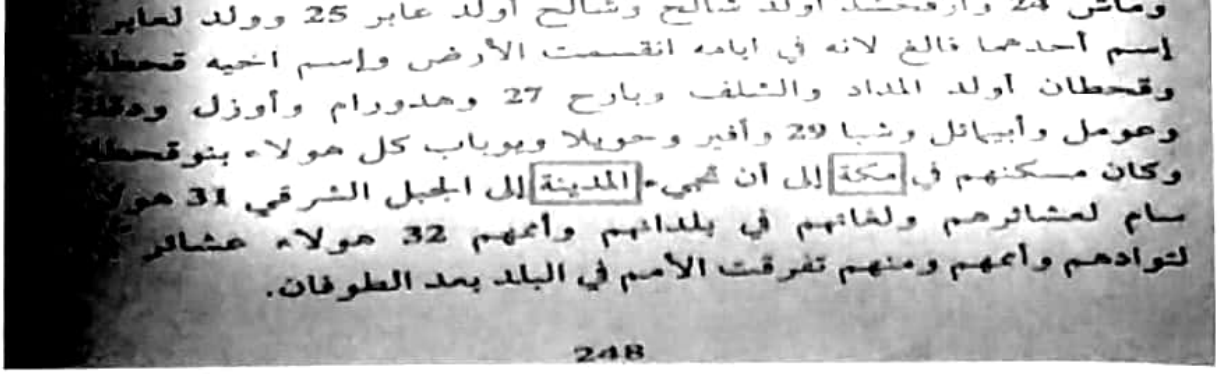

وماش 24 وارفخشد اولد شالح وشالح اولد عابر 25 وولد لعابر
إسم أحدهما فالغ لانه في ايامه انقسمت الأرض وإسم اخيه قحطان
وقحطان اولد المداد والشلف وبارح 27 وهدورام وأوزل ودقلة
وعومل وأبيمائل وشبا 29 وأفير وحويلا ويوباب كل هولاء بنو قحطان
وكان مسكنهم في مكة إلى ان تجيء المدينة إلى الجبل الشرقي 31 هولاء
سام لعشائرهم ولغاتهم في بلدانهم واممهم 32 هولاء عشائر
لتوادهم واممهم ومنهم تفرقت الأمم في البلد بعد الطوفان.

248

সাদিয়া গাওনের অনুবাদ থেকে *বাইবেলের Genesis* (التكوين) ১০ম অধ্যায়ের কিছু অংশ

প্রখ্যাত বাইবেল পণ্ডিত অধ্যাপক William Paul আদিপুস্তক (Genesis)১০:৩০ এর হিব্রু খণ্ডাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,*"mountain (mountains) of the East. These are supposed to be those* ***mountains of Arabia running from the neighbourhood of Mecca and Medina*** *to the Persian Gulf."*[১১৫]

অর্থাৎ *"পূর্বদিকের পাহাড়ের সারি", এগুলো আরব দেশের সেই পাহাড়গুলো হবার কথা, যেগুলো মক্কা ও মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত চলে গেছে।*

সাদিয়া গাওনের তাওরাত অনুবাদে Genesis(التكوين) এর ১৩ নং অধ্যায়ের ১ম পদটি অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে:

فصعد أبرام من مصر هو وزوجته وكل ماله ولوط معه إلى **القبلة**

অর্থাৎ, *অতঃপর অব্রাম[বাইবেলে ইব্রাহিম(আ.) এর প্রথম জীবনের নাম] মিসর ত্যাগ করলেন। তাঁর স্ত্রী, সমস্ত জিনিসপত্র এবং লুতকে সঙ্গে নিয়ে* ***কিবলার দিকে*** *অগ্রসর হলেন।*

১৩ নং অধ্যায়ের পরবর্তী পদগুলো উল্লেখ করছি। উল্লেখযোগ্য অংশে সাদিয়া গাওনের আরবি অনুবাদ উল্লেখ করে দিচ্ছি :

২. এই সময় অব্রাম খুবই ধনী। তাঁর প্রচুর পশু এবং প্রচুর সোনা ও রুপা ছিল।

৩. অব্রাম তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন, ***কিবলার দিক থেকে*** *তিনি বৈথেলে ফিরে গেলেন। [فمضى في مراحله من القبلة إلى أيل] সেখান থেকে বৈথেল নগর*

---

১১৫. Rev. W. Paul, Analysis and critical interpretation of the Hebrew text of the Book of Genesis, (Edinburgh: W. Blackwood & Sons, 1852), p. 100

Scanned by CamScanner

আর অয় নগরের মধ্যবর্তী স্থানে গেলেন। এখানেই অব্রাম ও তাঁর পরিবার আগে একবার শিবির স্থাপন করেছিলেন।

৪.যে স্থানে তিনি প্রথম বেদী নির্মাণ করেছিলেন সেখানে অব্রাম আল্লাহর নাম ধরে ডাকলেন।

[إلى موضع المذبح الذي صنعه ثم في الابتداء ، فدعا ثم أبرام باسم الله]

৫. এই পর্যটনের সময় অব্রামের সঙ্গে লূতও ছিল। লূতের অনেক পশু ও তাঁবু ছিল।...

*১৮ তখন অব্রাম তাঁর তাঁবু উঠিয়ে নিলেন। তিনি মম্রির উচ্চ বৃক্ষগুলির কাছে বাস করতে গেলেন। স্থানটি ছিল হিব্রোন নগরের কাছে। সেখানে অব্রাম প্রভুর উদ্দেশ্যে উপাসনা করার জন্যে **একটি বেদী(مذبح)নির্মাণ করলেন।***

সাদিয়া গাওনের আরবি অনুবাদে এ অধ্যায়ে একাধিকবার 'কিবলাহ' কথাটির উল্লেখ আছে। বাইবেলের তাওরাত অংশের বর্তমান সময়কার অনুবাদে এমন কিছু দেখা যায় না। এখানে মূল হিব্রুতে 'নেগেভ' শব্দ আছে।[১১৬]এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'দক্ষিণ দিক'। বর্তমান অনুবাদগুলোতে 'নেগেভ' অথবা 'দক্ষিণ দিক' এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। মিসরের উপরিভাগ(Upper Egypt) থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হলে সে স্থান থেকে কা'বার দিক হয় দক্ষিণ। কাজেই সেখান থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হলে এটাকে সহজেই "কিবলার দিকে অগ্রসর হওয়া" বলা যায়। আবার, এ অধ্যায়ে ইব্রাহিম(আ.) কর্তৃক একাধিকবার বেদি (উপাসনার ইমারত; مذبح) নির্মাণ করার কথা উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, যেখানে তিনি প্রথম বেদি নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তিনি আল্লাহকে ডাকেন। কা'বাগৃহে হজের সময় "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" বলে আল্লাহকে ডাকার দৃশ্যের সাথেএই বিবরণটি অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

র‍্যাবাই সাদিয়া গাওনের তাওরাতে Genesis(التكون) এর ১৬ নং অধ্যায়ের ৭ নং পদে শুর(Shur) নামক অঞ্চলের নাম হিজাজ(الحجاز) বলে অনুবাদ করা হয়েছে। হিজাজ হচ্ছে বর্তমান সৌদি আরবের লোহিত সাগরের নিকটবর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যার মধ্যে মক্কা-মদীনা উভয় শহর অন্তর্ভুক্ত।[১১৭]

---

১১৬. "Genesis 13_1 Hebrew Text Analysis" (Biblehub)
http://biblehub.com/text/genesis/13-1.htm
১১৭. "Hijaz _ Define Hijaz at Dictionary.com"
http://www.dictionary.com/browse/hijaz

Scanned by CamScanner

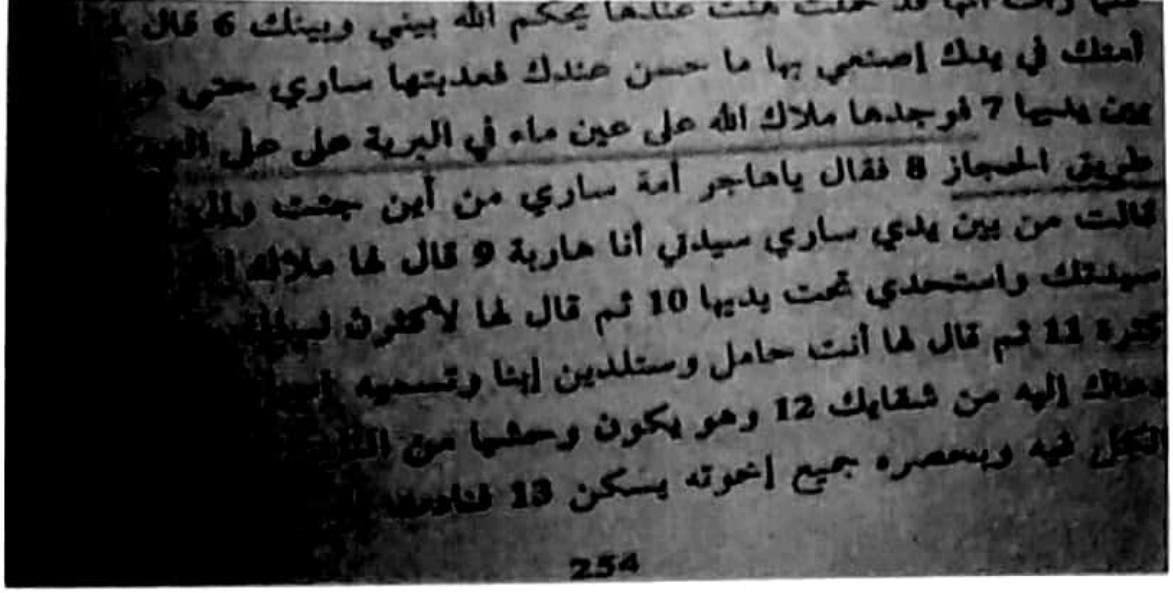

সাদিয়া গাওনের অনুবাদ থেকে বাইবেলের Genesis(التكوين) ১৬ তম অধ্যায়ের কিছু অংশ

তিনি এই অনুবাদ সে সময়ে আরব দেশগুলোতে বসবাসকারী আরবিভাষী ইহুদিদের জন্য করেছিলেন, মুসলিমদের জন্য করেননি। তিনি তার অনুবাদে হিজাজ, মক্কা, মদীনা এই স্থানগুলোর নাম এনেছেন এর অর্থ হচ্ছে—সেই যুগের ক্লাসিক্যাল ইহুদিদের বিশ্বাস এমনই ছিল। তারা মূল হিব্রু শব্দগুলো দ্বারা এই স্থানগুলোকেই বুঝত। এ কারণেই তিনি 'শুর', 'মেশা', 'সেফার'—এই শব্দগুলোকে 'হিজাজ', 'মক্কা', 'মদীনা' এইসব শব্দ দ্বারা অনুবাদ করেছেন।

বাইবেলে ইসমাঈল(আ.) এর সন্তানদের বসবাসের স্থান উল্লেখ করে বলা হয়েছে: তারা হাভিলাহ(Havilah) থেকে শুর(Shur) অঞ্চলে বসতি গেড়েছিল।[১১৮] শুর কোথায় তা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। *Jewish Encyclopedia*এর তথ্য অনুযায়ী হাভিলাহ(Havilah) হচ্ছে আরবের উত্তর অঞ্চল।[১১৯] হিজাজ থেকে আরবের উত্তর অঞ্চল—অর্থাৎ বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী বর্তমান সৌদি আরবের প্রায় পুরোভাগ—ছিল ইসমাঈল(আ.) এর সন্তানদের বসবাসের স্থান। সন্তানদের বসবাসস্থল এটাই নির্দেশকরে যে, ইসমাঈল(আ.)কে আরবে রেখে আসা হয়েছিল; মিসরে বা কানানের কোথাও নয়।

বাইবেল অনুযায়ী ইসমাঈল(আ.) এর ১২ ছেলের ১ জনের নাম ছিল 'হাদাদ' বা 'হাদ্দাদ' (حَدَّاد)[১২০] একটি আরবি শব্দ; যার মানে

---

১১৮. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis)২৫:১৮

১১৯"HAVILAH - JewishEncyclopedia.com"
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7343-havilah

১২০. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis)২৫:১৫ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

হচ্ছে,'কর্মকার'(Smith)[১২১]। সেকালে একমাত্র আরব জাতিগোষ্ঠীর লোকেদেরই আরবি নাম হতো। বর্তমান সময়ে ইসলামের বিস্তৃতি এবং সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআন আরবি ভাষায় হবার কারণে অনারব জাতিগোষ্ঠীর ভেতরেও আরবি নামের আধিক্য দেখা যায়, কিন্তু সেকালে এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় যে,ইসমাঈল(আ.) এবং তাঁর পরিবার আরবদের মাঝে ছিলেন এবং তাদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর সন্তানের আরবি নাম রাখা হয়েছিল।[১২২] আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি যে, বাইবেল অনুযায়ী আরবদের আবাসভূমি কোন অঞ্চলটি।

ইহুদিদের মিদরাস (Midrash)Pirkei DeRabbi Eliezer এর ৩০ নং অধ্যায়ে ইসমাঈল(আ.) এর মরুভূমিতে বসবাসের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ইসমাঈল(আ.) এর ২ জন স্ত্রীর নাম সেখানে পাওয়া যায়—আয়িশাহ ও ফাতিমাহ।[১২৩] নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর একজন স্ত্রী ও কন্যার নামের সাথে হুবহু মিল। এই মিলের কথা যদি কাকতালীয়ও ধরে নিই, তারপরেও লক্ষণীয় যে, 'আয়িশাহ'ও 'ফাতিমাহ'এই দুইটি নামই বিশুদ্ধ আরবি নাম। আয়িশাহ (عائشة) অর্থ প্রাণময়/জীবন্ত (alive)এবং ফাতিমাহ (فاطمة) অর্থ 'বিরত থাকা' (to abstain)।[১২৪] ইসমাঈল(আ.) এর স্ত্রীদের আরবি নাম সহীহ বুখারীর হাদিসের তথ্যকেই সমর্থন করছে যে, ইসমাঈল(আ.) আরবভূমিতে ছিলেন, আরবদের সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বাইবেল অনুযায়ী আরবভূমি ছিল মক্কা-মদীনা।

১২১"Translation and Meaning of حداد In English, English Arabic Dictionary of terms Page 1"
https://goo.gl/vbwUFW

১২২. এ ব্যাপারে একজন অমুসলিম বিশেষজ্ঞের আলোচনা দেখা যেতে পারে।
ইহুদি র‍্যাবাই Reuven Firestone ইহুদিদের কিতাব থেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইব্রাহিম(আ.) তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ.) কে যে স্থানে রেখে এসেছিলেন তা বর্তমান মক্কা। "Rabbi Reuven Firestone - Mecca and Arabia in the Ancient Biblical World!" লিঙ্ক :https://goo.gl/8u7SHJ

১২৩ Pirkei DeRabbi Eliezer chapter 30
https://www.sefaria.org/Pirkei_DeRabbi_Eliezer.30?lang=bi

- "Jewish Encyclopedia; article: Ishmael"
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8251-ishmael

১২৪ "Name meaning عائشة" (Cute Baby names)
https://goo.gl/q1SRx8

- "Translation and Meaning of فاطمة In English, English Arabic Dictionary of terms Page 1" (almaany)
https://goo.gl/fKr1oC

Scanned by CamScanner

আরেকজন প্রসিদ্ধ ইহুদি পণ্ডিত আব্রাহাম ইবন এজরা (Abraham Ibn Ezra) তার তাওরাতের ব্যাখ্যায় আদিপুস্তক(Genesis) গ্রন্থে হাযেরা(আ.) যে কূপের নিকট ছিলেন, তাকে জিমুম (অন্যান্য ভার্সনে জিমজুম) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেই কূপটি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিবছর ইসমায়েলীয়রা {ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর} কোনো একটি পর্ব উদযাপন করে।[১২৪] এখানে এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি যমযম কূপ ও হজের কথা উল্লেখ করেছেন।

উদযাপন Strong's Bible Dictionaryতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, পারান হচ্ছে আরবের একটি মরুভূমি।[১২৬]

সামেরি(শমরীয়/Samaritan) ধর্মাবলম্বীদের *The Asatir – The Samaritan Book of The "Secret of Moses"* পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *"And after the death of Abraham,* ***Ishmaelreigned twenty seven years****. And all the children of Nebaot(son of Ishmael) ruled for one year in the lifetime of Ishmael,And for thirty years after his death from the river of Egypt to the river Euphrates;* ***and they built Mecca.*** *"*[১২৭]

অর্থাৎ **ইসমাঈল(আ.) এর বংশধরেরা মক্কা নগরী নির্মাণ করেছে।**

ওই বইতেই প্রখ্যাত ইহুদি ঐতিহাসিক Josephus(৩৭ খ্রি.-১০০ খ্রি.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

Josephus I. 12. 3. 221: "These inhabited all the countries from Euphrates to the Red Sea, and called it Nabatene." Gen. 25. 18. Pal.Targ.: "And they dwelled from Hindikia (Indian Ocean) to Palusa (Pelusiumt which is before Egypt as thou goest to Atur (Assyria). In Kebra Ch. 83:

---

১২৫ "Ibn Ezra on Genesis 16_14_1 with Connections" (Sefaria)
https://www.sefaria.org/Ibn_Ezra_on_Genesis.16.14.1?lang=bi&with=all&lang2=en
"مدونة الجزيرة العربية _ (ibn Ezra, Saadia Gaon) Saadia Translates _Shur_ Hijaz Paran Arabia"
https://goo.gl/4JuKqE
"ZAMZAM - JewishEncyclopedia.com"
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/15161-zamzam
১২৬। 'Paran'–Strong's
http://biblehub.com/strongs/hebrew/6290.htm
১২৭ The Asatir – The Samaritan Book of The "Secret of Moses"by Dr. Moses Gaster; page 262

Scanned by CamScanner

many countries are enumerated over which Ishmael ruled. "Built Mecca."

প্রখ্যাত গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমির (১০০ খ্রি.-১৭০খ্রি.)উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

Already known to Ptolemy as Makoraba. Pitron has preserved the original reading באכה (ibid) Which they read Baka and took it to meana local name. Hence מכה (Maka/Makkah)*into which it was afterwards changed.*[১২৮]

অর্থাৎ Josephus এর মতে ইসমায়েলীয়রা মক্কা নির্মাণ করেছিল। টলেমির কাছে নগরটি 'মাকোরাবা' নামে পরিচিত ছিল। এই নগরীর একটি স্থানীয় নাম ছিল 'বাকা'(বাক্কা)।

এতক্ষণ অমুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ কিংবা ধর্মীয় বইয়ের তথ্যেরআলোকে আলোচনা করলাম। এবার সেকুলার সূত্র থেকে আলোচনা করব। সমসাময়িককালের ইতিহাস-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ বইয়ের মধ্যে Will Durant এর *The Story of Civilization* অন্যতম। ৪২ খণ্ডের এ বইতে লেখক পৃথিবীর প্রায় সবগুলো সভ্যতার ব্যাপারেই আলোচনা করেছেন। আরব উপদ্বীপে গড়ে ওঠা সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:"It (the Ka'bah) was built the fourth time **by Abraham and Ishmael**, his son from Hagar."[১২৯]

অর্থাৎ কা'বার নির্মাতা হচ্ছেন ইব্রাহিম(আ.) ও তাঁর ছেলে ইসমাঈল(আ.)।

যেসব মানুষ বলতে চান ইব্রাহিম(আ.) মক্কায় এসেছেন কিংবা কা'বা নির্মাণ করেছেন বলে কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ নেই, এটা তাদের গালে চপেটাঘাতস্বরূপ।

বিশ্বাসী মুসলিমদের জন্য কুরআন ও হাদিসের তথ্যই যথেষ্ট। অমুসলিম সূত্রগুলো থেকে এইসব তথ্য তাদের জন্য পরিবেশন করা হলো, যাদের অন্তর বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আচ্ছন্ন।

ইসমাঈল(আ.) ও তাঁর সন্তানাদি আরবের মক্কায় বাস করতেন—এর দ্বারা এটি প্রমাণ হয় যে ইব্রাহিম (আ.) অবশ্যই মক্কায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী হাযেরা

১২৮। প্রাগুক্ত

১২৯। ' قصةالحضارة ', ১৩/১৮ (The Story of Civilization)by Will Durant

Scanned by CamScanner

(আ.) (Hagar) ও সন্তান ইসমাঈল (আ.) কে মক্কায় রেখে এসেছিলেন। খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের দাবি মিথ্যা।

কা'বা যদি প্রাচীনতম আল্লাহর ঘর হয়, পূর্বের নবীরা কি এখানে এসেছেন?

অনেককেই প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়, কা'বায় পূর্বেকার নবীগণ ইবাদতের জন্য আসতেন কিনা। এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর আমরা হাদিসেই পেয়ে যাই। নির্ভরযোগ্য সনদের হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, অন্তত ৭০ জন নবী মসজিদুল হারামে হজ করেছেন।

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : (لقد مر بِالرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبيا فيهم نَبِي الله مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ، حُفَاة عَلَيْهِم العباء ، يؤمُّونَ بَيت الله الْعَتِيق

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন, ৭০ জন নবী রাওহা(মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) অতিক্রম করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুসা(আ.) আছেন। তিনি খালি পায়ে ও আবায়া পরে আল্লাহর প্রাচীন ঘরের(কা'বা) দিকে গমন করেছেন।"[১৩০]

আল মুনজিরী(র.) এর মতে এই হাদিসের সনদে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই।

মুসা(আ.) এর হজের বিবরণ দিয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(র.) এর কিতাবুয যুহদ কিতাবের হাদিসে বলা হয়েছে:"[হজের সময়] তাঁর গায়ে ছিল ২টি কাতাওয়ানি বস্ত্র। তিনি লাব্বাইক [আমি হাজির] বললে পাহাড়সমূহ থেকে তার প্রতিধ্বনি আসত।"[১৩১]

৭০ জন নবী বাইতুল্লাহর [মসজিদুল হারাম] হজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১ জন হলেন মুসা বিন ইমরান(আ.)। তাঁর গায়ে ছিল ২টি কাতাওয়ানী বস্ত্র। আরেকজন হলেন ইউনুস(আ.)। [হজের সময়] তিনি বলেছিলেন, لبيك كاشف الكرب لبيك *"আমি হাজির হে দুর্দশা দূরকারী, আমি হাজির।"*[১৩২]

---

১৩০ আত তারগিব ওয়াত তারহিব : ২/১১৮

১৩১ কিতাবুয যুহদ ('রাসুলের চোখে দুনিয়া' শিরোনামে বাংলায় অনূদিত) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(র.), হাদিস নং ৩১৩

১৩২ কিতাবুয যুহদ ('রাসুলের চোখে দুনিয়া' শিরোনামে বাংলায় অনূদিত) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(র.), হাদিস নং ২৯৩

Scanned by CamScanner

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, নবী ইব্রাহিম(আ.) প্রতিবছর বুরাকে করে হজ করতেন। এ ছাড়া আরও বিবরণ রয়েছে যে, সালিহ(আ.) ও হুদ(আ.) ব্যতীত সকল নবী কা'বা গৃহে হজ করেছেন। [১৩৩]

এমন দলিল-প্রমাণও রয়েছে যে, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্মেরও বহু আগে থেকে আরবের ইহুদিরা কা'বাকে তাঁদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম(আ.)এর নির্মাণ করা আল্লাহর ঘর হিসাবে চিনতো।বাদশাহ তুব্বান(তুব্বা/আবু কারাব আসাদ)৩৯০ থেকে ৪২০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়েমেন শাসন করতেন।[১৩৪] একবার মদীনাবাসীদের সাথে তার যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেই ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে আমরা কা'বা সম্পর্কে তৎকালীন মদীনার প্রাচীন ইহুদিদেরবিশ্বাসের উল্লেখ পাই।

মদীনাবাসীদের সাথে তুব্বানের(ইয়েমেনের বাদশাহ) যুদ্ধের ঘটনা...এভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে বনূ কুরায়যা গোত্রের দুজন ইহুদি পণ্ডিত তুব্বানের সাথে দেখা করে। বনূ কুরায়যা গোত্রটি কুরায়যার বংশধর। ...মদীনার এই দুই পণ্ডিত ছিলেন আল্লাহর কিতাবে বিশেষ পারদর্শী। তুব্বান মদীনা ও তার অধিবাসীদের ধ্বংস করতে চান, এ কথা শুনে তারা তার সাথে দেখা করে। তখন তারা তাকে বলে: "হে রাজা ! আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। যদি জিদ ধরেন, তাহলেও আপনার সামনে বাধা আসবে। ফলে আপনি যা চান তা করতে পারবেন না। অথচ অচিরেই আপনার ওপর যে শাস্তি নেমে আসবে তা ঠেকানোর কোনো উপায় আপনার থাকবে না। তুব্বান বললেন:কী কারণে আমার ওপর শাস্তি নেমে আসবে ?

*তারা বলল:**মদীনা শেষ যামানার নবীর হিজরতস্থল। কুরায়শদের দ্বারা তিনি পবিত্র স্থান থেকে বহিষ্কৃত হবেন এবং এখানে এসে বসবাস করবেন।** এ কথা শুনে রাজা থামলেন। তার মনে হলো, লোক দুজন সত্যিই বিজ্ঞ। তাদের কথায় রাজা মুগ্ধ হলেন। তিনি মদীনা ত্যাগ করলেন এবং ওই পণ্ডিতদ্বয়ের ধর্ম গ্রহণ করলেন।...*

*...ইবন ইসহাক বলেন : তুব্বান ও তার স্বজাতির লোকেরা মূর্তিপূজারি ছিল। তিনি মক্কা রওনা হলেন আর ইয়েমেন যেতে তাকে মক্কা হয়েই যেতে হতো।...পণ্ডিতদ্বয় বলল : "তোমাকে যারা এই পরামর্শ দিয়েছে, তারা তোমাকে ও তোমার সৈন্যসামন্তকে ধ্বংস করার ফন্দি এঁটেছে। **আমাদের জানামতে***

---

১৩৩. "Is it proven that all the Prophets (peace be upon them) performed Hajj to the Ka'bah?" –islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/200581

১৩৪ Nehama C. Nahmoud (January 1, 1998). "When We Were Kings; The Jews of Yemen, Part II"

Scanned by CamScanner

পৃথিবীতে একমাত্র এই ঘরটিই(কা'বা) রয়েছে, যাকে আল্লাহ তাঁর নিজস্ব ঘর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তোমাদের হুযায়লীরা যা করতে বলেছে, তা করলে তুমি এবং তোমার সহযাত্রীরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।" তিনি বললেন : "তা হলে ওই ঘরের কাছে গিয়ে আমার কী করা উচিত বলে তোমরা মনে করো?" পণ্ডিতদ্বয় বলল : ***"কা'বার আশপাশের লোকেরা যা করে, তুমিও তা-ই করবে। ঘরটির চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে, তার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করবে। তারপর মাথা কামাবে। যতক্ষণ সেখানে থাকবে, বিনয়ী থাকবে।"*** তুব্বান বললেন:তোমরা দুজনে এ কাজ করো না কেন?

তারা বলল : ***"আল্লাহর কসম, ওটা আমাদের পিতা ইব্রাহিমের ঘর। ওই ঘর সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছি, তা সবই সত্য। কিন্তু মক্কাবাসী ওই ঘরের চারপাশে মূর্তি স্থাপন করে এবং তার সামনে রক্তপাত করে আমাদের ওখানে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ওরা অপবিত্র মুশরিক।"*** তুব্বান তাদের এসব উক্তির সত্যতা এবং তাদের আন্তরিকতা হৃদয়ঙ্গম করলেন।... তারপর মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। মক্কা পৌঁছে তিনি কা'বা ঘরের তওয়াফ করলেন, ঘরের কাছে কুরবানী করলেন, মাথা কামালেন এবং ছয় দিন মক্কায় ঘরের অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি আরও কুরবানী করে মক্কাবাসীকে আপ্যায়ন করলেন। তাদের তিনি মধু পান করালেন।...তুব্বানই প্রথম কা'বাকে গিলাফ দিয়ে আবৃত করেন। তিনি কা'বার মুতাওয়াল্লী জুরহুম গোত্রের লোকদের সময়মতো কাবায় গিলাফ চড়াতে উপদেশ দেন। কা'বাকে মূর্তিপূজাসহ সকল কলুষতা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখতে, তার কাছে কোনো রক্তপাত না করতে, মৃতদেহ ও ঋতুকালে ব্যবহৃত নেকড়া কা'বাঘরের কাছে না ফেলার নির্দেশ দেন। তুব্বান কা'বাঘরের জন্য একটি দরজা এবং চাবিও বানিয়ে দেন।[১৩৫]

২য় আগমনের পর নবী ঈসা মাসিহ(আ.) কা'বায় হজ পালন করবেন।

হানযালা আসলামী বলেন, আমি আবূ হুরায়রা(রা.) কে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম,

---

১৩৫. সীরাতুন্নবী(স)-ইবন হিশাম(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৭

■বর্তমানে কোনো ইহুদি কি এমন বিশ্বাস রাখে যে, মুসা(আ.) কা'বায় হজের জন্য এসেছিলেন? -এ প্রসঙ্গে এই আলোচনাটি দেখা যেতে পারে - ইহুদি পণ্ডিত Avi Lipkin বাইবেলের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কা'বায় খোদ মুসা(.আ)পর্যন্ত হজ করেছিলেন; কাজেই মক্কা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছেও পবিত্র বলে বিবেচিত হওয়া উচিত!

"The Bible proves Prophet MOSES did pilgrimage to MECCA -INTERESTING Insight by a JEWISH writer!"

লিঙ্ক :https://goo.gl/bdbKtU

Scanned by CamScanner

অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র ঈসা [(আ.)] ফাজ্জুর-রাওহাতে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) তালবিয়া পাঠ করবেন। হজ অথবা উমরার কিংবা উভয়টার জন্য।"[১৩৬]

এই প্রাচীন গৃহ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল নবী-রাসুলদের তীর্থভূমি, আজও শেষ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর উম্মতের দ্বারা সেটি এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনালয়। আর এর নির্মাতা ছিলেন একত্ববাদের মহানায়ক—আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম(আ.) এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ.)।

"আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম বলল, 'হে আমার প্রভু, আপনি একে [মক্কা] নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদের ফলমূলের রিজিক দিন—যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে'।

তিনি [আল্লাহ] বললেন, 'যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দেবো। অতঃপর তাকে আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব। আর তা কত মন্দ পরিণতি'।

আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাঈল কা'বার ভিতগুলো ওঠাচ্ছিল *(এবং বলছিল,) 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে আমাদের প্রভু, আমাদের আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রভু, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে আর তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।*

আর যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইব্রাহিমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? আর অবশ্যই আমি তাকে দুনিয়াতে বেছে নিয়েছি এবং নিশ্চয়ই সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন—তার চাইতে উত্তম আর ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"

---

১৩৬. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩০৩০

Scanned by CamScanner

"তুমি বলো : নিঃসন্দেহে আমার প্রভু আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন এবং ইব্রাহিমের আদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ। আর সে অংশীবাদীদের{বহু ঈশ্বরবাদী} অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

বলো : আমার সলাত(নামাজ), আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।"[১৩৭]

---

১৩৭ . আল কুরআন, আন'আম ৬ : ১৬১-১৬২

Scanned by CamScanner

গর্ভের সন্তান কী হবে, তা কি একমাত্র আল্লাহই জানেন?

নাস্তিক প্রশ্ন : একমাত্র আল্লাহ জানেন গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে(Quran ৩১:৩৪), যা অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয় (*SahihBukhari* ২:১৭:১৪৯) ! তিনি কি জানতেন না, ভবিষ্যতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি আবিষ্কৃত হবে?

উত্তর :কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

অর্থ :"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবেএবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"[১৩৮]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:"গায়েবের কুঞ্জি হলো পাঁচটি, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী ঘটবে। কেউ জানে না যে, মায়ের গর্ভে কী আছে। কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।"[১৩৯]

এখানে আলোচ্য আয়াত বা হাদিসে কোথাও এটা বলা হয়নি যে—"একমাত্র আল্লাহই জানেন গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে।"ছেলে বা মেয়ের কথাই আলোচ্য আয়াত বা হাদিসে আসেনি। এখানে কোথাও লিঙ্গের কথা বলা হয়নি। এটি অভিযোগকারীরা নিজে থেকে যোগ করেছে কুরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য। লিঙ্গ [جنس] শব্দটি পুরো কোরআনেও কোথাও আসেনি। আলোচ্য আয়াত ও হাদিসে বলা হয়েছে যে—মাতৃগর্ভে যা থাকে, আল্লাহই তা

---

১৩৮. আল কুরআন, লুকমান ৩১:৩৪

১৩৯. সহীহ বুখারী; খণ্ড ২, অধ্যায় ১৭, হাদিস নং : ১৪৯

Scanned by CamScanner

জানেন এবং তিনি ছাড়া কেউ জানে না।এখানে "মায়ের গর্ভে কী আছে" বলতে শুধু ছেলেসন্তান বা মেয়েসন্তানই বোঝায় না; বরং এর সাথে সাথেকীরকম হায়াতপ্রাপ্ত সন্তান,নেক সন্তান নাকি পাপী সন্তান, কীরকম রিযিকপ্রাপ্ত সন্তান, কেমন স্বভাবের সন্তান—এই সবকিছুকেই বোঝায়।[১৪০]এ ছাড়া সন্তানটি সুস্থ সন্তান নাকি বিকলাঙ্গ সন্তান, দেখতে কেমন হবে এগুলোও এসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।"মায়ের গর্ভে কী আছে" বলতে এর সবগুলোকেই বোঝায় এবং এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত। কীরকম হায়াতপ্রাপ্ত সন্তান,নেক সন্তান নাকি পাপী সন্তান, কীরকম রিযিকপ্রাপ্ত সন্তান—আল্লাহ ব্যতীত আর কারও পক্ষে এইসব তথ্য জানা সম্ভব নয়।আল্ট্রাসনোগ্রাফি বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে এগুলো জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আল্ট্রাসনোগ্রাফি দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর সন্তানের লিঙ্গ জানা যায়। গর্ভধারণের ১১ সপ্তাহের আগে কোনোক্রমেই জানা সম্ভব না, সন্তানটির লিঙ্গ কী হবে।[১৪১]

এগুলো হচ্ছে গায়েবের সংবাদ যা কোনো মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব; যেমনভাবে কেউ জানে না পরদিন সে কী উপার্জন করবে বা কোন দেশে সে মারা যাবে। এমনকি ১০০% নিখুঁতভাবে এটাও বলা সম্ভব না যে, কখন বৃষ্টি হবে।বাতাসের আর্দ্রতা, মেঘের অবস্থান এসব জিনিস দেখে আবহাওয়াবিদগণ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেন। কিন্তু কখন কোথায় মেঘ জমবে এটা নিশ্চিতভাবে তারা বলতে পারেন না। আবহাওয়াবিদগণ শুধু একটা সম্ভাব্যতা বলতে পারেন, কিন্তু তা কখনো শতভাগ নির্ভুল হয় না।

কাজেই আলোচ্য আয়াত ও হাদিসে যথার্থরূপেই বলা হয়েছে যে—একমাত্র আল্লাহই জানেন মায়ের গর্ভে কী আছে।

---

১৪০. দেখুন :তাফসির ইবন কাসির, সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের তাফসির;
'কুরআনুল কারিম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির' (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া), ২য় খণ্ড, সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের তাফসির

১৪১. "When will I be able to find out my baby's gender on a scan?" (Baby Center)
https://www.babycenter.com.au/x2200/when-will-i-be-able-to-find-out-my-babys-gender-on-a-scan

Scanned by CamScanner

ড্যান গিবসনের 'সেই পবিত্র শহর' নামক প্রোপাগান্ডা ভিডিও ও এর জবাব

সম্প্রতি ড্যান গিবসন নামক এক ব্যক্তি ইসলামের তীর্থভূমি মক্কার অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে 'The Sacred City' নামে একটি ডকুমেন্টারি ভিডিও নির্মাণ করেছে।অনেকগুলো ভাষায় ডাব করা এই ডকুমেন্টারিটির বাংলা রূপ হচ্ছে:'সেই পবিত্র শহর' বা 'পবিত্র নগরী—ইসলামের আসল জন্মস্থানের সন্ধানে'। ভিডিওটি সে তার *Qur'anic Geography* বইয়ের ওপর ভিত্তি করে বানিয়েছে। সেখানে এই কানাডিয়ান তথাকথিত গবেষক দাবিকরেছে যে, মহানবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর জন্মভূমি মক্কায় ছিল না, বরং জর্ডানের পেট্রা নগরীতে ছিল। শুধু তা-ই নয়, মক্কার সাথে জড়িত সব জিনিসকে যেমন : কা'বা গৃহও প্রকৃতপক্ষে পেট্রায় ছিল বলে সে দাবি করেছে। সে ওই ভিডিওতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, মুসলিমরা এতদিন ভুল কিবলার দিকে ফিরে সলাত(নামাজ) পড়ে আসছে। আব্বাসী শাসনামলের লেখকেরা নাকি কুরআন, হাদিস, সিরাত সব জায়গা থেকে পবিত্র নগরীর নাম পরিবর্তন করে মক্কার নাম বসিয়ে দিয়েছে!!!ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং মুসলিমদের বিভ্রান্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন করার মিশন নিয়ে যুগে যুগেই কথিত 'গবেষক' ও 'বিশেষজ্ঞ'রা ইসলাম-সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভট মতবাদ প্রচার করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ড্যান গিবসনের এই ডকুমেন্টারি। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সুচতুরভাবে মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও এই বিভ্রান্তিকর ভিডিওটি ব্যাপক ফিতনা ছড়িয়ে দিয়েছে বলে এই লেখা। ইসলামের কিবলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এই প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। অতীতেও খ্রিষ্টান মিশনারিও ওরিয়েন্টালিস্টরা এই ধরনের অভিযোগ তুলেছে। অতীতে "আসল কিবলা জেরুজালেমের দিকে" বলে ওরা মিথ্যাচারের চেষ্টা করেছে। এখন ওরা নতুন করে পেট্রার দিকে কিবলা ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

ড্যান গিবসনের ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের সেই ভিডিওটিতে এত পরিমাণে ভুল ও বিকৃত তথ্য আছে যে, তার ফিরিস্তি দিলে বিশাল কলেবরের এক বই হয়ে যাবে।কাজেই এত বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে কিছু তথ্য উল্লেখ করব—যা প্রমাণ করবে যে ড্যান গিবসনের ডকুমেন্টারিতে যা দেখানো হয়েছে তা সঠিক নয়; পেট্রা নয় বরং মক্কাই ছিল রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ(ﷺ) এর বাসভূমি। আল্লাহর তাওফিক কামনা করছি।

Scanned by CamScanner

'মসজিদ' মানে কী?

ড্যান গিবসন এমনই 'বিশেষজ্ঞ' যে, এই ডকুমেন্টারিতে সে উল্লেখ করেছে, 'মসজিদ'(مسجد) মানে জমায়েতস্থল। মসজিদের মানে নাকি ইসলাম-পূর্বযুগে 'জমায়েত' বা 'সমাবেশস্থল' ছিল, ইসলাম-পরবর্তীযুগে নাকি এর মানে হয়েছে 'ইবাদতখানা'! আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এমন উদ্ভট তথ্য সে কোত্থেকে পেয়েছে? 'سَجَدَ' ক্রিয়াপদের বিশেষ্য 'মসজিদ'(مسجد) এর শাব্দিক অর্থ সিজদা করার স্থান।[১৪২] ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সলাত(নামাজ) আদায় করার স্থানকে মসজিদ বলে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল উসাইমিন(র.)তাঁর মসজিদ ও নামাজঘর-সংক্রান্ত এক ফতোয়ায় বলেছেন: "সুনির্দিষ্ট অর্থ, মসজিদ হচ্ছে একটি স্থান যেদিকে স্থায়ীভাবে সলাতেরজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে বণ্টন করা হয়েছে, হোক সেটি পাথর, কাদা বা সিমেন্টে বানানো অথবা তা দ্বারা না বানানো।..."[১৪৩]

এর মানে মোটেও 'সমাবেশস্থল' না। মসজিদগুলোতে মানুষের সমাবেশ দেখে আন্দাজের ভিত্তিতে এমন 'বিশেষজ্ঞ' মত দিয়েছে এই লোকটি। মসজিদুল হারামের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে মসজিদ শব্দের অর্থই ঠিকভাবে বলতে পারলেন না এই 'বিশেষজ্ঞ'। কাজেই এমন 'বিশেষজ্ঞ' থেকে জ্ঞান নেবার আগে ২ বার ভাবা উচিত।

আল হুসাইন বিন তালাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মিথ্যাচার

ডকুমেন্টারির একদম শুরুতেই বলা হয়েছে ড্যান গিবসন কী বিশাল পরিমাণ গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে 'সত্য' খুঁজে বের করেছে। কিন্তু 'সত্য'(?) খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটি শুরুই হয়েছে মিথ্যাচার দিয়ে। ড্যান গিবসন দাবি করেছে, সে ২০০২ সালে আল হুসাইন বিন তালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে Nabatean Studies[১৪৪] এর ওপর এক কনফারেন্সে যোগ দেয়।এই কনফারেন্সে সৌদি আরব ও জর্ডানের গণ্যমান্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাথে নাকি সে কথা বলেছে, আর নাম না

---

১৪২. "مسجد - Wiktionary"

https://en.wiktionary.org/wiki/مسجد

১৪৩. ফতোয়া শাইখ উসাইমিন : ১২/৩৯৪

১৪৪. নবীইসমাঈল (আ.) এর বড় ছেলের নাম নাবিত বা নাবায়ুত (Nebaioth) [আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৪০ দ্রষ্টব্য] এবং তাঁর বংশধরদের বলা হয় নাবাতীয়রা Nabateans

Scanned by CamScanner

প্রকাশের শর্তে তারা নাকি তাকে বলেছে যে, ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে মক্কার কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনই পাওয়া যায় না!

আল হুসাইন বিন তালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ঢুকলে যেসব বিভাগের নাম পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছেঃ Central Bids Department, Councils Secretariat Department, Department of Health Center, Department of Personnel, Department of International Relations, Legal Affairs Department, Projects & Engineering Department, Public Relations & Media Department, Supplies department, Maintenance Department।[১৪৫] Nabatean studies এর উপর কোন কনফারেন্স হলে সেটির জন্য Department of History বা ইতিহাস বিভাগ থাকা দরকার কেননা এটি ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের মধ্যে ইতিহাস বিভাগ নেই। কাজেই Nabatean Studies এর উপর কনফারেন্স হয় কিভাবে? প্রত্নতাত্ত্বিকরা সে কনফারেন্সে এসেছিল বলে ড্যান গিবসন দাবি করেছে অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে Department of Archeology বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নেই। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে(BUET) ইতিহাসের উপর কনফারেন্স হয়েছে এই কথা যেমন হাস্যকর, তেমনি আল হুসাইন বিন তালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে Nabatean Studies এর উপর কনফারেন্স হয়েছে এই কথাও হাস্যকর। ড্যান গিবসন বলেছে সে ২০০২ সালে ঐ 'কনফারেন্সে' যোগ দিয়েছে। আল হুসাইন বিন তালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ সালের আগে কোন কনফারেন্সই হয়নি।[১৪৬] বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ২০১৫ সালে 1st Petra International Conference on Cultural Tourism (PCCT) ও ২০১৭ সালে 2nd Petra International Conference on Mathematics এই ২ টি কনফারেন্সের উল্লেখ আছে। Nabatean Studies এর উপর কোন কনফারেন্সের উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক কনফারেন্স আর কাল্পনিক

---

১৪৫ আল হুসাইন বিন তালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ সহজেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী বিভাগ আছে দেখতে পারেনঃ

http://www.ahu.edu.jo/pages/departments.aspx

১৪৬ AHU _ Conferences

http://www.ahu.edu.jo/pages/Conferences.aspx

Scanned by CamScanner

প্রত্নতাত্ত্বিকদের বানোয়াট গল্প তৈরি করে নিজ মিথ্যা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ড্যান গিবসন।

প্রাচীনকালের নথিপত্র ও মানচিত্রে কি আসলেই মক্কার কথা উল্লেখ নেই?

ড্যান গিবসন তার ডকুমেন্টারিতে দাবি করেছে, সে প্রাচীনকালের কোনো মানচিত্রেই মক্কার অস্তিত্ব পায়নি। মক্কার কথা নাকি কেউ উল্লেখ করেনি। এটা একেবারেই বিভ্রান্তিকর একটি কথা। মক্কার প্রাচীন নাম ছিল 'বাক্কা' এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ থেকে শুরু করে বহু সূত্র দ্বারা ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই মক্কার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।[১৪৭] ড্যান গিবসন তার ডকুমেন্টারিতে রাসুল (ﷺ) এর হাজার বছর পরের সময়কালের বিভিন্ন মানচিত্র দেখিয়ে দাবি করার চেষ্টা করেছে যে, 'প্রাচীন' কোনো মানচিত্রেই নাকি মক্কার কথা নেই। এমনকি সেই মানচিত্রগুলোতেও বিভিন্ন ভাষায় মক্কার নাম দেখা যায়। তার এহেন অসাধু কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আর কলেবর বৃদ্ধি করলাম না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা মক্কা নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব যুগের একজন গ্রিক ইতিহাসবিদ Diodorus Siculus **(৯০ খ্রি.পূ.-৩০ খ্রি. পূ.) মক্কা নগরীর কা'বার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।**[১৪৮]

John Reynell Morell উল্লেখ করেছেনঃ

"...historically speaking, Mecca was a holy city long before Mohammed. Diodorus siculus, following agatharcides, relates that not far from the red sea, between the country of the Sabeans and of the Thamudites there existed a celebrated temple, venerated throughout Arabia."

অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর বহু আগে থেকেই মক্কা ছিল এক পবিত্র নগরী। agatharcides (২য় শতকের একজন গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ) এর সাথে সাথে Diodorus Siculusও উল্লেখ করেছেন যে, এটি লোহিত সাগর থেকে বেশি দূরে নয়। এটি সাবেঈ ও সামুদদের (প্রাচীন আরবীয়

---

১৪৭. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের "কা'বা : মূর্তিপূজকদের মন্দির, নাকি ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণ করা ইবাদতখানা?" শীর্ষক প্রবন্ধে

১৪৮. Edward Gibbon (Introduction by Christopher Dawson), Gibbon's Decline And Fall Of The Roman Empire, Volume V, Everyman's Library, London, pp. 223-224

Scanned by CamScanner

জাতিগোষ্ঠী) ভূমির মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এবং ***সেখানে একটি উপাসনালয় [কা'বা] আছে যেটিকে সমগ্র আরবে সম্মান করা হয়।***[১৪৯]

এ ব্যাপারে Encyclopædia Britannica তে বলা হয়েছে:

"The reign of the heavenly orbs could not be extended beyond the visible sphere; and some metaphorical powers were necessary to sustain the transmigration of the souls and the resurrection of bodies: a camel was left to perish on the grave, that he might serve his master in another life; and the invocation of departed spirits implies that they were still endowed with consciousness and power. Each tribe, each family, each independent warrior, created and changed the rites and the object of this fantastic worship; but the ***nation in every age has bowed to the religion as well as to the language, of Mecca. The genuine antiquity of the Caaba (ka'bah) extends beyond the Christian era****: in describing the coast of the Red Sea,* ***the Greek historian Diodorus has remarked, between the Thamaudites and the Sabeans a famous temple, whose superior sanctity was revered by*** *ALL THE ARABIANS: the linen or silken veil, which is annually renewed by the Turkish Emperor, was first offered by a pious King of the Homerites,* ***who reigned 700 years before the time of Mahomet (Muhammad).***[১৫০]

অর্থাৎ, কা'বার প্রকৃত সময়কাল খ্রিষ্টীয় যুগেরও আগ থেকে। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোর বিবরণ দিয়ে গিয়ে গ্রিক ইতিহাসবিদ ডিওডোরাস উল্লেখ করেন, সামুদ ও সাবেঈদের (প্রাচীন আরবীয় জাতিগোষ্ঠী) মাঝে একটি বিখ্যাত উপাসনালয় [কা'বা] আছে, যেটির শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা সমগ্র আরব জাতি স্বীকার করত।

---

১৪৯ Turkey, Past and Present: Its History, Topography, and Resources By John Reynell Morell, page 84

১৫০. Encyclopaedia Britannica: Or, A Dictionary of Arts, sciences and Miscellaneous Literature Constructed on a Plan volume 2, by Colin Macfarquhar page 183 – 184

Scanned by CamScanner

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত গ্রিক-রোমান(Greco-Roman) পণ্ডিত ক্লডিয়াস টলেমি (Claudius Ptolemy) {১০০ খ্রি.-১৭০ খ্রি.} মক্কা নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন। Encyclopædia Britannica তে বলা হয়েছে যে, মক্কার আদি নাম 'বাক্কা' এবং টলেমি মক্কা নগরীকে 'মাকোরাবা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫১]

'The New Encyclopedia of Islam' এবলাহয়েছে,

"Mecca (Makkah al-Mukarramah, lit 'Mecca the blessed'). For thousands of years Mecca has been a spiritual center. ***Ptolemy, the second century Greek geographer, mentioned Mecca, calling it 'Makoraba' (Macoraba).*** *Some have interpreted this to mean temple (from Maqribah in south Arabian) but it may also mean 'Mecca of the Arabs'."* [১৫২]

অর্থাৎ,গ্রিক *ভূগোলবিদ টলেমি মক্কার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি একে 'মাকোরাবা' বলে উল্লেখ করেছেন।*

এমনকি ২য় শতকের এই গ্রিক পণ্ডিতের অঙ্কিত মানচিত্রেও মক্কা নগরীর উল্লেখ আছে। মানচিত্রটি নিম্নরূপ:

---

১৫১. "Mecca _ History & Pilgrimage _ Britannica.com"
https://www.britannica.com/place/Mecca
১৫২. The New Encyclopedia of Islam by Cyril Glasse page 302

Scanned by CamScanner

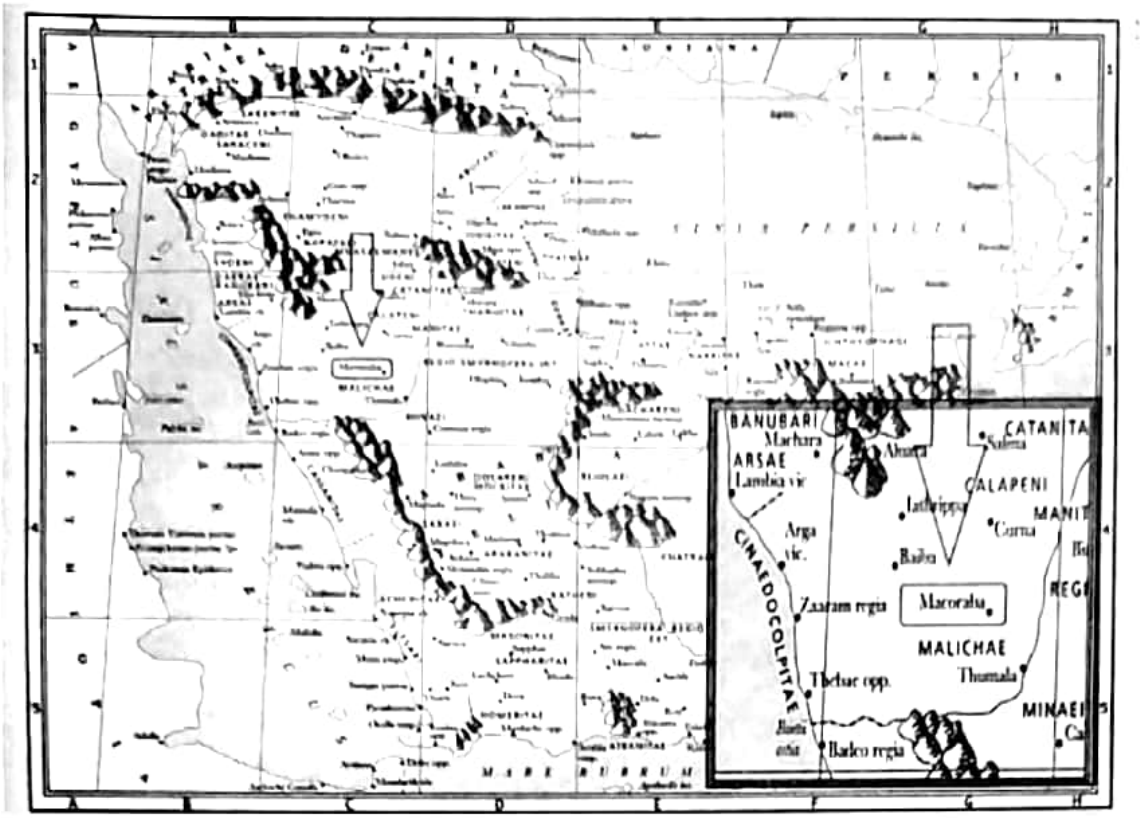

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন

প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিত টলেমির (১০০ খ্রি.-১৭০ খ্রি) মানচিত্রে মক্কার উল্লেখ। ডানে মক্কার অবস্থানটি জুমকরে দেখানো হয়েছে।[১৫৩]

অর্থাৎ রাসুল(ﷺ) এর সময়েরও বহুকাল আগে মক্কা নগরীর অস্তিত্বের বিবরণ-সংবলিত নথিপত্র ও মানচিত্র সবই আছে। তাহলে ড্যান গিবসন কিসের ভিত্তিতে বলল যে, মক্কার কোনো বিবরণ সে পায়নি? এর অর্থ হচ্ছে, হয় সে কোনো বিশেষজ্ঞই না, বরং আন্দাজে মন্তব্য করা অজ্ঞ মূর্খ অথবা সে একজন প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারী, যে হীন উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার করেছে। সঠিক জ্ঞান আল্লাহরই নিকট।

‘সকল নগরীর মাতা’

ড্যানগিবসন তার ডকুমেন্টারিতে বার বার বলেছে যে, সেই পবিত্র নগরীর নাম ছিল ‘সকল নগরীর মাতা’। সে বলতে চেয়েছে, বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল বলে পবিত্রন গরীর এই নাম দেওয়া হয়েছে এবং এথেকে প্রমাণ হয় যে,নগরীটি ছিল পেট্রা। আলকুরআনে মক্কা নগরীকে বলা হয়েছে أُمَّ ٱلْقُرَىٰ যার মানে হচ্ছে নগর সমূহের মাতা।[১৫৪] কিন্তু আলকুরআনে কেন এই নাম দেওয়া হয়েছে? ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুয়ায়ী মক্কা থেকে পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং একারণেই মক্কার এই

---

১৫৩. “Mecca before Islam_ 2) Macoraba – Ian D. Morris”
http://www.iandavidmorris.com/mecca-before-islam-2-makoraba-macoraba/
১৫৪. আলকুরআন, আন’আম৬:৯২ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

নাম দেওয়া হয়েছে। তাফসির গ্রন্থসমূহে এটাই উল্লেখ আছে।[১৫৫] ইসলামের পবিত্র নগরীর এই নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বানোয়াট একটি তথ্য উপস্থাপন করেছে ড্যানগিবসন। 'সকল নগরীর মাতা' হবার সাথে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হবার কোনো সম্পর্ক নেই।

বাণিজ্যিক কেন্দ্র

ড্যানগিবসন তার বিভ্রান্তিকর ডকুমেন্টারিতে দাবি করেছে—মক্কা কখনো বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিলনা এবং এটি সমস্ত বাণিজ্যিক রুট বা যাত্রা পথের বাইরে ছিল। একথা বলে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, ইসলামের পবিত্র নগরী আসলে পেট্রা। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে,তার এই কথার সমর্থনে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ নেই। সে কোনো বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করে এসব কথা বলেনি; বরং নিজের মনগড়া কথাই বলে গেছে। পুরো ডকুমেন্টারি জুড়েই এ অবস্থা ছিল।

New World Encyclopedia তে বলা হয়েছে:

*"**Academic historians state with certainty only that** Mecca was a shrine and **trading center** for a number of generations before the Prophet Muhammad."*[১৫৬]

অর্থাৎ, একাডেমিক ইতিহাসবিদরা নিশ্চিত ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর বহু প্রজন্ম আগে থেকেই **মক্কা ছিল ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র**।

Encyclopædia Britannica তে বলা হয়েছে :

*"**Ancient Mecca was an oasis on the old caravan trade route that linked the Mediterranean world with South Arabia, East Africa, and South Asia.** The town was located about midway between Ma'rib in the south and Petra in the north, and **it gradually developed by Roman and Byzantinetimes into an important trade and religious centre.** Ptolemy's inclusion of Macoraba, a city of the Arabian interior, in his Guide to Geographywas*

---

১৫৫. সূরা আন'আমের ৯২ নং আয়াতের তাফসির—বাগভী, ফাতহুলকাদির, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির ১ম খণ্ড (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া), পৃষ্ঠা ৬৬৯

১৫৬. "Mecca - New World Encyclopedia"
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Mecca

Scanned by CamScanner

long held to show that Mecca was known to the Hellenistic world."[১৫৭]

অর্থাৎ, প্রাচীন **মক্কা কাফেলা গুলোর বহু পুরোনো বাণিজ্যিক যাত্রাপথ বারুটের ওপর অবস্থিত** একটি মরূদ্যান ছিল,যা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে দক্ষিণ আরব, পূর্বআফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করেছিল। শহরটির অবস্থান ছিল দক্ষিণে মা'রিব ও উত্তরে পেট্রার মাঝামাঝি এবং রোমক ও বাইজানটাইনদের দ্বারা এটি ক্রমশ একটি **গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়**। টলেমি তার *গাইডটুজিওগ্রাফি* তে মাকোরাবা(মক্কা)কে আরবের ভেতরের একটি নগর বলে উল্লেখ করেছেন,যা দ্বারা প্রমাণ হয় **মক্কা হেলেনীয় (গ্রিক) দুনিয়ায় পরিচিত ছিল।**

প্রাচীন মক্কা সম্পর্কে Jewish Virtual Library তে উল্লেখ করা হয়েছে :

"Mecca's prominence as a trading center also surpassed the cities of Petra and Palmyra."[১৫৮]

অর্থাৎ, বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে মক্কার প্রাধান্য পেট্রা ও পালমিরা নগরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

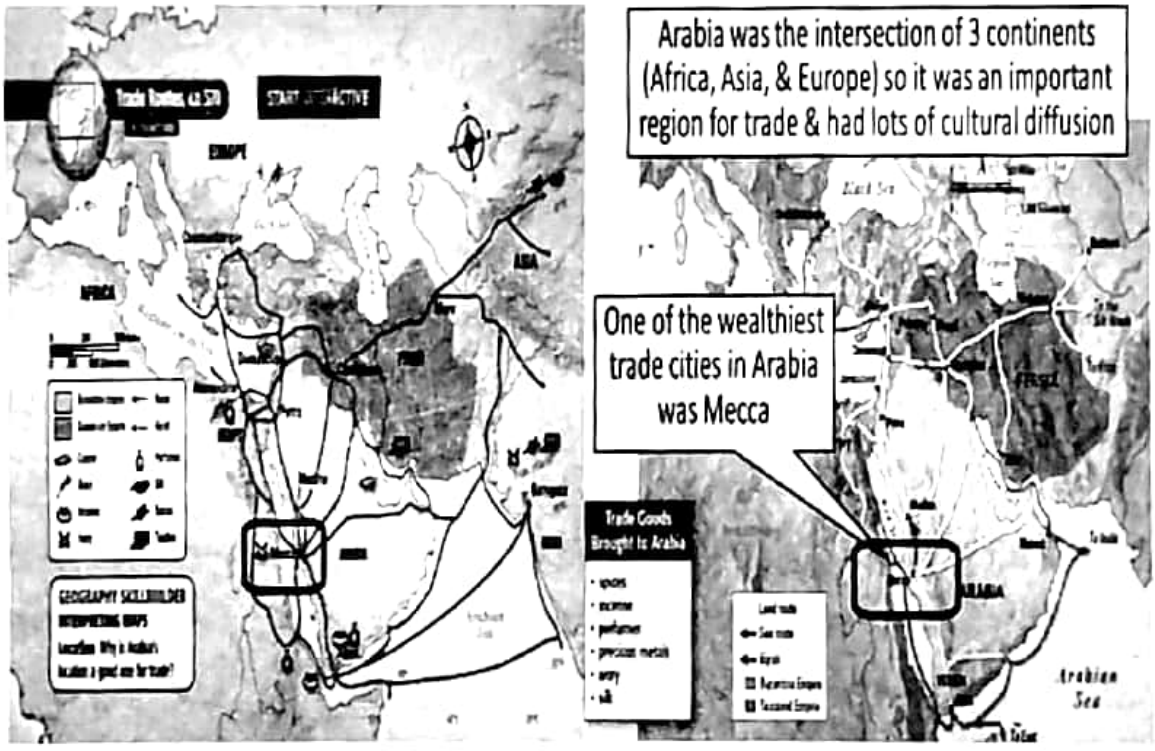

রঙিন ছবি দেখতে বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন

প্রাচীন মানচিত্রে বাণিজ্যিক কেন্দ্র মক্কা

---

১৫৭. "Mecca _ History & Pilgrimage _ Britannica.com"
https://www.britannica.com/place/Mecca
১৫৮. "Mecca" (Jewish Virtual Library)
http://www.jewishvirtuallibrary.org/mecca

Scanned by CamScanner

আমরা দেখলাম মক্কা ছিল ঐতিহাসিক ভাবে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র, যেটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে দক্ষিণ আরব, পূর্বআফ্রিকাও দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করেছিল। **বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে এর প্রসিদ্ধি পেট্রাও পালমিরা নগরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাস্তবের সঙ্গে ড্যানগিবসনের উপস্থাপিত তথ্যের পার্থক্য লক্ষ করুন।**

দুশারার মন্দির

ড্যান গিবসন দুশারার মন্দিরের সাথে কা'বাকে মেলাবার চেষ্টা করেছে অথচ কোনো ইতিহাস-গ্রন্থে এমন বিবরণ নেই যে, রাসুল(ﷺ) এর কুরাঈশ বংশের মানুষেরা দুশারার মন্দিরকে কেন্দ্র করেউপাসনা-কর্ম করত। বরং তারা কা'বার প্রভু আল্লাহর উপাসনা করত, সেই সাথে কিছু কাল্পনিক দেবদেবীর উপাসনাও করত।[১৫৯] কা'বাকে কেউ কোনোকালে দুশারার মন্দির বলে উল্লেখ করেনি।

কান্না নগরী পেট্রা এবং ভূমিকম্প:

ড্যান গিবসন তার ডকুমেন্টারিতে উল্লেখ করেছে যে, 'বাকা' বা 'বাক্কা' শব্দের অর্থ কান্না। সে দাবি করেছে এই নাম দিয়ে পেট্রা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, এ নগরে অনেকগুলো ভূমিকম্প হয়েছে ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ড্যান গিবসনের নিজের ওয়েবসাইট nabataea.net/ এ তার নিজেরই বইয়ের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে,"On 9 July 551, a devastating earthquake reduced most of what remained of Petra to heaps of rubble. It was never rebuilt, and soon the bishops departed and all records came to an end. This earthquake also destroyed many of the towns in the Negev. Many of these were never rebuilt." Gibson D. (2002), pp. 240-241.[১৬০]

অর্থাৎ ৯ জুলাই ৫৫১ খ্রিষ্টাব্দে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে পেট্রানগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং একে আর নতুন করে নির্মাণ করা হয়নি। খ্রিষ্টানবিশ পরা নগর ত্যাগ করেন এবং সকল নথিপত্র শেষ হয়ে যায়।

---

১৫৯. সীরাতুন্নবী(সা)-ইবন হিশাম(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮-১০৬

১৬০. Nabataea_ The Fall of Petra
http://nabataea.net/pfall.html

Scanned by CamScanner

রাসুলুল্লাহর(ﷺ) জন্ম হয় ৫৭০খ্রিষ্টাব্দে। ড্যান গিবসনের নিজেরই ওয়েবসাইট ও বইয়ের তথ্য অনুযায়ী রাসুলুল্লাহর(ﷺ) জন্মের মাত্র ১৯ বছর আগে পেট্রানগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সে অবস্থাতেই থেকে যায়। এথেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কোনো ক্রমেই পেট্রার মানুষনন,কেননা সেটাতো তখন বিধ্বস্ত এক নগরী ছিল। রাসুলুল্লাহর(ﷺ) জন্মস্থান কোনো খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল না। ড্যান গিবসন নিজেই উল্লেখ করেছে যে,পেট্রানগরী থেকে বিশপরা চলে গিয়েছিল।

গাছপালায় ভরা শহর ও সাহাবী কর্তৃক আঙুর খাওয়া

সিরাত গ্রন্থগুলোতে রাসুলুল্লাহর(ﷺ) যুগে মরুময় মক্কার অজস্র বিবরণ আছে। এই সকল বিবরণকে পাশ কাটিয়ে ইসলামের পবিত্র নগরী ছিল গাছপালায় ভরা একটি শহর—এটি প্রমাণ করার জন্য ডকুমেন্টারিটিতে সাহাবী খুবাইব(রা.) এর একটি ঘটনা আংশিকভাবে উল্লেখ করে ড্যান গিবসন। সেই ঘটনায় খুবাইব(রা.) আঙুর খাচ্ছিলেন। এটা দেখিয়ে ড্যান প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, মক্কায় নাকি আঙুর হয় না। এ থেকে নাকি প্রমাণ হয়, তিনি পেট্রায় ছিলেন! তার এই অপযুক্তির জবাবে যা বলব,

প্রথম কথা: ধরে নিলাম মক্কায় আসলেই আঙুর হতো না। কিন্তু কোনো একটা এলাকায় কোনো ফল না জন্মালেইওই এলাকার লোকজন সেটা কখনো খেতে পারবে না এমন তো কোনো কথা নেই। বাংলাদেশেও তো চেরি বা স্ট্রবেরি ফল সেভাবে জন্মায় না। তাই বলে কি বাংলাদেশের মানুষেরা ওই ফলগুলো খায় না? সেগুলো বাংলাদেশে আমদানি হয় না? শাম(Levant) অঞ্চলের সাথে তো মক্কা-মদীনার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সেখান থেকে ফলসহ অনেক কিছু তো আমদানি-রপ্তানি হতেই পারে।

দ্বিতীয় কথা: বন্দী সাহাবী খুবাইব(রা.) এর আঙুর খাবার সে ঘটনাটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। সেটি ছিল একটি কারামত বা অলৌকিক ঘটনা। তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল, ভয়াবহ অত্যাচার করা হয়েছিল এবং তিনি সে অবস্থাতেও আল্লাহ ও রাসুল(ﷺ) এর আনুগত্য থেকে এক চুল নড়েননি। আল্লাহ এ কারামতের দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।[১৬১] এই ঘটনা থেকে মক্কাকে পেট্রা বানানোর চেষ্টা করা চরম মূর্খতা ছাড়া কিছুই না।

---

১৬১. বিস্তারিত দেখুন:ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৬৯-১৭৯ পৃষ্ঠা;যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা;সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, ৫৬৮-৫৬৯, ৫৮৫ পৃষ্ঠা;আর রাহিকুল মাখতুম ৩৩৩-৩৩৫ পৃষ্ঠা

Scanned by CamScanner

প্রাচীন মসজিদগুলো কি আসলেই পেট্রার দিকে মুখ করেছিল?

ড্যান গিবসন দেখাবার চেষ্টা করেছে যে, প্রাচীন মসজিদগুলো মক্কার দিকে নয়, বরং পেট্রার দিকে মুখ করে আছে। মসজিদগুলো নাকি মক্কার দিক থেকে কিছুটা অন্য দিকে ঘুরে আছে।এ সম্পর্কে প্রথমেই যেটি বলব—প্রাচীনকালে তো বটেই, একদম আধুনিককালেও মেপে মেপে ডিগ্রি ঠিক রেখে হুবহু ডিরেকশনে মক্কার দিকে মুখ করে মসজিদ নির্মাণ করা হয় না। এমনটা করা সম্ভব নয়, জরুরিও নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী হচ্ছে গোলাকার। কাজেই একদম 'হুবহু' কিবলার দিক অনুসরণ করা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষের জন্য অসাধ্য কোনো বিধান দেননা।[১৬২] কিবলা হচ্ছে সলাতের জন্য একটি সাধারণ দিক। মোটামুটিভাবে এই দিকটি ঠিক রাখাই যথেষ্ট।

আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণনা করেন,রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন"পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হলো কিবলা।"[১৬৩]

কাজেই সরল রৈখিক ভাবে কিবলার দিক থেকে কিছু পরিমাণ বিচ্যুতি হলেও সেটি কোনো সমস্যা নয়। এই বিচ্যুতির পরিমাণ সর্বোচ্চ কতটুকু হতে পারে? সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে কিরামগণ নির্ধারণ করেছেন যে, **এই বিচ্যুতির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪৫ ডিগ্রি হতে পারে।** যদিও যথাসম্ভব সঠিক দিকে মুখ করাই উত্তম।[১৬৪] প্রাচীনকালে কম্পাস যন্ত্র ছিলনা, দিক নির্ণয়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ছিলনা। তখন সূর্যের অবস্থান দেখা হতো এবং সেদিকে আন্দাজ করে কিবলার সাধারণ দিক বিবেচনা করে মসজিদ নির্মাণ করা হতো। কাজেই প্রাচীনকালের মসজিদগুলোতে কিবলার হুবহু দিক থেকে কিছুটা বিচ্যুতি হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক কিছুনা। সূর্য দেখে যদি সাধারণ দিক বিবেচনা করা হয়, তাহলে ওই বিচ্যুতি কখনোই ৪৫ ডিগ্রির বেশি হবেনা। আধুনিক কালেও অনেক মসজিদই আছে যেগুলো কিবলার হুবহু দিক থেকে কিছুটা বিচ্যুতা যেমন : বাংলাদেশে পশ্চিম দিককে সাধারণভাবে কিবলার দিক ধরা হয়। অথচ মক্কা বাংলাদেশ থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে। ড্যান গিবসন যে প্রক্রিয়ায় প্রাচীন কয়েকটা মসজিদ বেছে বেছে পেট্রাকে 'কিবলা'(!) বানাবার চেষ্টা করেছে, ওই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ থেকেবেছে বেছে ১০টা মসজিদ নিয়ে সেগুলো থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিকেও 'কিবলা'(!) বানিয়ে ফেলা যাবে। আধুনিক কালেই যেখানে হুবহু দিক

---

১৬২. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ২৮৬ দ্রষ্টব্য

১৬৩. ইবনমাজাহ, হাদিসনং : ১০১১;তিরমিযী, হাদিসনং : ৩৪২; সহীহ

১৬৪. "Being 45 degrees off from the qiblah" – islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/101449

Scanned by CamScanner

ঠিক রাখা যায় না (যেটি আসলে অপরিহার্যও নয়) সেখানে প্রাচীনকালে তো সেটি আরও অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এমনকি খোদ মক্কা শহরেও আধুনিককালে প্রায় দুই শ'র মতো মসজিদ আছে যেগুলো কা'বার হুবহু দিক থেকে বিচ্যুত।[১৬৫] তবে এই বিচ্যুতি কখনোই ৪৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে নয়। অতএব আমরা বলতে পারি, ড্যান গিবসনের কথা যদি সত্যও ধরে নেয়া হয় অর্থাৎ প্রাচীন মসজিদগুলো যদি মক্কার দিক থেকে ১০-২০ ডিগ্রি ঘুরেও থাকে, তাহলেও মোটেও এটা প্রমাণ হয় না যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিবলা পেট্রা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ড্যান গিবসন কি আসলেই সত্য বলেছে?

ড্যান গিবসন তার ডকুমেন্টারিতে স্যাটালাইট চিত্রের দ্বারা বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদের কিবলার দিক দেখানোর চেষ্টা করেছে। ভালোকরে লক্ষ করলে যেকেউ বুঝতে পারবে যে, মসজিদের সামনের দেয়ালের সাথে লম্বভাবে নয়, বরং লম্ব থেকে ৫-৬ ডিগ্রি বাঁকিয়ে রেখা টেনে সে কিবলার দিক হিসাব করেছে। নমুনা স্বরূপ ড্যানের ডকুমেন্টারি থেকে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ এবং চীনের গুয়ায়ংজুর মসজিদের ছবি দেখাচ্ছি।

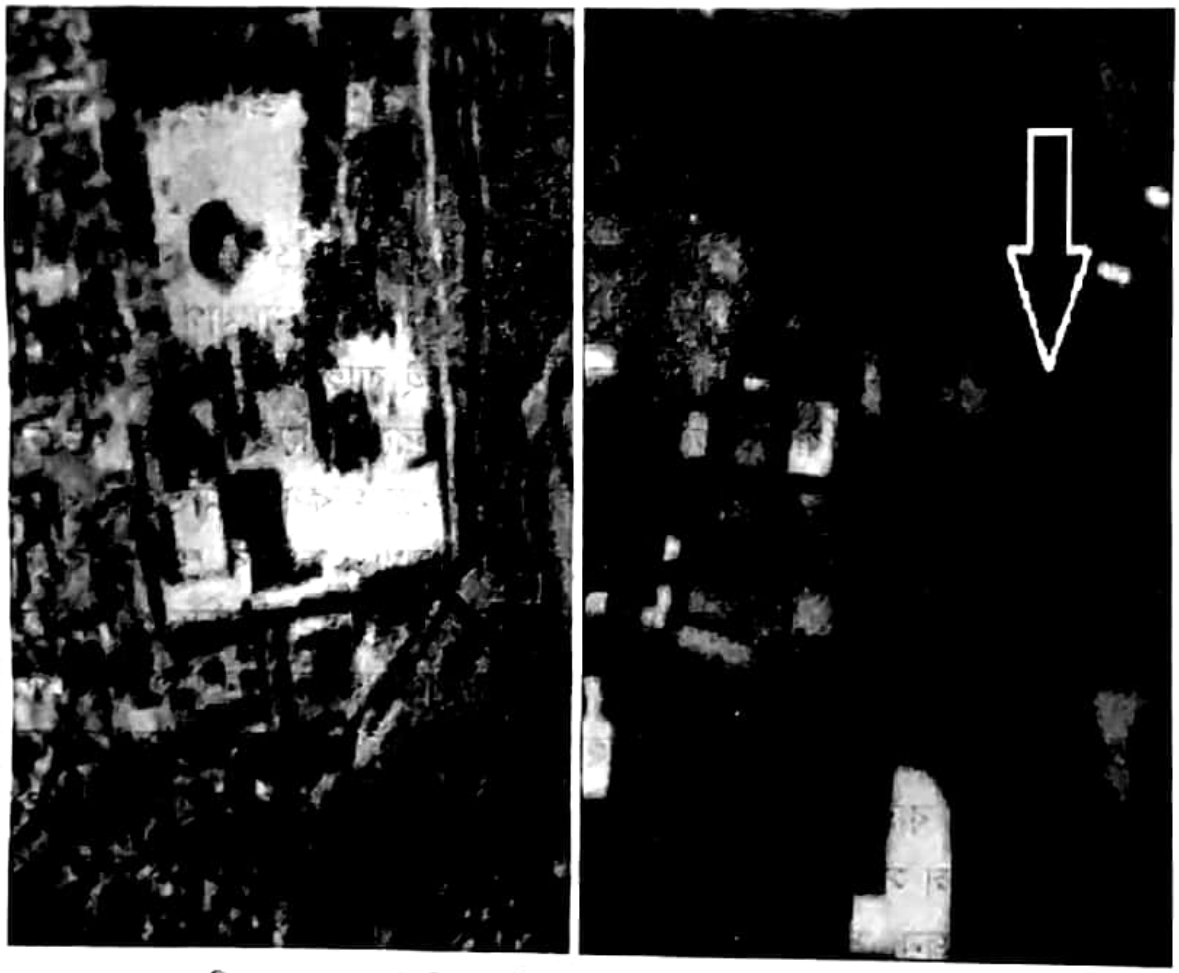

ড্যান গিবসনের ডকুমেন্টারিতে প্রাচীন মসজিদের কিবলার দিক নিয়ে জালিয়াতি

১৬৫. Old Mecca mosques face wrong direction (alarabiya news)
https://www.alarabiya.net/articles/2009/04/05/69984.html

Scanned by CamScanner

হেরা গুহা কি আসলেই মক্কার দিকে মুখ করে নেই?

ড্যান গিবসন তার ডকুমেন্টারিতে পেট্রা নগরীতে দেবদেবীর প্রতীকে ভরা একটা গুহা দেখিয়ে দাবি করেছে—সেটাই নাকি হেরা গুহা, সেটাতেই নাকি রাসুল(ﷺ) ধ্যান করতেন!! (নাউযুবিল্লাহ)সে দাবি করেছে যে "অল্পবয়সী একটি ছেলে" ধ্যান করার জন্যওই জায়গাতেই আসবে।সে আরও দাবি করেছে যে, মক্কায় যেটিকে হেরা গুহা বলা হয়েছে সেটি নাকি শহরের দিকে মুখ করে নেই। কাজেই সেটা আসল হেরা গুহা হতে পারে না।

যে মুহাম্মাদ(ﷺ) আজীবন আল্লাহ ব্যতীত সকল দেবদেবীকে ঘৃণা করে এসেছেন,[১৬৬] সেই তিনি ধ্যান করবেন একটা দেবদেবীর প্রতীকে ভরা গুহায়??!!! নাউযুবিল্লাহ, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর নামে এ এক বড় মিথ্যা আরোপ।সে ধ্যান করার সময়ে রাসুলুল্লাহ(ﷺ)কে "অল্পবয়সী একটি ছেলে" বলে উল্লেখ করেছে। এ থেকে তার ভয়াবহ অজ্ঞতা আবারও প্রকাশ পেয়েছে। হেরা গুহায় রাসুলুল্লাহ(ﷺ) যখন নবুয়ত পান, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর।[১৬৭] যেকোনো সিরাত গ্রন্থেই এই তথ্য উল্লেখ আছে। ৪০ বছর বয়স্ক একজন মানুষকে "অল্পবয়সী একটি ছেলে" বলে উল্লেখ করার দ্বারা ড্যান গিবসনের ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) সম্পর্কে বেসিক জ্ঞানটুকুরও অভাব পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে।

আর হেরা গুহা মক্কার দিকে মুখ করে ছিল কিনা—এ প্রসঙ্গে বলব, ধ্যান করবার জন্য গুহায় যাবার মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে, অখণ্ড মনোযোগ ধরে রাখা। আলো, কোলাহল এসব জিনিস এ মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে। যেই ব্যক্তিটি সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুহায় ধ্যান করতে যাচ্ছেন, তার কখনো গুহার মধ্য থেকে থেকে নিজ শহরের দিকে তাকিয়ে থাকবার অভিপ্রায় থাকে না।তিনি এমন গুহা বেছে নেবেন যাতে তিনি সমাজ-সংসার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা লাভ করতে পারবেন। আপন স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবেন। কোনো গুহার বাইরের মুখটি যদি লোকালয়ের দিকে মুখ করে থাকে, তাহলে এ উদ্দেশ্যব্যাহত হয়। মক্কার হেরা গুহাটির ভৌগোলিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর বাইরের দিকটি সরাসরি মক্কার দিকে মুখ করে নেই। কিন্তু গুহা থেকে বের হলে সহজেই মক্কা ও মসজিদুল হারাম দেখতে পাওয়া যায়।অর্থাৎ ধ্যান করবার জন্য সর্বাধিক উপযোগী একটি গুহা ছিল সেটি। ড্যান গিবসন

---

১৬৬. সীরাতুলমুস্তফা(সা)-ইদরিসকান্ধলভী (ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ), ১মখণ্ড, পৃষ্ঠা১০৭-১০৯দ্রষ্টব্য

১৬৭. সীরাতুন্নবী(সা)-ইবনহিশাম (ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ), ১মখণ্ড, পৃষ্ঠা২১৩দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

আমাদের বোঝাতে চেয়েছে যে, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) যে গুহায় ধ্যান করেছিলেন সেটি অবশ্যই তাঁর শহরের দিকে মুখ করে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা সব সময় ড্যান গিবসনের অনুমানের অনুগামী নাও হতে পারে!

রঙ্গিন ছবি দেখতে বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন

হাজী সাহেবদের তোলা ছবিতে হেরা গুহার বাইরে থেকে মক্কার মসজিদুল হারাম।[১৬৮]

ছবিগুলো নেওয়া হয়েছে মক্কার হেরা গুহার বাইরে থেকে। এখানে পরিষ্কার মক্কা ও মসজিদুল হারাম দেখা যাচ্ছে।

হাদিসের ও ইতিহাস গ্রন্থের বিবরণ কি পেট্রার সাথে মিলে যায়?

ড্যান গিবসন তার ডকুমেন্টারিতে সবাইকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে, হাদিস ও সিরাত-গ্রন্থগুলোতে ইসলামের পবিত্র নগরীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার সাথে

---

১৬৮. "Mount Hira Cave Stock Photos & Mount Hira Cave Stock Images - Alamy"
http://www.alamy.com/stock-photo/mount-hira-cave.html
• "Mecca and Medina, Old and Recent"
https://goo.gl/DgcWYR
• "Traveling to Makkah | Mountain of Hira/Jabal noor | Hira Guha | Mountain of Al Rahmah in Arafat"
https://goo.gl/jv8VXz

Scanned by CamScanner

নাকি মক্কার কোনো মিল নেই। এই বিবরণগুলো নাকি জর্ডানের পেট্রা নগরীর সাথে মিলে যায়। বিভিন্ন বিবরণ আংশিক উল্লেখ করে ও অপব্যাখ্যা করে তার এইরূপ সিদ্ধান্ত। সে আরও বলতে চেয়েছে যে, সব স্থান থেকে পেট্রার নাম মুছে মক্কা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এখন হাদিস ও সিরাত থেকে কিছু বিবরণ উল্লেখ করব, যেগুলো দ্বারা ইন শা আল্লাহ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হবে যে, ইসলামের পবিত্র নগরী আসলে মক্কা। কোনোমতেই পেট্রার সাথে এগুলোকে মেলানো সম্ভব হবে না।

১.পৌত্তলিক কুরাঈশদের থেকে ইসলামের পবিত্র নগরীমক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরী সনে[১৬৯] বা ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে। আর মুসলিম বাহিনী রোমান বা বাইজানটাইনদের হাত থেকে জর্ডান বিজয় করে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।[১৭০] এগুলো প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। ইসলামের পবিত্র নগরী যদি জর্ডানের পেট্রাই হতো, তাহলে তো এটি খ্রিষ্টান রোমানদের হাত থেকে জয় করতে হতো, কেননা ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে পেট্রা তাদের অধীনে একটি বাইজানটাইন শহর ছিল। অথচ সকল সিরাত ও ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,রাসুল(ﷺ) কুরাঈশদের হাত থেকে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা বিজয় করেন, এরপর কা'বাকে পৌত্তলিকতা-মুক্ত করেন।[১৭১] মুসলিমরা মোটেও বাইজানটাইনদের নিকট থেকে ইসলামের পবিত্র নগরী জয় করেনি। মক্কা নগরী সব সময়েই বাইজাইনটাইন, পারস্য সবার থেকে স্বাধীন ছিল।[১৭২]

২.রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর সকল সিরাতগ্রন্থেই[১৭৩] ইয়েমেনের শাসক আবরাহার হস্তিবাহিনীর ঘটনা আছে। আল কুরআনের ১০৫ নং সূরা ফিল-এ এই ঘটনার কথা আলোচিত হয়েছে। ইয়েমেনের শাসক আবরাহা একটি জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু সে গির্জার তুলনায় মক্কার কা'বার প্রতি মানুষের ভক্তি-সম্মান দেখে আবরাহা ঈর্ষান্বিত হয় এবং কা'বা ধ্বংস করার জন্য হাতির বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা করে। আল্লাহ পাখির ঝাঁক প্রেরণ করেন, সেই পাখিদের নিক্ষিপ্ত কঙ্করে তার সম্পূর্ণ বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ঘটনাটি এতই বিখ্যাত যে, এ ঘটনার সালকে আরবরা 'হাতির বছর' বলে অভিহিত করত এবং

---

১৬৯. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৪৬০

১৭০. "Jordan - History - The Islamic Periods and the Crusades"
http://www.kinghussein.gov.jo/his_islam_crusades.html

১৭১. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৬৫

১৭২. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৩৪

১৭৩. দেখুন :সীরাতুন্নবী(স)-ইবন হিশাম(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫-৮৭

Scanned by CamScanner

ওই বছরই রাসুলুল্লাহ(ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন। এ ঘটনাকে সকল ঐতিহাসিক মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন; পেট্রার সাথে নয়। এই বিখ্যাত ঘটনা তৎকালীন ভূ-রাজনীতির ওপরে প্রভাব রেখেছিল। ঘটনাটি তৎকালীন সভ্য জগতের (রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য) বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পারস্যবাসী এ ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং তারা দ্রুতগতিতে ইয়েমেন দখল করে বসে।[১৭৪] হাতির মতো বৃহদাকার ও শ্লথগতির প্রাণী নিয়ে ইয়েমেন থেকে পেট্রার বিশাল দূরত্বে অভিযান করা কোনো বাস্তবসম্মত কথা নয়। কিন্তু ইয়েমেন থেকে সহজেই হাতির বাহিনী নিয়ে আরবের মক্কায় অভিযান চালানো সম্ভব। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, কা'বা যদি পেট্রাতে অবস্থিত হতো, তাহলে কা'বা ধ্বংস করার জন্য আবরাহার বাহিনীকে রোমানদের সাথে দর কষাকষি করতে হতো, কেননা পেট্রা ছিল একটি রোমান বা বাইজানটাইন শহর। কিন্তু সিরাত-গ্রন্থগুলোতে এমন কোনো বিবরণই দেখা যায় না; বরং দেখা যায় আবরাহা মক্কার নেতা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে আলোচনা করেন। এ থেকে বোঝা যায় কা'বা রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের কোনো শহরে অবস্থিত ছিল না। খ্রিষ্টান শাসক আবরাহা রোমানদের মিত্র ছিল বিধায় তার তো বাহিনী নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে যাবারও প্রয়োজন ছিল না। সে রোম সম্রাটকে পত্রযোগে অনুরোধ করলে রোম সম্রাটনিজেই কা'বা ধ্বংসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কা'বার ন্যায় উপাসনাগৃহ থাকাও একটি অবাস্তব চিন্তা।

৩.পবিত্র নগরী মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরী সনে[১৭৫] আর সীমান্তে রোমানদের (বাইজানটাইন) বিরুদ্ধে তাবুকের অভিযান হয়৯ম হিজরী সনে।[১৭৬] সকল ইতিহাস-গ্রন্থেই এটা উল্লেখ আছে যে, পবিত্র নগরী আগে বিজয় হয়েছে, এরপর তাবুক অভিযান হয়েছে। ড্যান গিবসনের কথা অনুযায়ী যদি আমরা ধরে নিই পেট্রাই ইসলামের পবিত্র নগরী, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—পেট্রা বিজয়ের পরে কী করে তাবুক অভিযান হতে পারে? নিচের মানচিত্রটি দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

১৭৪. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৭৮
১৭৫. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৪৬০
১৭৬. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৪৯১

Scanned by CamScanner

মক্কা বিজয়ের সময়কালে তাবুকের অবস্থান

আমরা প্রথমে পেট্রাকে ইসলামের পবিত্র নগরী বিবেচনা করে ঐতিহাসিক তথ্যগুলো মেলানোর চেষ্টা করি। পেট্রা ছিল শাম(Levant)অঞ্চলে এবংবাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ভেতরে।পেট্রা থেকে দক্ষিণে তাবুক। পেট্রা বিজয় হয়ে গেলে সেখান থেকে তাবুকের অভিজানের কি আদৌ যৌক্তিকতা থাকে? তাবুক হচ্ছে আরব আর শামের সীমান্তে। সেটি ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সীমা। পেট্রা যদি আগে বিজয় হয়ে যায়, তাহলে তাবুকের সীমানায় আবার কী করে বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে অভিযান হতে পারে? সীমান্তের ওপারে তো আরব। সেটা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের এলাকা ছিল না, কাজেই সেখান থেকে তো বাইজানটাইনদের আসবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।সেখান থেকে আক্রমণ করতে পারে আরবরা, বাইজানটাইনরা না।

এবার মক্কাকে ইসলামের পবিত্র নগরী বিবেচনা করে ঐতিহাসিক তথ্যগুলো মেলানোর চেষ্টা করি। মানচিত্রে দেখুন, আরবভূমি থেকে উত্তরে বাইজানটাইনদের সাম্রাজ্য। মক্কা-মদীনা থেকে উত্তর দিকে তাবুক। মক্কা আরবের ভেতরে, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ভেতরে না। আগে মক্কা বিজয় হয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

এর পরবর্তী সময়ে তাবুকের সীমানার দিকে বাইজানটাইনরা অগ্রসর হতে পারে, ইসলামী বাহিনীও আরব থেকে তাদের প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হতে পারে। কেননা, তাবুকের পরে সীমান্তের ওপারে বাইজানটাইনদের এলাকা। মক্কাকে ইসলামের পবিত্র শহর বিবেচনা করলে এসব তথ্যগুলো খাপে খাপে মিলে যায়। কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় না।

৪.নবুয়তের১০ম বছরে **রাসুল(ﷺ) পায়ে হেঁটে মক্কার পার্শ্ববর্তী তায়েফ শহরে** দাওয়াহর কাজে যান। মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্বছিল ৬০ মাইল।[১৭৭] অপরদিকে পেট্রা থেকে তায়েফের দূরত্ব ১৩৪০ কিলোমিটার বা ৮৩২ মাইল।[১৭৮]এত বিশাল দূরত্ব কি **পায়ে হেঁটে** অতিক্রম করা যায়? পেট্রার আশেপাশে তো তায়েফ বলে কোনো শহরও নেই।

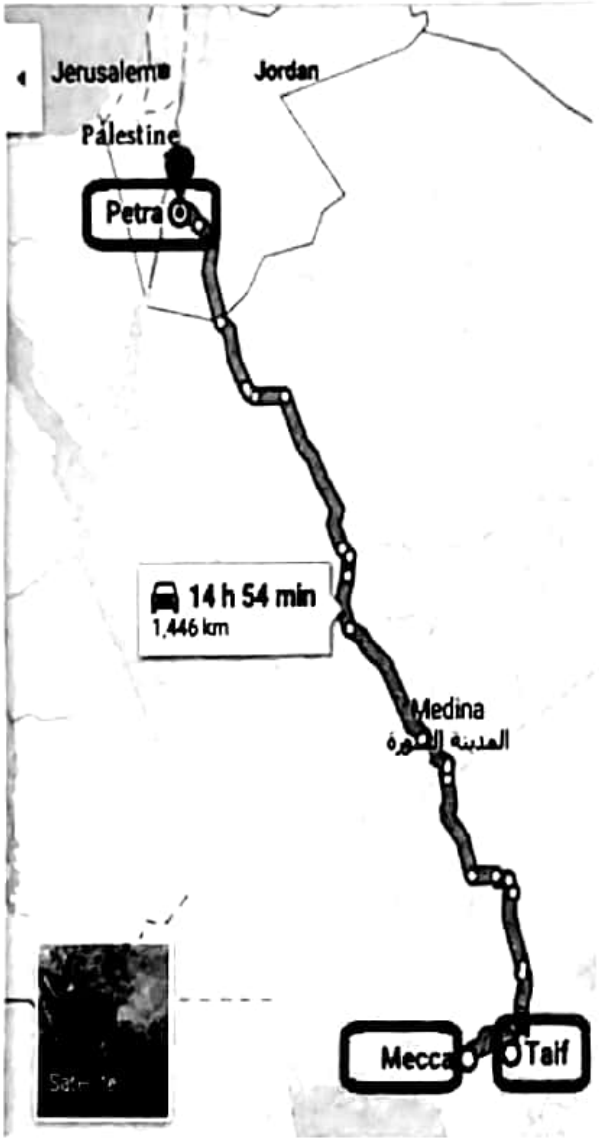

মক্কা,তায়েফ ও পেট্রার অবস্থান

---

১৭৭. আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ১৭০

১৭৮. Google Map: Distance between Petra & Taif
https://goo.gl/eDkQCY

Scanned by CamScanner

৫. ড্যান গিবসন রাসুল(ﷺ) এর হিজরতস্থল মদীনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি।মদীনার অবস্থান যদি ঠিক থাকে, তাহলে মদীনার অবস্থানকে মূল ধরে আমরা ইসলামের পবিত্র নগরের অবস্থানকেও বের করে ফেলতে পারি।

কুরাঈশরা মক্কা থেকে সিরিয়ায় ব্যবসা করতে যেত। সকল সিরাত-গ্রন্থেই এর উল্লেখ পাওয়া যাবে। মক্কা থেকে সিরিয়ায় যেতে হতো মদীনা হয়ে। কুরাঈশরা ছিল মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত এবং সাহাবীগণ কুরাঈশদের এ যাত্রাপথে আক্রমণ করতেন। বিখ্যাত বদর যুদ্ধের প্রাক্কালেও আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিলেন; তার কাফেলায় ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য মালামাল। সাহাবীগণ যাত্রাপথে তাদের আক্রমণের জন্য যাত্রা করেন। বিপক্ষ দলও সংবাদ পেয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে মক্কা থেকে সৈন্য প্রেরণ করেছিল।বদর ছিল মদীনার অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[১৭৯]

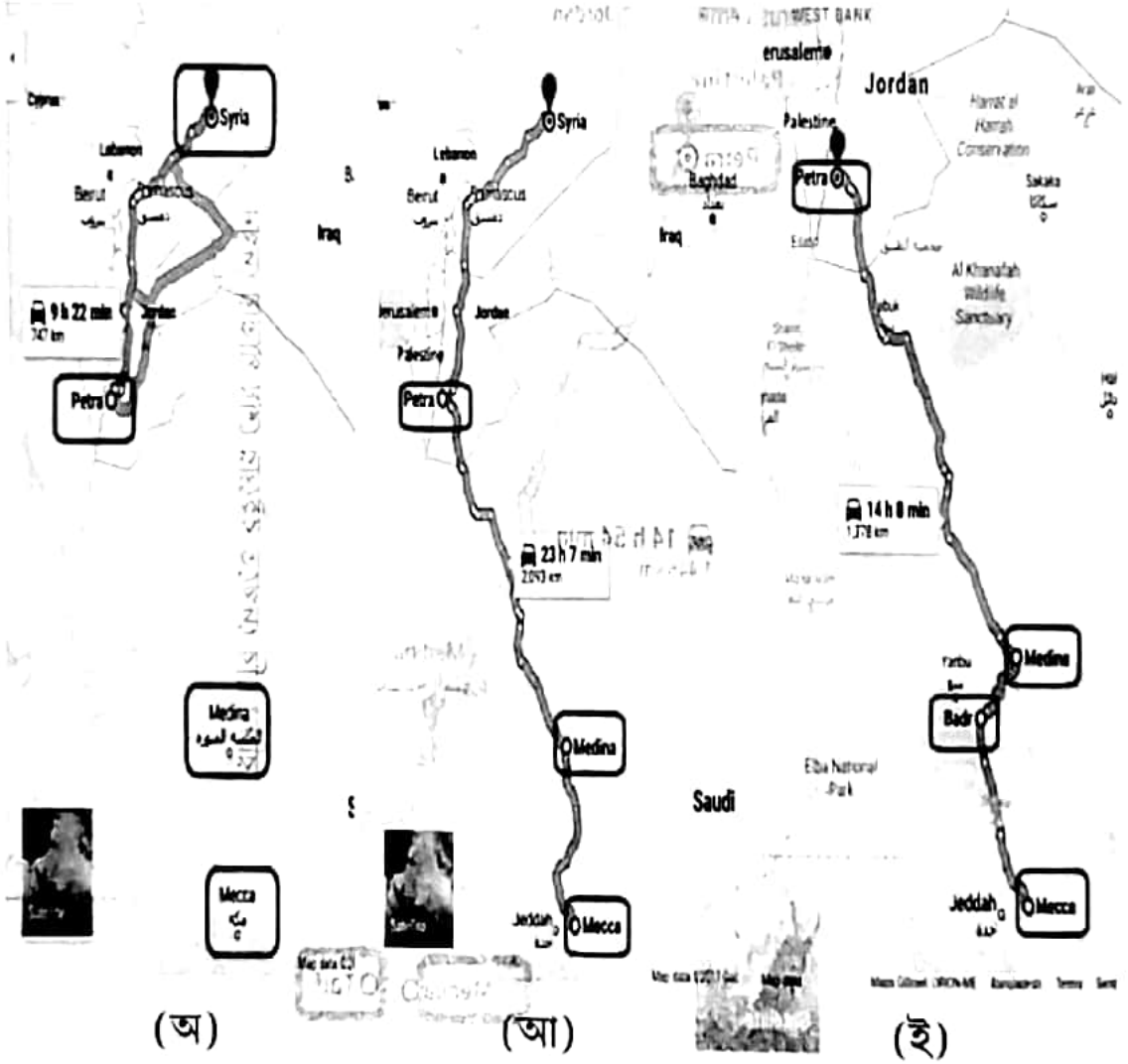

(অ) (আ) (ই)

(অ) পেট্রা থেকে সিরিয়ার যাত্রাপথ

(আ) মক্কা থেকে সিরিয়ার যাত্রাপথ

(ই) বদরের অবস্থান

রঙ্গিন ছবি দেখতে বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন

১৭৯. খালীফাতুরাসূলিল্লাহআবূবাকরআছছিদ্দীকরাদিআল্লাহু 'আনহু' -ড. আহমদআলী, পৃষ্ঠা ১৩৬

Scanned by CamScanner

মানচিত্র (অ) ও (আ) তে যথাক্রমে পেট্রা ও মক্কা থেকে সিরিয়ার যাত্রাপথ(route) দেখা যাচ্ছে (ই) তে বদর প্রান্তরের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। সিরিয়া থেকে জর্ডানের পেট্রা খুবই কাছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, মক্কা থেকে সিরিয়ায় যেতে হলে মদীনা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু পেট্রা থেকে সিরিয়া যেতে হলে মদীনা হয়ে যেতে হয় না। ইসলামের পবিত্র নগরী যদি পেট্রাতেই হতো, তাহলে কুরাঈশদের সিরিয়া যাবার যাত্রাপথের মধ্যে মদীনা থাকত না। মুসলিমদের পক্ষে তাহলে কখনোই কুরাঈশদের কাফেলা আক্রমণ করা সম্ভব হতো না। বদর প্রান্তরটি মক্কা থেকে সিরিয়া যাবার ও সিরিয়া থেকে মক্কা ফেরার যাত্রাপথের ভেতর পড়ছে। ইসলামের পবিত্র নগরী যদি পেট্রাই হতো, তাহলে বদরে কোনো যুদ্ধ হতো না। বরং অন্য কোথাও হতো।

৬.৭ম শতাব্দীর শুরুতে জর্ডান অঞ্চলে মূলত অ্যারামায়িক(Aramaic) ভাষা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময় ইসলামের বিস্তারের সাথে সাথে মানুষজন ইসলামের সাথে সাথে আরবি ভাষাও গ্রহণ করতে শুরু করে।অ্যারামায়িক ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় ও সে স্থানে আরবি ব্যবহার হতে শুরু করে।[১৮০] ৭ম শতাব্দীতে সে অঞ্চলে যোগাযোগের সাধারণ ভাষা(Lingua Franka) ছিল অ্যারামায়িক।[১৮১] আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসুলকেই নিজ জাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করতেন।[১৮২] নবী করিম(ﷺ) যদি জর্ডানের পেট্রা অঞ্চলের মানুষ হতেন, তাহলে তাঁর ভাষাও অ্যারামায়িক হবার সম্ভাবনা ছিল। অথচ আল কুরআনের ভাষা অ্যারামায়িক নয়, আরবি। শাম(Levant) অঞ্চলে সে সময়ে গাসসানী ও লাখমিদ নামে ২টি আরব গোত্র ছিল।[১৮৩] কাজেই সে অঞ্চলে অল্প কিছু লোক আরবিভাষী ছিল। কিন্তু ওই অঞ্চলের আরবিভাষীরা শাম অঞ্চলীয় আরবি ভাষায় Levantine Arabic/اللهجة الشامية কথা বলে। এটি অ্যারামায়িক দ্বারা

---

১৮০. The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia, edited by Roger-D. Woodard; chapter 6, page 104

১৮১. "Aramaic _ Definition of Aramaic in US English by Oxford Dictionaries" https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/aramaic

•"Aramaic language - Wikiwand" http://www.wikiwand.com/en/Aramaic_language

১৮২. আলকুরআন, ইব্রাহিম১৪ : ৪ দ্রষ্টব্য

১৮৩. "Syria."Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online. 20 Oct, 2006 Syria -- Britannica Online Encyclopedia

•"Ghassan."Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online. 18 Oct. 2006 Ghassan (ancient kingdom, Arabia) -- Britannica Online Encyclopedia

Scanned by CamScanner

প্রবলভাবে প্রভাবিত একটি আরবি উপভাষা।[১৮৪] ৭ম শতাব্দীতে জর্ডান অঞ্চলে অ্যারামায়িক এবং শাম অঞ্চলীয় আরবি এই দুই প্রকারের ভাষা প্রচলিত ছিল।

আল কুরআনের আরবি হচ্ছে কুরাঈশী আরবি। এটি প্রথম অবস্থায় এরূপেই রাসুল(ﷺ) এর ওপর নাজিল হয় এবং সাহাবীগণ এ অবস্থাতেই কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, উসমান (রা.) যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা.), সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা.), আবদুর রহমান ইবনু হারিস (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁর [হাফসা (রা.)-এর নিকট] সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেতভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করলেন। উসমান (রা.) কুরাইশ বংশীয় তিনজন কে বললেন, যদি যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) এবং তোমাদের মধ্যে কোনো শব্দে (উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে) মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে ***কুরাইশের ভাষায় তালিপিবদ্ধ করো। যেহেতু কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।*** *সুতরাং তাঁরা তা-ই করলেন।"*[১৮৫]

আজও আমরা অবিকৃত অবস্থায় সেই কুরআনই পড়ছি, যা কুরাঈশী আরবিতে লিখিত। হাদিসশাস্ত্রের ভাষাও সেই আরবি, মুসলিমরা সলাত ও খুতবায় ওই আরবিই ব্যবহার করে। আল কুরআন অ্যারামায়িক ভাষায় নয়, শাম অঞ্চলীয় আরবিতেও নয়—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) জর্ডানের পেট্রার কেউ ছিলেন না। অপরদিকে, ৭ম শতকে কুরাঈশী আরবি ব্যবহার করত আরবের মক্কা অঞ্চলের লোকেরা তথা কুরাঈশরা।[১৮৬] আল কুরআনের ভাষাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) পেট্রার নন; বরং মক্কার মানুষ।

৭.সর্বোপরি মক্কা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হলে কুরআন, হাদিস ও সিরাতগ্রন্থে উল্লেখিত অন্যান্য ভৌগোলিক উপাদানগুলো যেমন: সাফা-মারওয়া পাহাড়, যমযম কূপ, জাবালে নুর পাহাড়, আবু কুবাইস পাহাড়, জাবালে রহমতপাহাড়—এগুলোর ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলতে হবে। এই সমস্ত জিনিসের বিবরণ কুরআন, হাদিস ও সিরাত-গ্রন্থগুলোতে ব্যাপকভাবে আছে এবং এর সবগুলোই বর্তমানে মক্কায় দেখতে পাওয়া যায়। ড্যান গিবসন কখনোই পেট্রা নগর থেকে এতগুলো জিনিস মিলিয়ে দেখাতে পারবে না। এগুলো শুধু মক্কাতেই

---

১৮৪. "Arabic (Levantine) _ About World Languages"
http://aboutworldlanguages.com/arabic-eastern
১৮৫ সহীহবুখারী, হাদিস নং : ৩২৫৬
১৮৬. "The Arabic Language_ Origins _ As-Souq Arabic Centre"
http://www.as-souq.com/2016/09/30/arabic-language-origins/

Scanned by CamScanner

আছে। আল কুরআন, হাদিসের বিশাল ভান্ডার, সুবিশাল সিরাত ও তারিখ শাস্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যদি ড্যান বলতে চায়: এগুলো সবই এডিট করা, পেট্রাই কিবলা!! তাহলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তার কথা গুরুত্বের সাথে নেবে বলে আমি মনে করি না।

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) কর্তৃক নতুন স্থানে কা'বা বানানোর তত্ত্বের অসারতা

ড্যান গিবসন দাবি করেছে যে, উমাইয়াদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) এর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কিবলাকে পেট্রা থেকে মক্কার দিকে সরিয়ে নেওয়া হয় (নাউযুবিল্লাহ)। এই অসম্ভব দাবিকে রদ করবার জন্য একটা হাদিসই যথেষ্ট।

*আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হাতিমের দেয়াল কি বাইতুল্লাহর [আল্লাহর ঘর, কা'বা] অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তারা কেন এটাকে বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেনি? তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের [কুরাঈশ] নিকট পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন, তাও তোমার সম্প্রদায়ের কাণ্ড, যাতে তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তাতে প্রবেশাধিকার পায় এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। **তোমার সম্প্রদায়ের জাহিলিয়াত পরিত্যাগের যুগ নিকটতম না হলে এবং আমার যদি এই আশঙ্কা না হতো যে, তাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে—তাহলে আমি অবশ্যই (হাতিমের) দেয়াল বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা এবং কা'বার দরজা জমিনের সমতলে স্থাপন করার বিষয়ে বিবেচনা করতাম।***[১৮৭]

যেখানে ফিতনা হবার আশঙ্কায় স্বয়ং আল্লাহর রাসুল(ﷺ) কা'বার গঠন পরিবর্তন করেননি, সেখানে তাঁর ওফাতের কিছুকাল পরে একেবারে পুরো কা'বাকেই মানুষ আরেক শহরে নিয়ে গেল আর সবাই সেটা মেনেও নিল?!!! এটা একেবারেই অবাস্তব একটা চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে আব্দুলাহ ইবন যুবাইর(রা.) যদি আসলেই অন্যত্র কিবলা সরিয়ে নিতেন (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে ১ জন লোকও সেখানে হজ করতে আসত না।

তারিখ আত তাবারী থেকে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) কর্তৃক কা'বা ভাঙার কাহিনি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে ড্যান গিবসন। আব্দুল্লাহ ইবন

---

১৮৭. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩১১৯

Scanned by CamScanner

যুবাইরের(রা.) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে ষাট বছর পরে এখানে আগুন লেগে যায়। এর ফলে কা'বা ঘর পুড়ে যায়। এটা ছিল। ইয়াযিদ ইবন মু'আবিয়ার রাজত্বের শেষ কাল এবং তখন ইবন যুবাইরকে(রা.) মক্কায় অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।এই সময় মক্কার খলীফা আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) তাঁর খালা আয়িশা সিদ্দিকার(রা.) কাছে যে হাদিসটি শুনেছিলেন [একটু আগে যেটি উল্লেখ করা হয়েছে] তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহর(ﷺ) মনের কথা অনুযায়ী বাইতুল্লাহকে ভেঙে ইব্রাহিমের(আ.) ভিত্তির ওপর নির্মাণ করেন। 'হাতীমকে ভিতরে নিয়ে নেন। পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি দরজা রাখেন। একটি ভেতরে আসার জন্য, অপরটি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। দরজা দুটি মাটির সমান করে রাখেন। তাঁর শাসনামল পর্যন্ত কা'বা এরূপই থাকে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, "আতা(র.) বলেছেন, ইয়াযিদ ইবন মু'আবিয়ার যুগে যখন সিরিয়াবাসী কা'বা ঘরের ওপর আক্রমণ করে এবং যা হবার তা হয়ে যায়, সেই সময় আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) বাইতুল্লাহকে এরূপ অবস্থাতেই রেখে দেন, যেন হজের মৌসুমে জনগণ একত্র হয়ে সবকিছু স্বচক্ষে দেখে। এরপরে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং জানতে চান, কা'বা ঘরকে সম্পূর্ণ ভেঙে কি নতুনভাবে নির্মাণ করব, নাকি ভাঙ্গা যা আছে তাকেই মেরামত করব? ইবন আব্বাস(রা.) বলেন, "এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই, আপনি কা'বাঘরকে সেইভাবে পুনর্নির্মাণ করুন, মক্কার লোকেরা মুসলিম হতে শুরু করার সময় কা'বাঘর যে অবস্থায় ছিল। কা'বাঘরের পাথরটিও ওই অবস্থায় রেখে দিন, রাসুলের(ﷺ) নবুয়তের সময় ওটা যে অবস্থায় ছিল এবং লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল।' আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) বলেন, "আপনাদের কারও ঘর যদি আগুনে পুড়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই সে তা পুনর্নির্মাণ না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবেননা। তাহলে মহাসম্মানিত প্রভুর ঘর সম্পর্কে এরূপ মত পেশ করেন কেন? আচ্ছা তিন দিন পর্যন্তআমি ইস্তিখারাকরব, তার পরে যা বুঝব তা-ই করব।" তিন দিন পরে তাঁর মত এই হলো যে, অবশিষ্ট দেয়ালও ভেঙে দেওয়া হবে এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে। সুতরাং তিনি এই নির্দেশ দিয়ে দেন।'[১৮৮]

এই হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরের(রা.) কর্তৃক কা'বা ভাঙা ও পুনর্নির্মাণের প্রকৃত ইতিহাস। এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ ও রাসুল(ﷺ) এর আনুগত্য। এর

১৮৮.. তাফসির ইবন কাসির, ১ম খণ্ড (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী) সূরা বাকারাহর ১২৬-১২৮ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৩৭৯-৩৮০

Scanned by CamScanner

সাথে মোটেও মক্কা থেকে পেট্রাতে কা'বা স্থানান্তরের কোনো ব্যাপার ছিলনা (নাউযুবিল্লাহ)।

উমার(রা.) কি আসলেই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পোড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

এই জিনিসটি মূলত ডকুমেন্টারির মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু নিজ মিথ্যা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ড্যান গিবসন এটিকে টেনে এনেছে। তার মতে, 'অতি উৎসাহী মুসলিমরা' প্রাচীনকাল থেকেই কুরআন বাদে আর সব বইপত্র, পাণ্ডুলিপি, লাইব্রেরি এইসব পুড়িয়ে ফেলত। যার ফলেইসলামের প্রাথমিক যুগের সব তথ্য-প্রমাণ ধ্বংস হয়ে যায়। এই মিথ্যা কথা প্রমাণ করার জন্য সে উমার(রা.) কর্তৃক মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পোড়ানোর নির্দেশ দানের এক বানোয়াট কাহিনি উল্লেখ করেছে। এই মিথ্যা খণ্ডন করে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা যায়, কিন্তু লেখার কলেবর বেড়ে যাবে বিধায় তা পরিহার করলাম। এখানে এ বিষয়ে ড. আলি আস সাল্লাবীর বক্তব্য উল্লেখ করছি, যা এই মিথ্যাচার খণ্ডনে যথেষ্ট হবে ইন শা আল্লাহ।

ড. আলি আস সাল্লাবীর মতে, "...এই বর্ণনাগুলো আমর ইবনুল আস (রা.) ও মিসর জয়ের অনেক দূরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। এই ঘটনার কোনো সনদ নেই। যারা মুসলিমদের মিসর জয়ের ইতিহাস লিখেছেন, তাদের কেউই এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেননি। এর বহুকাল পরে ওই কাহিনি লেখা হয়েছে। এই ঘটনাটি ওয়াকিদী, তাবারী, ইবনুল আসির, ইবন খালদুন, ইবন আবদুল হাকিম, ইয়াকুত আলহামাওয়ি এদের কেউই আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেননি। এই ঘটনাটি ক্রুসেডের সময়ে লিখিত হয়েছে। কাজেই এটি জাল হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সে সময়কাল [সাহাবীদের মিসর জয়] পর্যন্ত ওই তথাকথিত লাইব্রেরিটি আসলেই টিকে থাকত, তাহলে তো বাইজানটাইনদের আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগের সময়ে বইগুলো সাথে নিয়ে যাবার কথা ছিল। তা ছাড়া আমর ইবনুল আস (রা.) খুব সহজেই বইগুলো সাগরে ফেলে দিতে পারতেন। এতে সময় লাগত খুব কম। অথচ এগুলো স্নানাগারের জ্বালানি হিসাবে পোড়াতে ৬ মাস সময় লেগেছে। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, উমার (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.) এই বানোয়াট কাহিনির অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্দোষ।..."[১৮৯]

---

১৮৯. Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times by Dr. Muhammad Ali al-Sallabi, volume 2, page 339 – 341

Scanned by CamScanner

কুরআন থেকে কি বাক্কার নাম মুছে দেওয়া হয়েছিল?

ডকুমেন্টারির শেষ দিকে এসে ড্যান গিবসন আব্বাসী যুগের লেখকদের দ্বারা কুরআন বিকৃতির অভিযোগ এনেছে, নাউযুবিল্লাহ। সে দাবি করেছে যে, পবিত্র নগরীর আসল নাম বাক্কা এবং আব্বাসী খিলাফতকালে আলকুরআন থেকে 'বাক্কার' নাম মুছে দেওয়া হয়েছে এবং 'বাক্কা'কে 'মক্কা' করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র অজমূর্খ বাদে কেউই এমন উদ্ভট অভিযোগ তুলতে পারে না। ইসলামের একদম প্রাথমিক যুগ থেকেই আল কুরআন মূলত একটি মুখস্থ বই। মুখস্থের দ্বারা এটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর একটা বিশাল অংশ ছিলেন হাফেজ, তাঁদের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল। সাহাবীদের (রা.) যুগ থেকেই এই সংস্কৃতি চলে আসছে, আজও পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কুরআনের হাফেজ আছেন। কোনোকালে যদি কেউ কুরআনের ২-১টি শব্দ বদলে দেয়, তাহলে সহজেই কুরআনের হাফেজরা তা ধরে ফেলবেন। কখনোই লিখিত কপিতে একটি-দুটি শব্দ পরিবর্তন করে আল কুরআন বিকৃত করা সম্ভব না। হোক তা আব্বাসী খিলাফতকালে, হোক তা একবিংশ শতাব্দীতে। বাক্কা হচ্ছে মক্কারই প্রাচীন নাম। আল কুরআনে সূরা আলি ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে 'বাক্কা' শব্দটি আছে। আব্বাসীরা যদি আল কুরআন থেকে 'বাক্কা' শব্দটি মুছেই দিতে চাইত (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে সূরা আলি ইমরানের ৯৬ নং আয়াত থেকে কেন শব্দটি মুছে দিলো না? এমন ইচ্ছা আদৌ থেকে থাকলে তো তারা এই আয়াত থেকেও শব্দটি মুছে দিত। আল কুরআনের আয়াত থেকেই ড্যান গিবসনের এ হঠকারী দাবি খণ্ডন হয়ে যাচ্ছে।

মক্কা ও কা'বা-সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) যদি আসলেই পেট্রা থেকে মক্কায় নতুন করে কা'বা বানাতেন (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে ঐ স্থানে ১ জন লোকেরও হজ করতে আসবার কথা নয়। এটা তো গেল বাস্তবতার ভিত্তিতে তাত্ত্বিক কথা। এবার তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ড্যান গিবসনের অজ্ঞতা ও মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করছি। তারদাবি: সে নাকি সশরীরে ওই স্থানে গিয়ে দেখেছে যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ সে কী করে সশরীরে মক্কায় গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজেছে? সে তো একজন অমুসলিম। আর মক্কায় তো

Scanned by CamScanner

কখনো কোন অমুসলিম প্রবেশ করতে পারে না।[১৯০] কাজেই তার এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খোঁজার কথাটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।

আর সে যদি আসলেই কোন বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকত, তাহলে সে অবশ্যই এটা জানতো যে, সৌদি আরবে মক্কার সাথে সম্পর্কিত অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সৌদি আরবে প্রাপ্ত ৬০টি ইসলামী শিলালিপির একটির বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি। এটি সব থেকে প্রাচীন শিলালিপির একটি। এটি 'ক্ব'আল মুতাদিল' (Qa'a al Muatadil) নামক স্থানে পাওয়া গেছে। এর সময়কাল হচ্ছে ২৪ হিজরী বা ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। যেখানে উমার(রা.) এর মৃত্যুর সময়কাল লিখিত ছিল।

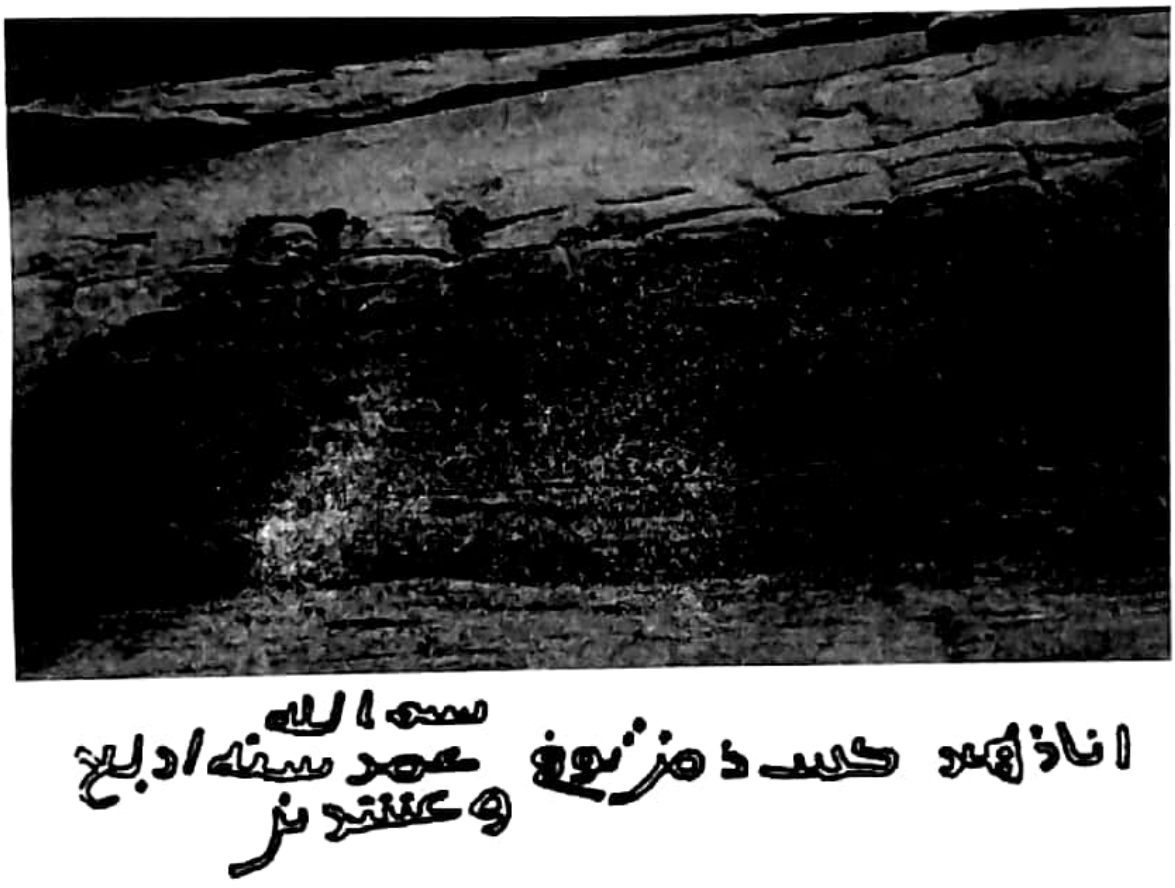

সৌদি আরবে প্রাপ্ত ২৪ হিজরি (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) সময়কালের শিলালিপি এবং এ থেকে উদ্ধারকৃত লেখার একাংশ।[১৯১]

লিপিটিতে যা লেখা ছিল তার একাংশ:

---

১৯০ " Why non-Muslims cannot visit Makkah _ Arab News"

http://www.arabnews.com/node/211566

১৯১. "Salaf - Islam, Quran and the Sunnah - Sayings of the Salaf"
https://www.sayingsofthesalaf.net/page/29/

Scanned by CamScanner

بسم الله

انا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة اربع وعشرين

অর্থ : আল্লাহর নামে।

আমি যুহাইর [এটি] লিখছি সেই সময়ে [যখন] উমার (রা.) মারা গেলেন ২৪তম বর্ষে।

লিপির বাকি অংশে লেখক যুহাইরের বংশ-পরিচয়ও উল্লেখ করা ছিল। তিনি আরবের বনী সালামাহ গোত্রের।

আমরা দেখতে পেলাম,সৌদি আরবে ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ সময় কালের প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা পাওয়া গেছে। এটি ৬৮৩ থেকে ৬৯২ সাল পর্যন্ত চলা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ও আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর(রা.) এর যুদ্ধের বহুকাল আগে লেখা। বিশেষজ্ঞদের মতে এই লিপিগুলো লিখিত হয়েছিল সে সময়কার হজ যাত্রীদের দ্বারা। অর্থাৎ হজ সে সময় মোটেই পেট্রায় হতো না, বরং বর্তমান সৌদি আরবের মক্কায় হতো। এটি খুবই বিখ্যাত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা যার আবিষ্কারের স্থানটি ইউনেস্কো(UNESCO) কর্তৃক World Heritage site হিসাবেস্বীকৃত।[১৯২] এই শিলালিপির কথা ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটেও খুব গুরুত্বের সাথে লেখা আছে।[১৯৩] ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নমিনেশন ফর্মটিও পাওয়া যাবে, যাতে এটির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ আছে।[১৯৪]

---

১৯২. "The coming of Islam (Part 4 of Ancient Arabia re-interpreted series) _ Arab News" (Geoffrey King)
http://www.arabnews.com/node/361836

১৯৩. "UNESCO - Twenty-three new inscriptions on Memory of the World Register of Documentary Collections"
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14264&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html অথবা শর্ট লিঙ্ক :https://goo.gl/sMpmQD

১৯৪. "Earliest Islamic Kufic inscription Nomination Form"
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/অথবা শর্ট লিঙ্ক :https://goo.gl/RB9QCX

Scanned by CamScanner

এটি ছাড়াও সৌদি আরবে আরোও অনেক প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।[১৯৫]

এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটি ড্যান গিবসনের সম্পূর্ণ তত্ত্বটিকেই বাতিল প্রমাণকরে।

গুগলে 'zuhayr inscription'কিংবা'umarinscription'লিখে সার্চ দিলেই এই বিখ্যাত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটির ব্যাপারে অজস্র আর্টিকেল চলে আসবে। ড্যান গিবসন এমনই একজন 'বিশেষজ্ঞ'(!), যে কিনা ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত এবং এত বিখ্যাত এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটির ব্যাপারেও জানেনা। এবং নিজ অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে কাড়িকাড়ি টাকা খরচ করে মুসলিমদের কিবলার স্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বইলেখে,ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে, অনেকগুলো ভাষায় সেগুলো অনুবাদ করে আর স্পন্সরকরে প্রচারকরে। সে নিজে তো বিভ্রান্ত হয়েছেই, বহু সরলপ্রাণ মুসলিমকেও বিভ্রান্ত হবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এত সব আয়োজন, প্রচার, অর্থ ব্যয়—এগুলোর মূলে কি শুধুই অজ্ঞতা, নাকি অন্যকিছু? আল্লাহতা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার অজ্ঞতাও হীনচক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন।

"আহলে কিতাবের [ইহুদি ও খ্রিষ্টান] অনেকেই তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশত কামনা করে,যদি তারা তোমাদের ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত!

সুতরাং তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৯৬]

"আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষীহও এবং রাসুল সাক্ষীহন তোমাদের ওপর। আর যে কিবলার ওপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনেনিই যে, কেরাসুলকে অনুসরণ করে এবং কে তাঁর পেছনে ফিরে যায়। যদিওতা অতিকঠিন(অন্যদের কাছে)—তাদের ছাড়া যাদের আল্লাহ

---

১৯৫. "The Inscription of Zuhayr, the oldest Islamic Inscription (AH 24_AD 644) _ Robert Hoyland - Academia.edu"
http://www.academia.edu/3576977/The_Inscription_of_Zuhayr_the_oldest_Islamic_Inscription_AH_24_AD_644_ অথবাশর্ট লিঙ্ক :https://goo.gl/5WJ7JU

১৯৬ .আল কুরআনঃ আলি ইমরান , : ১০৯

Scanned by CamScanner

হিদায়াত করেছেন। এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরমদয়ালু।

আকাশের দিকে বারবার তোমার [মুহাম্মাদ(ﷺ)] মুখ ফেরানো আমি অবশ্যই দেখছি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফেরাব,যা তুমি পছন্দ করো। সুতরাং তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো, এর দিকেই তোমাদের চেহারা ফেরাও। আর নিশ্চয়ই যারা কিতাব প্রাপ্ত [আহলে কিতাব] হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে, তা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা যা করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ গাফিল নন।

আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সব নিদর্শন নিয়ে আসো, তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবেনা;আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণ কারীনও এবং আর তাদের কোনো দলও অন্যদলের কিবলাকে স্বীকার করেনি। আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো, তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয়ই তুমি তখন যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যাদের আমি কিতাব দিয়েছি [আহলে কিতাব], তারা তাঁকে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] চেনে, যেমন চেনে তাদের সন্তানদের। আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে।

সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোয়োনা।"[১৯৭]

*" আর তিনিই **মক্কা উপত্যকায়** তোমাদের তাদের ওপর বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। আর তোমরা যাআমল করো, আল্লাহ হলেন তার সম্যক দ্রষ্টা।'* [১৯৮]

---

১৯৭. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১৪৩-১৪৭

১৯৮. আল কুরআন, ফাতহ ৪৮ : ২৪

Scanned by CamScanner

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর জন্ম নিয়ে ইসলামবিরোধীদের মিথ্যাচারের জবাব

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ(ﷺ)কে নিয়ে ইসলামবিরোধীদের অপপ্রচারের কোনো শেষ নেই। তাঁর প্রচারিত সত্য ধর্মের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনাচক্র বেছে নিয়েছেকুৎসিত মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের হীন পন্থা। এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে খুবই বাজে এবং নোংরা একটি অভিযোগ। আর তা হচ্ছে—প্রিয় নবী(ﷺ) এর জন্ম নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন [নাউযুবিল্লাহ]। আমি লক্ষ করেছি যে, বিদেশি খ্রিষ্টান প্রচারক এবং এদেশীয় অনেকগুলো নাস্তিক্যবাদী ব্লগ এ নিয়ে জঘন্যসব লেখা লিখে যাচ্ছে। এই অভিযোগ এতই অশ্লীল যে, এটা নিয়ে লিখতে হাত চলছে না। কিন্তু অপপ্রচারকারীদের মিথ্যাচারের অপনোদনের জন্য লিখতে হচ্ছে। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

বিভিন্ন সিরাতগ্রন্থে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ [রাসুল(ﷺ) এর বাবা] যেদিন আমিনাকে বিয়ে করেন, সেই একই দিন তার বাবা আব্দুল মুত্তালিব [রাসুল(ﷺ) এর দাদা] হালা নামক এক নারীকে বিয়ে করেন। আমিনার গর্ভে রাসুল(ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন এবং হালার গর্ভে হামজা(রা.) জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্নবর্ণনায়পাওয়াযায়যে, হামজা(রা.)রাসুল(ﷺ) এর চেয়ে ২ বা ৪ বছরের বড়।রাসুল(ﷺ) এর জন্মের আগেই আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

ওই পাপিষ্ঠদের অভিযোগ হচ্ছে:আব্দুল্লাহ ও আব্দুল মুত্তালিব একসাথে বিয়ে হওয়ার কারণে হালা এবং আমিনা একই সময়ে গর্ভধারণ করার কথা অথবা যেকোনো একজন পরে। তাহলে হামজা(রা.) ও মুহাম্মাদ(ﷺ) এর বয়স প্রায় সমান হবে। যদি আব্দুল্লাহ ও তার বাবা আব্দুল মুত্তালিব একই দিনে বিয়ে করে থাকেন এবং আব্দুল্লাহ বিয়ের কয়েক মাস পরে মারা যান তবে কীভাবে হামজা(রা.) মুহাম্মাদের(ﷺ) চাইতে চার বছরের বড় হন? তাদের কথা অনুযায়ী এর মানে দাঁড়াবে আব্দুল্লাহ মারা যাওয়ার চার বছর পরে আমিনা গর্ভধারণ করেন এবং মুহাম্মাদ(ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন...এই কথা বলে তারা "রাসুল(ﷺ) এর পিতা কে" এই বলে প্রশ্ন তুলেছে [নাউযুবিল্লাহ]। কিছু বিবরণে দেখা যায় বলা হচ্ছে, রাসুল(ﷺ) আব্দুল মুত্তালিবের 'পুত্র'। তিনি শিশু মুহাম্মাদ(ﷺ)কে অনেক স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। কাজেই এ থেকে বোঝা যায় আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পরে আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে রাসুল(ﷺ) এর জন্ম হয়েছে।

Scanned by CamScanner

[নাউযুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, এ কথা লিখতে হাত সায় দিচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এই নোংরা মিথ্যা অপবাদকারীদের হয় হেদায়েত দিন, না হয় নিপাত করুন।]

এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য আমরা নির্ভরযোগ্য সনদের বিবরণ ব্যবহার করব।আব্দুল্লাহ ও আব্দুল মুত্তালিবের একই দিনে বিবাহ করার ঘটনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১৯৯] কিন্তু দুই জোড়া মানব-মানবী একই দিনে বিয়ে করলেই যে তাদের একই সময়ে সন্তান হবে এমন কোনো কথা নেই। অভিযোগকারীরা তাদের স্থূল বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করেছে যে, একই দিনে বিয়ে করলেই বুঝি একই সময়ে সন্তান হয়। এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, দুই জোড়া মানব-মানবী একই দিনে বিয়ে করলেন, ১টি দম্পতি বিয়ের ১ বছরের মাথায় সন্তান লাভ করল এবং অন্য দম্পতি বিয়ের ৩ বা ৫ বছরের মাথায় সন্তান লাভ করল। কাজেই এই দুই দম্পতির ১ম সন্তানদের বয়সের ব্যবধান ২ বা ৪ বছর হতেই পারে।অভিযোগকারীরা দাবি করেছে যে,বিয়ের কয়েক মাস পরেই আব্দুল্লাহ মারা যান। কিন্তু আব্দুল্লাহ কত সালে বিবাহ করেন সে ব্যাপারে কোনো সুনিশ্চিত বিবরণ নেই। মৃত্যুকালে আব্দুল্লাহর বয়স ৩০, ২৫, ২৮, ১৮ ছিল বলে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।[২০০] কাজেই বিবাহের কত দিন পরে তিনি মারা গিয়েছিলেন তা কীভাবে অভিযোগকারীরা নিশ্চিত হয়ে বলে? তাদের এই নোংরা অভিযোগ একটি সহীহ বিবরণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন হয়ে যায়।

"কায়স ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী(ﷺ) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই আব্দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন।"[২০১]

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ মারা যাবার ৩-৪ বছর পর আমিনার গর্ভধারণের যে অশালীন গল্প ইসলামবিরোধীরা ফেঁদেছিল, তা যে নিদারুণ মিথ্যা তা এই বর্ণনায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ইবন সা'দের বর্ণনা ব্যবহার করে এরা নবী(ﷺ) এর জন্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, অথচ সেই ইবন সা'দ কী বর্ণনা করেছেন?

ইবন সা'দ মুহাম্মাদ কালবীর পিতার সূত্রে বলেন, *তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর মায়ের বংশধারার ৫০০ মহিলার তালিকা সংকলন করেছি।*

---

১৯৯. তাবাকাতুল কুবরা-ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮

২০০. যারকানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯

২০১ মুসতাদরাক হাকিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৫। ইমাম হাকিম(র.) বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনাটি সহীহ; ইমাম যাহাবী(র.)ও তা সমর্থন করেছেন।

Scanned by CamScanner

তাঁদের কোনো একজনকে না ব্যভিচারী পেয়েছি, না জাহিলিয়াতের কোনো অনাচারে সম্পৃক্ত পেয়েছি।[২০২]

আরও বিবরণ রয়েছে, *আদম(আ.) থেকে মহানবী(ﷺ) এর পিতামাতা পর্যন্ত বংশপরম্পরায় পিতামহ প্রপিতামহ কিংবা মাতামহী পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রত্যেকেই সৎ ও সাধ্বী তথা নেককার এবং পবিত্র ছিলেন, ব্যভিচারের দ্বারা কেউ কখনোই কলঙ্কিত হননি।*[২০৩]

এবার আসছি নবী(ﷺ) এর 'আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র' হওয়া শীর্ষক বর্ণনা প্রসঙ্গে।

আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় নাতি মুহাম্মাদ(ﷺ)কে অসম্ভব স্নেহ করতেন বলে সিরাতগ্রন্থগুলোতে বিবরণ রয়েছে। এমন কোনো দাদা আছে, যে তার নাতিকে স্নেহ করে না বা ভালোবাসে না? নাতির প্রতি দাদার ভালোবাসার বিবরণ থেকে যারা অন্য অর্থ বের করতে চায়, তারা যে কতটা বিকৃত রুচিসম্পন্ন লোক তা সহজেই বোঝা যায়। তারা তাদের বিকৃত দাবি প্রমাণের জন্য অন্য কিছু হাদিসও দেখানোর চেষ্টা করে।

আনাস ইবনু মালিক (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসুল(ﷺ) এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদে (প্রাঙ্গনে) সে তার উটটি বেঁধে রাখল তারপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে রাসুল(ﷺ) কে?' রাসুল(ﷺ) তখন তার সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি।'

তারপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, ***"হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র!"***

রাসুল(ﷺ) তাকে বললেন, আমি তোমার জবাব দিচ্ছি...[২০৪]

---

২০২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-ইমাম ইবন কাসির(র.), ২য় খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৪৭৬

২০৩. এটি একটি হাদিসের সারসংক্ষেপ, যেটি ইমাম তিরমিযী(র.) আলী(রা.)থেকে মারফুসূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিজ হায়সামী বলেন : ১ জন ছাড়া হাদিসটির সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইমাম হাকিম(র.) তাঁকেও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। -যারকানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭
সিরাতুল মুস্তফা(সা) – ইদরিস কান্ধলভী(র.); ১ম খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ২৫

২০৪. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬২

Scanned by CamScanner

বারা'(রা.)হতে বর্ণিত। ... নবী(ﷺ) তখন তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি নামেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন

*অতঃপর তিনি বলেন, "আমি নবী, এ কথা মিথ্যা নয়। **আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।**"*

অতঃপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।'[২০৫]

এই অভিযোগ খণ্ডন করার আগে বলব: নিতান্ত গণ্ডমূর্খ না হলে কেউ এই বর্ণনাগুলো থেকে এমন অভিযোগ তুলতে পারে না।

কেন?

কারণ, কেউ যদি অবৈধ সন্তান হয়ে থাকে, তাহলে কি কেউ জনসমক্ষে সেটা বলে বেড়ায়?

উত্তর হচ্ছে : না।

এই বিবরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রিয় নবী(ﷺ) জনসমক্ষে, সাহাবায়ে কিরামগণের (রা.) সামনে নিজেকে "আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র" বলছেন, কেউ এ নামে ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন। আর এই বিবরণগুলো দেখিয়ে মূর্খের দল দাবি করেছে যে, তিনি নিজেকে নিজ মায়ের স্বামী বাদে অন্য কারোও সন্তান বলছেন! (নাউযুবিল্লাহ)

প্রকৃতপক্ষে, এই অভিযোগ উত্থাপনকারীদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই। তাই যদি থাকত, তাহলে তারা এটুকু বুঝতো যে, আরবিসহ যেকোনো ভাষাতেই 'পুত্র' বলতে শুধু ঔরসজাত পুত্রকেই বোঝায় না; বরং **বংশধরকেও** বোঝায়।কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে বা তার বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট করবার জন্য কাউকে সেই ব্যক্তির 'সন্তান' বা 'পুত্র' বলা হয়। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এটা একটা সাধারণ রীতি। যেমন: মানবজাতির আদিপিতা হচ্ছেন আদম(আ.)। আদম(আ.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য যেকোনো মানুষকেই বলা হয় 'আদম সন্তান'। কুরাঈশদের মাঝে আব্দুল মুত্তালিবের ব্যাপক সম্মান ও মর্যাদা ছিল। কাজেই তার সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য তার বংশধরদের 'আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র' বলা হতো। বাইবেলেও এই ভাষারীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার কিছু উদাহরণ একটু পরেই দেখানো হবে।

---

২০৫. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ২৯৩০

Scanned by CamScanner

এমন অনেক হাদিস রয়েছে যাতে নবী(ﷺ) নিজেকে ইব্রাহিম(আ.) এর 'পুত্র' বলছেন। যেমন :

আবদুল্লাহ(রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্যই নবীদের থেকে একজন অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হলেন ***আমার পিতা এবং আমার প্রভুর খলিল(বন্ধু) ইব্রাহিম(আ.)।...*** "[২০৬]

আনাস ইবনু মালিক (রা.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন, "রাত্রে আমার একটি সন্তান জন্মলাভ করে, আমি তার নাম ***আমার পিতা ইব্রাহিম(আ.)এর নামে রাখি।*** *..."* [২০৭]

"আমি ***আমার পিতা ইব্রাহিম(আ.)এর*** *দোয়া [এর ফল] ও ঈসার সুসংবাদ।"* [২০৮]

পূর্ববর্তী যে নবীগণ মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পূর্বপুরুষ, মিরাজের রাতে তাঁরা তাঁকে 'পুত্র' বলে ডেকেছেন।

আমি [মুহাম্মাদ(ﷺ)] জিব্রাঈল (আ.) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, এ কে? উত্তরে বলা হলো, জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা, তাঁর আগমন কতই-না উত্তম! অতঃপর আমি ***আদম(আ.) এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, "পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি মারহাবা।"*** *... অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হলো, এ কে? বলা হলো, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বলা হলো, মুহাম্মাদ(ﷺ)। বলা হলো, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা। তাঁর আগমন কতই-না উত্তম!* ***অতঃপর আমি ইব্রাহিম(আ.)এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! তোমাকে মারহাবা।...*** "[২০৯]

---

২০৬. সুনান তিরমিযী, হাদিস নং : ২৯৯৫ (সহীহ)
২০৭. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৮১৮
২০৮ মু. সনাদ আহমাদ;সহীহ ইবনু হিব্বান;সিলসিলা সহীহাহ,হাদিস নং : ১৫৪৫
২০৯. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬৪

Scanned by CamScanner

নবী(ﷺ) সাহাবীদের 'ইসমাঈলের সন্তান' বলে ডেকেছেন, ইসমাঈল(আ.)কে তাঁদের 'পিতা' বলেছেন। কেননা, ইসমাঈল(আ.) ছিলেন কুরাঈশ আরবদের পূর্বপুরুষ।

সালামাহ ইবন আকওয়া(রা.)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী(ﷺ) তির নিক্ষেপেরত একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, ***"হে ইসমাঈলের সন্তানেরা!তোমরা তির নিক্ষেপ করো। কারণ, তোমাদের পিতা (ইসমাঈল) তিরন্দাজ ছিলেন।"*** [২১০]

মূর্খ ইসলামবিদ্বেষীরা কি এবার এই বর্ণনা থেকে দাবি করতে শুরু করবে যে,৭ম শতকে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর যুগের কুরাঈশ বংশের সবাই ইসমাঈল(আ.) এর ঔরসজাত সন্তান??

যে সকল খ্রিষ্টান মিশনারি অভিযোগ তোলেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলব, আমরা সবাই জানি যে যিশু [ঈসা(আ.)], দাউদ(আ.) ও ইব্রাহিম(আ.) এঁদের পরস্পরের মাঝে শত শত বছরের ব্যবধান। বাইবেলে তো যিশুকে দাউদের পুত্র[২১১] বলা হয়েছে, দাউদ(আ.)কে আব্রাহাম{ইব্রাহিম(আ.)} এর পুত্র[২১২] বলা হয়েছে। এর মানে কি এই যে, যিশু দাউদ(আ.) এর ঔরসজাত পুত্র? বা দাউদ(আ.) ইব্রাহিম(আ.) এর ঔরসজাত পুত্র? নাকি বাইবেলের এ কথার দ্বারা আপনারা বোঝেন যে, তারা একে অন্যের বংশধর? তা-ই যদি বুঝে থাকেন, তাহলে হাদিসের বক্তব্যকে কেন বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নামে মিথ্যা অপবাদ দেন? কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড? মিথ্যাচার ছাড়া কি আপনাদের ধর্মেরপ্রচার হয় না?

আমি আরও একটি অভিযোগ দেখেছি যে, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*তে কিন্দাহ গোত্রের কিছু লোক নিজেদের বংশের সাথে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ)কে সংশ্লিষ্ট করেছে এমন বিবরণ আংশিকভাবে উল্লেখ করে এ থেকে তাঁর জন্ম নিয়ে এক অশালীন অভিযোগ এনেছে। আমি *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* থেকে পূর্ণ বিবরণটি উল্লেখ করে দিচ্ছি। এতে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, অভিযোগটি কতটা মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ।

বায়হাকী... আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম(ﷺ)এর নিকট সংবাদ এল যে, ***কিন্দাহ গোত্রের কতিপয় লোক মনে করে***

---

২১০. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ২৮৯৯, ৩৩৭৩, ৩৫০৭

২১১. বাইবেল, মথি(Matthew)১:১, লুক(Luke)১৮:৩৮

২১২. বাইবেল, মথি(Matthew)১:১

Scanned by CamScanner

যে, তারা আর নবী করীম(ﷺ) একই বংশোদ্ভূত। এ সংবাদ শুনে নবী করীম(ﷺ) বললেন, "আব্বাস এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারবও এরূপ বলত এবং নিরাপত্তা লাভ করত। আর আমরা নিজেদের বংশধারা অস্বীকার করি না। আমরা নাযার ইবন কিনানা এর বংশধর।" এ বর্ণনার সনদে সন্দেহ আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম(ﷺ)খুতবা দান করেন। তাতে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুওয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন নিযার।..[২১৩].

প্রথমত, ইমাম ইবন কাসির(র.) উল্লেখ করেছেন যে, এই বর্ণনাটির সনদে সন্দেহ আছে অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কিন্দাহ গোত্রের মানুষগুলো ধারণা করছিল যে, তারাও রাসুল(ﷺ) একই বংশ থেকে উদ্ভূত। কোনো খারাপ কিছুর দাবি তারা করেনি। একই বংশ থেকে উদ্ভূত হওয়া আর অবৈধ সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হওয়া মোটেও এক কথা নয়। সাধারণ কথা থেকে যারা অসাধারণ অশ্লীল অভিযোগ আনে, তাদের মানসিকতার নোংরামিই শুধু এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। এ বর্ণনায় এটাও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে,রাসুল(ﷺ) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর নাম উল্লেখ করেছেন। এই জঘন্য অপবাদ দিয়ে অভিযোগকারীরা বলতে চেয়েছে যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) বিশুদ্ধভাবে ইব্রাহিম(আ.) এর বংশ থেকে জাত নয়। তাদের এই অপচেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজ অজ্ঞতা থেকে এটাও বলতে চেয়েছে যে, ইসলাম বলে:

ইব্রাহিমের(আ.) বংশের বাইরের কেউ নবী হতে পারবে না। অথচ এটাও একটা ভিত্তিহীন কথা। আল কুরআনে বারংবার বলা হয়েছে যে,পৃথিবীর সব জাতির নিকট নবী-রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে।

কিছু বিবরণ থেকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে আব্দুল মুত্তালিবকে জড়িয়ে রাসুল(ﷺ) এর পিতৃপরিচয় নিয়ে অসভ্য মিথ্যাচার করেছে ইসলামবিরোধীরা। হাদিস ও সিরাহ-শাস্ত্রে সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় যে, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) নিজে তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি খোদ তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তা শুধু স্বীকারই করেনি; বরং দাবিও করেছে।

---

২১৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-ইমাম ইবন কাসির(র.), ২য় খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৪৭৫

Scanned by CamScanner

"...অতঃপর নবী করীম(ﷺ)এর নির্দেশে আলী(রা.) লিখলেন, "এগুলো হচ্ছে সেসব কথা যার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসুল(ﷺ) সন্ধি করলেন।"

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে সুহাইল বলল, "আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসুল তাহলে আপনাকে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না। ***কাজেই, আপনি লিখুন, "মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ।" [আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ(ﷺ)]***

নবী করীম (ﷺ) বললেন, "তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও [এটা এক মহাসত্য যে]আমি আল্লাহর রাসুল(ﷺ)"।অতঃপর 'রাসুলুল্লাহ' কথাটি মুছে ফেলে তার পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ' লেখার জন্য তিনি আলী(রা.)কে নির্দেশ দিলেন। কিন্তুআলী(রা.)'রাসূলুল্লাহ'কথাটি মুছে ফেলার ব্যাপারটিকে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিলেন না।আলী(রা.) এর মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে নবী করীম(ﷺ)স্বীয় মুবারক হাত দ্বারাই কথাটি মুছে ফেললেন। তারপর পুরো চুক্তিটি(হুদায়বিয়া) লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেল।..."[২১৪]

আমরা দেখলাম হুদায়বিয়া চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিলে বিরুদ্ধপক্ষ রাসুল(ﷺ)কে তাঁর পিতার নাম হিসাবে আব্দুল্লাহর নাম লিখতে বলছে। এটি একটি সহীহ বর্ণনা। তারা যদি তাঁর পিতৃপরিচয় নিয়ে সন্দিহানই থাকত (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে কি এটা বলত?

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে ডাক পড়েছিল রাসুল(ﷺ) এর সে সময়কার শ্রেষ্ঠ শত্রু আবু সুফিয়ানের। সে সাক্ষাতের উল্লেখযোগ্য বিবরণ:

আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর তিনি[হিরাক্লিয়াস]আমাকে ডেকে তার সামনে বসালেন এবং আমার সাথিদের পেছনে বসালেন। অতঃপর তিনি আমার সাথিদের বললেন, ***"আমি একে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব। মিথ্যা বললে, তোমরা ধরে দেবে"।*** *আবু সুফিয়ান বলেন,* ***"যদি আমাকে মিথ্যুক বলার ভয় না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদ(ﷺ)সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।"***

...তোমাদের মধ্যে নবী দাবিকারী ব্যক্তির বংশ কেমন?

উত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, ***"তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়"।***

---

২১৪. সহীহ মুসলিম;আর রাহিকুল মাখতুম-শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র.) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃষ্ঠা ৩৯৩

Scanned by CamScanner

হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, "এভাবেই নবী-রাসুলগণ তার সম্প্রদায়ের সেরা বংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন।"[২১৫]

এটিও একটি সহীহ বিবরণ। নবী(ﷺ) এর পির্তৃপরিচয় নিয়ে যদি আসলেই কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকত, তাহলে সে সময়ে নবী(ﷺ) এর সেরা শত্রু আবু সুফিয়ানের জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল পরাক্রান্ত রোম সম্রাটের সামনে সেটি তুলে ধরে ফায়দা হাসিল করা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা বলে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আবু সুফিয়ান সেখানে সত্য বলেছেন—নবী(ﷺ) উচ্চ বংশের মানুষ। হিরাক্লিয়াসও একে নবী-রাসুলের আলামতের একটি হিসাবে শনাক্ত করেছেন।

খ্রিষ্টান মিশনারিরা নবী করিম(ﷺ) এর নামে এমন জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণ অনুসন্ধান করে দেখলে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেড়িয়ে পড়ে। *বাইবেলের* নতুন নিয়মে(New Testament) যিশুখ্রিষ্টের বংশতালিকা দেওয়া আছে।ইহুদিরা সাধারণত বংশতালিকায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং তাদের বংশতালিকায় শুধু পিতার নামই থাকে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে, *বাইবেলে* মথিলিখিত সুসমাচারের(Gospel of Matthew) ১ম অধ্যায়ে যিশুর বংশতালিকায় ৪ জন নারীর উল্লেখ আছে। আরও অবাক ব্যাপার হচ্ছে, এ ৪ জন নারীর প্রত্যেকের জীবনেই বিবাহবহির্ভূতঅশালীন কাজের বিবরণ রয়েছে *বাইবেলে*! মথির সুসমাচারের ১ম অধ্যায়টি হচ্ছে যিশুর বংশতালিকার অধ্যায়। এই অধ্যায়ের৩ থেকে ৬ নং পদে ৪ জন নারীর উল্লেখ আছে—তামার, রাহাব, রুত ও বাথশেবা। *বাইবেল* বলছে, এই চারজন নারী যিশুর পূর্বপুরুষদের মা ছিলেন। বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী তামার পতিতা সেজে নিজ শ্বশুরের সাথে যৌনকাজ করেন এবং এর ফলে অবৈধ সন্তান জন্ম হয়।[২১৬] রাহাব ছিলেন একজন পতিতা, যিনি কানানের জেরিকো শহরে বাস করতেন।[২১৭] রুত বিয়ের পূর্বেই গোপনে বোয়াজের সঙ্গে একই বিছানায় রাত কাটান।[২১৮] রাজা দাউদ প্রতিবেশী উরিয়ার স্ত্রীর বাথশেবার সাথে যৌনকাজ করেন(নাউযুবিল্লাহ)এবং কৌশলে তার স্বামীকে হত্যা করেন(নাউযুবিল্লাহ)। সেই যৌনকাজের দ্বারা

---

২১৫. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৫৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৭৩; মিশকাত, হাদিস নং : ৫৮৬১

২১৬. বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis)৩৮:১২-২৯ দ্রষ্টব্য

২১৭. বাইবেল, যিহোশুয়(Joshua)২:১ দ্রষ্টব্য

২১৮. বাইবেল, রুত(Ruth)৩:১-১৪ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

বাথশেবা অন্তঃসত্ত্বা হন।রাজা দাউদ এরপর ওই মহিলাকে স্ত্রী বানিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।[২১৯]

(বিকৃত) *বাইবেল* অনুযায়ী এই ৪ জন মহিলা যিশুখ্রিষ্টের পূর্বপুরুষদের মা। *বাইবেলের* তথ্য অনুযায়ী এদের প্রথম ৩ জন দাউদ(আ.) এরও পূর্বপুরুষদের মা। বাইবেল অনুযায়ী এই হচ্ছে নবীদের বংশধারার অবস্থা। বাইবেলের তাওরাত অংশের আইন মতে যদি কোনো লোকের মাতাপিতা বৈধভাবে বিয়ে না করে থাকে, অর্থাৎ যে জেনা-ব্যভিচার করে, তবে সেই লোকটি ইস্রায়েলের লোকদের সাথে প্রভুর উপাসনালয়ে(বাইতুল মুকাদ্দাস) যোগ দিতে পারবে না এবং তার উত্তরপুরুষদের দশ পুরুষ পর্যন্ত কেউ উপাসনাকারীদের দলে যোগ দিতে পারবে না।[২২০] (বিকৃত) *বাইবেলের* বিবরণ অনুযায়ী দাউদ(আ.) ও যিশু [ঈসা(আ.)] উভয়ের ১০ম ঊর্ধ্বতন পুরুষের মধ্যে জেনা-ব্যভিচার রয়েছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ *বাইবেল* অনুযায়ী দাউদ(আ.) ও যিশু [ঈসা(আ.)] উভয়ের কেউই বাইতুল মুকাদ্দাসে উপাসনাকারীদের দলে যোগ দেবার যোগ্যতা রাখেন না। ফলে তারা ভণ্ড নবী সাব্যস্ত হন [নাউযুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ]।

দাউদ(আ.) ও ঈসা(আ.) আমাদের নবী। আমরা মুসলিমরা *বাইবেলে* আল্লাহর নবীদের শানে এইসব বেয়াদবি ও মিথ্যার নিন্দা জানাই। আল্লাহ বলেন:

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।"[২২১]

যাদের নিজ গ্রন্থে নবী-রাসুলদের বংশ নিয়ে এমন কথা আছে, তারা কোন মুখে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলে? নাকি তারা নিজ গ্রন্থের নোংরামি আড়াল করার জন্য মুসলিমদের দিকে মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের দেয়াল ঠেলে দিচ্ছে? Attack is the best defense—এই মূলনীতি অনুসরণ করছে?

নবী ঈসা মাসিহ(আ.)আল্লাহর কুদরতে পিতা ছাড়াই অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইহুদিদের অনেকেই এই ঘটনার জন্য ঈসা(আ.) এর পবিত্র মা

---

২১৯. বাইবেল, ২ শামুয়েল(2 Samuel) ১১:২-২৭ দ্রষ্টব্য

২২০. বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ(Deuteronomy)২৩:২ দ্রষ্টব্য

২২১. আল কুরআন, মায়িদাহ ৫ :৭৮

Scanned by CamScanner

মারিয়ম(আ.)কে এক রোমান সৈন্যের সঙ্গে জড়িয়ে খারাপ কথা বলেছে,[২২২] তারা মারিয়ম(আ.)কে ব্যভিচারিণী বলে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)।[২২৩] আল কুরআন তাদের এই জঘন্য কথার প্রতিবাদ করেছে এবং মরিয়ম(আ.) এর পবিত্রতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে।[২২৪] শুধু মহানবী(ﷺ) এর ওপর নাজিলকৃত আল কুরআনের জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলিম ঈসা(আ.)কে ভালোবাসে, তাঁর জন্ম নিয়ে অন্যদের মতো বাজে প্রশ্ন তোলে না, ঈসা(আ.) এর মায়ের পবিত্রতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। সেই মহানবী(ﷺ) কে নিয়ে আজ বিবেকহারা খ্রিষ্টান মিশনারিরা অশালীন মিথ্যাচার করছে। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিন।

আর নাস্তিক-মুক্তমনাদের ব্যাপারটি আরও স্ববিরোধী ও নোংরা। তারা নিজেরা সমকাম, উভকাম, অজাচার এই সমস্ত অশ্লীলতা ও বিকৃতির ধারক ও বাহক এবং তারা এগুলোকে 'অধিকার' বলে আন্দোলন পর্যন্ত করে। এইসব লোকেরা যখন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবের জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন বলতেই হয়: যার আপাদমস্তক মল-মূত্রে ঢেকে আছে, সে কোন মুখে অন্য কারও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মন্তব্য করে? সূর্যের দিকে থুতু দিলে ওই থুতু নিজের গায়েই পড়ে। সূর্যের তাতে কিছুই হয় না, সূর্য আপন মহিমায় উদ্ভাসিত থাকে।

"কিন্তু আমি [আল্লাহ] সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার ওপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের !তোমরা যা বলছ তার জন্য।"[২২৫]

---

২২২. "Like a Virgin_ The Secret and Controversial Account of Mary, Mother of Jesus _ Ancient Origins"
http://www.ancient-origins.net/history/virgin-secret-and-controversial-account-mary-mother-jesus-006537

২২৩. "What are the implications of the New Testament claim that Jesus was _born under law__ - Jews for Judaism"
https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/what-are-the-implications-of-the-new-testament-claim-that-jesus-was-qborn-under-lawq/অথবা শর্ট লিঙ্ক:https://goo.gl/nSmZRF

২২৪. আল কুরআন, আলি ইমরান ৩ : ৪৫-৪৭ এবং আল কুরআন, নিসা ৪ : ১৫৬ দ্রষ্টব্য

২২৫. আল কুরআন, আম্বিয়া ২১ : ১৮

Scanned by CamScanner

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর মৃত্যু নিয়ে ইসলামবিরোধীদের অপপ্রচার এবং এর জবাব

কখনো ভেবে দেখেছেন, মহান আল্লাহ কোনো ফেরেশতাকে নবী হিসেবে না পাঠিয়ে কেন মানুষদের পাঠিয়েছেন? উত্তরটা খুব সহজ। যাতে করে আমরা সহজেই তাঁদের অনুসরণ করতে পারি। নিজের জীবনটাকে তাঁদের মতো করে সাজাতে পারি। তাঁরা আমাদের মতোই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, বিয়ে করেছেন, সন্তানের পিতা হয়েছেন। তারপর, আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যুসংক্রান্ত বর্ণনাগুলো ব্যবহার করে ইসলামবিরোধীরা বিশেষ করে খ্রিষ্টান মিশনারিরা দাবি করে যে : মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যু দ্বারা নাকি প্রমাণ হয় যে, তিনি আল্লাহর নবী নন এবং তাঁর মৃত্যু আল্লাহর শাস্তির কারণে হয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ)। সুনির্দিষ্টভাবে তাদের অভিযোগগুলো হচ্ছে :

◘ *সহীহ বুখারী*সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এক ইহুদি মহিলার দেওয়া বিষের প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যু হয়েছিল। একজন নবীকে কী করে কোনো মানুষ হত্যা করতে পারে?

◘ কুরআনে বলা হয়েছে যে : যদি মুহাম্মাদ(ﷺ) আল্লাহর নামে নিজে থেকে কোনো কিছু রচনা করতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর aorta (ইংরেজি অনুবাদ অনুযায়ী) কেটে দেবেন। *বুখারীর* কিছু ইংরেজি অনুবাদ অনুযায়ী মৃত্যুকালে বিষের প্রতিক্রিয়ায় রাসুল(ﷺ) এর মনে হচ্ছিল যেন তাঁর aorta কর্তিত হচ্ছে। অতএব এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) নিজে থেকে আল্লাহর নামে কোনো কিছু উদ্ভাবন করে প্রচার করেছেন এবং পরিণামে তাঁকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন ও তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। (নাউযুবিল্লাহ, আসতাগসিরুল্লাহ)।

প্রথমে আমরা দেখে নিই কীভাবে আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজি মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যু হয়েছিল।

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها : "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : " يَا عَائِشَةُ! مَا

Scanned by CamScanner

أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ".

অর্থ : *ইউনুস(র.) যুহরী ও 'উরওয়াহ(র.) সূত্রে বলেন, আয়িশা(রা.) বলেছেন, নবী(ﷺ) যে রোগে ইন্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, "হে 'আয়িশা! আমি খাইবারে (বিষযুক্ত) খাবার খেয়েছিলাম আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন মনে হচ্ছে বিষক্রিয়ার ফলে আমার **শিরাগুলো** কেটে ফেলা হচ্ছে।*[২২৬]

নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যুর ব্যাপারে ইসলামবিরোধীদের অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এগুলোর আদৌ কোনো সত্যতা আছে কি না।

একজন নবীকে কী করে কোনো মানুষ হত্যা করতে পারে?

ইসলামবিরোধীরা বিভিন্ন হাদিস ও সিরাতগ্রন্থ থেকে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যুসংক্রান্ত বিবরণগুলো উল্লেখ করলে অনেক সময় মুসলিমরাও চমকে ওঠে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে বর্তমান যুগে মুসলিমদের একটা বড় অংশের ভেতর ইসলামের বেসিক জ্ঞানগুলোও নেই। ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) সম্পর্কে তাদের জ্ঞান একেবারে ভাসা ভাসা, যদিও ইসলামের প্রতি তাদের ভালোবাসার কোনো অভাব নেই। অধিকাংশ মুসলিমেরই সারা জীবনেও একবার **অর্থসহ** কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া নেই, সারা জীবনেও নবী(ﷺ) এর একটা সিরাত (জীবনী) গ্রন্থ পড়া নেই। তাদের জানা নেই যে, কীভাবে আমাদের নবী(ﷺ) এর মৃত্যু হয়েছিল। তাই যখন ইসলামবিরোধীরা হাদিসের বই থেকে দেখায়—বিষ প্রয়োগে নবী(ﷺ) এর মৃত্যু হয়েছিল, তখন অনেক সরলপ্রাণ মুসলিমই অজ্ঞতার কারণে বিব্রত হয়ে যান। চমকের সেই ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই তারা ইসলামবিরোধী এক্টিভিস্টদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে থাকে—কী করে আল্লাহর কোনো নবীকে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা যেতে পারে? আল্লাহর নবীকে কীভাবে কোনো মানুষ খুন করে? তিনি যদি সত্যিই আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ কেন তাঁকে রক্ষা করলেন না?

---

২২৬. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪২৮

আরো দেখুন : আর রাহিকুল মাখতুম, শফিউর রহমান মুবারকপুরী; পৃষ্ঠা ৫৩৪ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) অথবা পৃষ্ঠা ৪৮৯ (আল কোরআন একাডেমী লন্ডন)

Scanned by CamScanner

এখানে ইসলামবিরোধীরা "নবী কীভাবে হয়" এ ব্যাপারে নিজস্ব একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যেটা অনেক সরলপ্রাণ মুসলিম ধরতে পারেন না। "কী করে আল্লাহর কোনো নবীকে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা যেতে পারে?" এই প্রশ্ন দ্বারা ইসলামবিরোধীরা একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে যে, কোনো নবীই আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারে না। অথচ এটা এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড, যার সাথে কুরআন ও *বাইবেল* কোনো গ্রন্থই একমত না। রাসুল(ﷺ) এর মৃত্যুর ব্যাপারে অনলাইন ও অফলাইনে অপপ্রচার চালায় মূলত খ্রিষ্টান প্রচারকরা। অথচ খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ *বাইবেল* বলছে যে, অতীতেও অনেক নবীকে অবিশ্বাসীরা হত্যা করেছিল। নাস্তিকরা তো স্রষ্টাতেই বিশ্বাসী না। 'নবী-রাসুল' বলে কোনো কিছুও তাদের অভিধানে নেই। কাজেই কীভাবে একজন মানুষ নবী হয় অথবা কী কারণে একজন নবী হতে পারে না—এমন কিছু বলার ব্যাপারে খেয়াল-খুশি ব্যতীত তাদের কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। দলিল-প্রমাণবিহীন খেয়াল-খুশির কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। অপরদিকে খ্রিষ্টান মিশনারিদের এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে, আর তা হচ্ছে *বাইবেল*। আমি *বাইবেলের* পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও নতুন নিয়ম (New Testament) উভয় অংশ থেকেই নবীদের শহীদ হবার অনেক উদাহরণ দেখাতে পারব। যেমন :

"ঈশ্বর লোকদের মন তাঁর প্রতি ফিরিয়ে আনার জন্য ভাববাদী (নবী/prophet)দের পাঠালেন। কিন্তু লোকরা সদুপদেশে কর্ণপাত পর্যন্ত করলো না। তারপর ঈশ্বরের আত্মা যাজক যিহোয়াদার পুত্র সখরিয়র ওপর ভর করলো। তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঈশ্বর এই কথা বলেছেন: 'তোমরা কেন প্রভুর বিধিসমূহ ও আজ্ঞা অমান্য করছো? এভাবে তোমরা কখনোই কোনো কাজে সফল হতে পারবে না। তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছো, তাই তিনিও তোমাদের ত্যাগ করেছেন।" কিন্তু বিচারবুদ্ধিহীন লোকরা তখন একসঙ্গে চক্রান্ত করলো এবং ***রাজা যখন তাদের সখরিয় [Zechariah/যাকারিয়া(আ.)] কে হত্যা করতে আদেশ দিলেন, তারা পাথর ছুঁড়ে মন্দির চত্বরেই তাঁকে হত্যা করলো।"***[২২৭]

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি কী করেছিলাম। ***ঈষেবল যখন প্রভুর ভাববাদী (নবী/prophet) দের হত্যা করছিলেন,*** *আমি তখন তাদের ৫০ জন করে*

---

২২৭ . ২ বংশাবলী (2 Chronicles) ২৪ : ১৯-২১

Scanned by CamScanner

দুভাগে মোট ১০০ জন ভাববাদীকে দু'টো গুহায় লুকিয়ে রেখে নিয়মিত খাবার ও জল দিয়েছিলাম।"[২২৮]

"সেখানে একটি গুহার ভেতরে এলিয় [ইলইয়াস(আ.)/Elijah] রাত্রি বাস করলেন। সে সময় প্রভু এলিয়র সঙ্গে কথা বললেন, "এলিয় তুমি এখানে কেন?" এলিয় উত্তর দিলেন, "প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আমি সব সময় সাধ্য মতো তোমার সেবা করেছি। কিন্তু ইস্রায়েলের লোকরা তোমার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে ***তোমার বেদী ধ্বংস করে ভাববাদী (নবী/prophet)দের হত্যা করেছে। এখন আমিই একমাত্র জীবিত ভাববাদী আর তাই ওরা আমাকেও হত্যার চেষ্টা করছে।"***[২২৯]

"তারা তোমার বিরুদ্ধে গেল এবং তোমার শিক্ষামালা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ***তারা তোমার ভাববাদী (নবী/prophet) দেরও হত্যা করল,*** *যারা তাদের সতর্ক করে তোমার কাছে ফেরাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা তোমার বিরুদ্ধে বীভৎস সব কাজ করলো।"*[২৩০]

"মেয়েটি তার মায়ের পরামর্শ অনুসারে বলল, 'থালায় করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের [ইয়াহইয়া(আ.)/John the Baptist] মাথাটা আমায় এনে দিন।' যদিও রাজা হেরোদ এতে খুব দুঃখিত হলেন, তবু তিনি শপথ করেছিলেন বলে এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন তারা সেই শপথের কথা শুনেছিলেন বলে সম্মানের কথা ভেবে তিনি তা দিতে হুকুম করলেন। ***তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারের মধ্যে যোহনের [ইয়াহইয়া(আ.)] শিরশ্ছেদ করালেন। এরপর যোহনের মাথাটি থালায় করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দেওয়া হলে, সে তা নিয়ে তার মায়ের কাছে গেল। তারপর যোহনের অনুগামীরা এসে তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।*** *আর তাঁরা যিশুর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন।"*[২৩১]

[যিশু বললেন] "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা ভাববাদীদের জন্য স্মৃতিসৌধ গাঁথো ও ঈশ্বর ভক্ত লোকদের কবর সাজাও, আর বলে থাক, 'আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য তাদের সাহায্য করতাম না।' এতে তোমরা নিজেদের বিষয়েই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, ***ভাববাদীদের যারা হত্যা করেছিল তোমরা তাদেরই বংশধর। তাহলে যাও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা শুরু করে গেছে তোমরা***

---

২২৮. ১ রাজাবলী (1 Kings) ১৮ : ১৩
২২৯. ১ রাজাবলী (1 Kings) ১৯ : ৯-১০
২৩০. নহিমিয় (Nehemiah) ৯ : ২৬
২৩১. মথি (Matthew) ১৪ : ৮-১২

Scanned by CamScanner

*তার বাকি কাজ শেষ করো। সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কী করে তোমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে? তোমরা দোষী প্রমাণিত হবে ও নরকে যাবে। তাই আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের কাছে যে ভাববাদী, জ্ঞানীলোক ও শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি তোমরা তাদের কারো কারোকে হত্যা করবে, আর কাউকে বা ক্রুশে দেবে, কাউকে বা তোমরা সমাজ-গৃহে চাবুক মারবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে তোমরা তাদের তাড়া করে ফিরবে। **এই ভাবে নির্দোষ হেবলের রক্তপাত থেকে শুরু করে বরখায়ার পুত্র সখরিয় [যাকারিয়া(আ.)/Zechariah], যাকে তোমরা মন্দিরের পবিত্র স্থান ও যজ্ঞবেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে, সেই সমস্তের দায় তোমাদের ওপরে পড়বে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই যুগের লোকদের ওপর ঐ সবের শাস্তি এসে পড়বে।' 'হায় জেরুশালেম, জেরুশালেম! তুমি, তুমিই ভাববাদীদের [নবী/prophet] হত্যা করে থাকো, আর তোমার কাছে ঈশ্বর যাদের পাঠান তাদের পাথর মেরে থাকো।** মুরগী যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নিচে জড়ো করে, তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তোমরা রাজী হও নি।"*[২৩২]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অংশটিকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় নিজ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মান্য করে। আমরা ওপরে দেখলাম যে, বাইবেলের অনেক জায়গাতেই ইহুদিদের দ্বারা নবী হত্যা করার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। কাউকে হত্যা করা হলে সে নবী হতে পারে না—খ্রিষ্টান প্রচারকদের এই কথাকে সত্য ধরা হলে বাইবেলের অনেক নবীই মিথ্যা হয়ে যান!

বাইবেল অনুযায়ী যাকারিয়া(আ.) {সখরিয়/Zechariah}, ইয়াহইয়া(আ.) {যোহন বাপ্তাইজক/John The Baptist} সহ অনেক নবী-রাসুলকে হত্যা করা হয়েছে। যেসব খ্রিষ্টান প্রচারক মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তারা কিন্তু এই ব্যাপারগুলো বেমালুম চেপে যান! যাকারিয়া(আ.), ইয়াহইয়া(আ.) প্রমুখ নবীকে অবিশ্বাসীরা হত্যা করা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান প্রচারকরা তাঁদের ঠিকই নবী বলে বিশ্বাস করেন। অথচ সেই একই প্রচারকরা মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে তাঁর নবুয়ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই হচ্ছে তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

---

২৩২. মথি (Matthew) ২৩ : ২৯-৩৭

Scanned by CamScanner

আল কুরআনও এ ব্যাপারে একমত যে—অতীতেও বহু নবীকে হত্যা করা হয়েছে। আল কুরআনে ইহুদিদের নবী হত্যা করার জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

*"... বলে দাও : যদি তোমরা [ইহুদিরা] বিশ্বাসীই ছিলে, তবে **তোমরা ইতিপূর্বে কেন আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে?**"*[২৩৩]

*"... এমন হলো এ জন্য যে, তারা [ইহুদিরা] আল্লাহর বিধিবিধান মানত না এবং **নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত।** তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালঙ্ঘনকারী।"*[২৩৪]

নবী হলেই যে তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারবে না—এ কথা প্রকৃতপক্ষে কোনো জায়গায় বলা নেই। আমরা মুসলিম হিসাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর অনেক নবীকেই যুগে যুগে জালিমরা হত্যা করেছে। সেইসব নবীরা আল্লাহর পথে প্রাণ দিয়েছেন; তাঁরা শহীদ হয়েছেন।

এ ছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ইসলামবিরোধীরা এড়িয়ে যায় আর তা হচ্ছে, বিষ প্রয়োগ করার সাথে সাথে কিন্তু নবী(ﷺ) মারা যাননি; বরং তিনি মারা গিয়েছিলেন বিষ প্রয়োগের ঘটনার প্রায় চার বছর পর।[২৩৫] তিনি মারা গিয়েছিলেন মক্কা বিজয়ের পরে, বিদায় হজের পরে, আরবের গোত্রগুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার পরে তথা তাঁর মিশন শেষ হবার পরে। বিষ প্রয়োগের ফলে অন্য সাহাবীর মৃত্যু ঘটে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় নবী(ﷺ) সে সময়ে মারা যান না; বরং তাঁর মিশন শেষ করার পরে মারা যান। এর দ্বারা বরং তাঁর নবুয়তের সত্যতা আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়, সুবহানাল্লাহ। এটাই সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা.) এর অভিমত। তাঁর মতে, বিষ প্রয়োগ করার এত পরে এর ক্রিয়া করা নবী(ﷺ) এর একটি মুজিজা এবং আল্লাহ তা'আলা তার নবী(ﷺ)কে তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত করা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তাঁকে সম্মানিত করার জন্য শহীদের মর্যাদা দান করেছেন।[২৩৬]

---

২৩৩. আল কুরআন, বাকারাহ ২:৯১

২৩৪. আল কুরআন, বাকারাহ ২:৬১, আলি ইমরান ৩:১১২

২৩৫. "The Jews' attempts to kill the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) - islamqa.info" [islamQA (Shaykh Muhammad Salih al Munajjid)] https://islamqa.info/en/32762

২৩৬. "Did the Prophet Muhammad Die As a Martyr" [islamQA Hanafi] https://islamqa.org/hanafi/seekersguidance-hanafi/31931

Scanned by CamScanner

এ ছাড়া বিষ প্রয়োগের সেই ঘটনার বিবরণ লক্ষ করলে তাঁর নবুয়তের সত্যতা আরও বেশি করে ফুটে ওঠে। *সুনান আবু দাউদ* থেকে ঘটনাটির একটি বিবরণ উল্লেখ করছি :

"খায়বারের অধিবাসী এক ইহুদি মহিলা বিষ মিশিয়ে একটা বকরি ভুনা করে তা রাসুলুল্লাহ(ﷺ)কে হাদিয়া দেয়। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) একটি রান নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীও তাঁর সঙ্গে খেতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাদের বললেন, তোমরা হাত গুটিয়ে নাও।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ(ﷺ) ওই ইহুদি মহিলাকে লোক মারফত ডেকে এনে বললেন, "তুমি কি এ বকরির সঙ্গে বিষ মিশিয়েছ?"

সে বলল, "আপনাকে কে সংবাদ দিয়েছে?"

তিনি বললেন, ***"আমার হাতের এই রান আমাকে সংবাদ দিয়েছে।"***

সে বলল, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "এরূপ করার উদ্দেশ্য কী?"

সে বলল, "আমি ভেবেছি যদি তিনি সত্যিই নবী হন, তাহলে বিষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নবী না হন, তবে আমরা তার থেকে ঝামেলামুক্ত হব।"

অতঃপর রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। *যেসব সাহাবী তাঁর সঙ্গে বকরির গোশত খেয়েছেন তাদের কেউ কেউ মারা গেলেন*[২৩৭] *এবং রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বকরির গোশত খাবার প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য তাঁর বাহুদ্বয়ের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ (শিঙ্গা লাগানো/cupping) করালেন।..."*[২৩৮]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিষযুক্ত বকরির রানটি রাসুলুল্লাহ(ﷺ)কে বিষের ব্যাপারে অবহিত করেছিল—যা তাঁর একটি মুজিজা, সুবহানাল্লাহ। যেসব খ্রিষ্টান মিশনারি মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নবুয়ত মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এই বিবরণ উল্লেখ করেন, তাদের জন্য এটা এক চপেটাঘাত। তাদের কী দুর্ভাগ্য যে,

---

২৩৭ এ জন্য কিসাস হিসাবে পরবর্তী সময় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়; সহীহ মুসলিম ৩৫০ দ্রষ্টব্য

২৩৮ সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৫১০; এ অনুচ্ছেদে অনুরূপ ঘটনার বেশ কয়েকটি হাদিস আছে

Scanned by CamScanner

মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নবুয়ত মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তারা যে বিবরণ উল্লেখ করেন, তাতেই তাঁর একটি মুজিজা(miracle) দেখা যাচ্ছে!

কোনো কোনো খ্রিষ্টান মিশনারি (যেমন ডেভিড উড) বলতে চান যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) বিষ প্রয়োগের চার বছর পর মারা গিয়েছেন এতে কোনো অলৌকিকতা নেই, কেননা তিনি খুব কম বিষ গ্রহণ করেছেন ফলে তাঁর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়নি; বরং তাঁর স্লো পয়জনিং হয়েছিল।

এর জবাবে আমরা তাদের প্রশ্ন করব—তিনি কেন খুব কম বিষ গ্রহণ করেছেন? এর উত্তর হবে—**বিষযুক্ত বকরির রানটি রাসুলুল্লাহ(ﷺ)কে বিষের ব্যাপারে অবহিত করেছিল;** যার ফলে তিনি দ্রুত গোশত খাওয়া বন্ধ করে দেন এবং অন্যদেরও খাওয়া বন্ধ করতে বলেন। রানটি বিষের ব্যাপারে অবহিত করার আগে খুব সামান্য গোশতই তিনি খেয়েছিলেন।

কাজেই আমরা যদি খ্রিষ্টান মিশনারিদের কথাকেও বিবেচনা করি যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) খুব কম বিষ গ্রহণ করেছেন ফলে তাঁর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়নি—তবুও এর মাঝে তাঁর নবুয়তের সত্যতা নিহিত আছে। মুজিজার দ্বারা তিনি বকরির রানের কাছ থেকে বিষের সংবাদ পেয়েছিলেন বলেই তো তিনি দ্রুত খাওয়া বন্ধ করেছিলেন এবং অন্যদেরও খাওয়া বন্ধ করতে বলেছিলেন।

কেউ যদি এরপরেও অপতর্ক করে বলতে চায়—ওই সামান্য বিষটুকুও-বা কেন তিনি গ্রহণ করলেন? বকরির রানটি কেন খাওয়া শুরুর আগেই তাঁকে বিষের ব্যাপারে অবহিত করল না?

এর জবাবে আমরা বলব, এটাই আল্লাহর ফায়সালা ছিল যে, তিনি তাঁর শেষ নবীকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। এর দ্বারা শেষ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, সর্বশেষ নবী এবং একজন শহীদ।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা.) বলেন, *"আমাকে যদি ৯ বার আল্লাহর নামে শপথ করতে হয় যে—আল্লাহর রাসুল(ﷺ)কে হত্যা করা হয়েছে, তবে তা আমার নিকট ১ বার শপথ করার চেয়ে প্রিয় হবে। কারণ,* ***আল্লাহ তাঁকে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] একজন নবী বানিয়েছেন এবং একজন শহীদ বানিয়েছেন।"***[২৩৯]

---

২৩৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং : ৩৬১৭, (সনদ সহীহ)

Scanned by CamScanner

এমনকি ওই বিষের প্রভাবে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) যদি চার বছর পর মারা না গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাৎক্ষণিকভাবে মারা যেতেন, তাহলেও সেটা তাঁর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করত না। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, নবীদেরও হত্যা করা যেতে পারে, অতীতে বহু নবী আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন এ ব্যাপারে কুরআন ও *বাইবেল* উভয় গ্রন্থই একমত। সেই ইহুদি মহিলা বলেছিল যে, *"আমি ভেবেছি যদি তিনি সত্যিই নবী হন তাহলে বিষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"*, অথচ এটা ছিল ওই মহিলার নিজের বানানো নবুয়তের স্ট্যান্ডার্ড। তাদের নিজ কিতাবই সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতেও নবীদের হত্যা করা হয়েছে। বিষের অথবা অন্য যেকোনো কিছুর ভৌত গুণাগুণ অন্য সকল মানুষের মতো নবীদের দেহেও ক্রিয়া করতে পারে—যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন, যত দিন ইচ্ছা বাঁচিয়ে রাখেন, যাকে ইচ্ছা শহীদের মর্যাদা দেন। ওহুদের যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে এক সময় গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) নিহত হয়েছেন। কিন্তু এটা শুনেও সাহাবায়ে কিরাম(রা.) রাসুল(ﷺ) এর নবুয়ত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেননি।

একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসারী সাহাবীকে উহুদের যুদ্ধে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারীকে বললেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন?

তিনি উত্তরে বলেন, "যদি এ সংবাদ সত্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই আপনাদের দ্বীনের(ইসলামের) ওপরে নিজের জীবন কুরবান করুন।"[২৪০]

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) লক্ষ করেছিলেন যে, ইহুদিরা তাঁর নবুয়তে সন্দেহ পোষণ করছে। যেদিন তারা তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়েছিল, সেদিন ঘটনাস্থলেই তিনি তাদের নিকট তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করে এসেছিলেন।

খাইবার যখন বিজয় হয়, তখন রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর নিকট হাদীয়াস্বরূপ একটি (ভুনা) বকরি পাঠানো হয়। এর মধ্যে ছিল বিষ।

---

২৪০ দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/২৪৮; তাফসির ইবন কাসির, সূরা আলি ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতের তাফসির

Scanned by CamScanner

অতঃপর রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন, এখানে যত ইহুদি আছে আমার কাছে তাদের একত্র করো। তাঁর কাছে সকলকে একত্র করা হলো। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদের নিকট একটি ব্যাপারে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে?

তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম [মুহাম্মাদ(ﷺ) এর উপনাম]। ***রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বললেন, তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, আমাদের পিতা অমুক। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তাহলে কি তোমরা সে ক্ষেত্রে আমাকে সত্য বথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে।*** *তখন রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাদের বললেন, জাহান্নামী কারা? তারা বলল, আমরা সেখানে অল্প কয়দিনের জন্যে থাকব। তারপর আপনারা আমাদের স্থানে যাবেন। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বললেন, তোমরাই সেখানে অপমানিত হয়ে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা কখনো সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না। এরপর তিনি তাদের বললেন, আমি যদি তোমাদের কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে বিষয়ে আমার কাছে সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ বকরির মধ্যে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিসে তোমাদের এ কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে? তারা বলল, আমরা চেয়েছি, যদি আপনি মিথ্যাচারী হন, তবে আমরা আপনার থেকে রেহাই পেয়ে যাব। আর যদি আপনি নবী হন, তবে এ বিষয় আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।*[২৪১]

আমরা দেখতে পেলাম যে, বকরিতে বিষ মেশানোর দিন মুহাম্মাদ(ﷺ) ঘটনাস্থলেই সকল ইহুদিকে ডেকে অলৌকিক উপায়ে তাঁদের পিতার নাম সঠিকভাবে বলে দিয়েছিলেন। এমনকি ইহুদিরাও স্বীকার করছিল যে, তারা যদি মিথ্যা বলে তবে মুহাম্মাদ(ﷺ) তা আল্লাহর সাহায্যে বুঝে যাবেন। অর্থাৎ তাঁর নবুয়তের সত্যতা তাদের সামনেও ফুটে উঠেছিল [যদিও বংশগত হিংসা তাদের সকলকে ঈমান আনতে দেয়নি]। মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নবুয়ত নিয়ে সন্দিহান ছিল

---

২৪১ সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৭৭৭

Scanned by CamScanner

বলে তারা বিষ প্রয়োগ করে এর 'পরীক্ষা' নিতে চাইছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের এ সন্দেহও দূর করে দিয়ে এসেছিলেন। তাদের কোনো ওজর-আপত্তির সুযোগ তিনি রাখেননি। যারা তাঁকে বিষ খাইয়ে মারতে চাইল, তাঁদেরই ডেকে এভাবে সন্দেহ নিরসন করে দিলেন তিনি, কোনোপ্রকার শাস্তি দিলেন না। সুবহানাল্লাহ। অথচ এই মানুষটিকেই ইসলামবিদ্বেষীরা নির্দয়, নিষ্ঠুর হিসাবে চিত্রিত করতে চায়।

এত কিছু, এত প্রমাণের পরেও কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ কীভাবে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে?

◘ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) কি আল্লাহর শাস্তির কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন?

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের যে আয়াতগুলো ইসলামবিরোধীরা উদ্ধৃত করে থাকে সেগুলো হচ্ছে :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

অর্থ : *"যদি সে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] নিজে কোনো কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তাঁর জীবন-ধমনি (শাহরগ)।"*[২৪২]

এখানে বলা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) যদি আল্লাহর নামে নিজে থেকে কোনো কথা রচনা করতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর 'ওয়াতিন'(الْوَتِينَ) বা জীবন-ধমনি কেটে দিতেন। এখানে মূল আরবিতে الْوَتِينَ শব্দটি এসেছে।

কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদে [যেমন : আহমেদ আলী, হাবিব শাকির, সহীহ ইন্টারন্যাশনাল] দেখা যাচ্ছে যে, الْوَتِينَ এর অনুবাদ করা হয়েছে 'Aorta'। *বুখারীর* কিছু ইংরেজি অনুবাদেও দেখা যাচ্ছে যে বিষ প্রয়োগের ফলে রাসুল(ﷺ) এর মনে হচ্ছিল যে, তাঁর aorta কেটে যাচ্ছে। এই ইংরেজি অনুবাদগুলো দেখিয়ে ইসলামবিরোধীরা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, রাসুল(ﷺ) এর ওপর আল্লাহ শাস্তি বাস্তবায়ন করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

---

২৪২. আল কুরআন, হাক্কাহ ৬৯ : ৪৪-৪৬; ড. মুজিবুর রহমানের অনুবাদ

Scanned by CamScanner

কিন্তু ইসলামবিরোধীদের এই অভিযোগের পেছনে কিছু শুভংকরের ফাঁকি আছে। যে হাদিসটিতে রাসুল(ﷺ) এর মৃত্যুযন্ত্রণার উল্লেখ আছে, তার আরবি ইবারত আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। সেখানে মূল আরবি ইবারতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসুল(ﷺ) এর মনে হচ্ছিল যে, তাঁর 'আবহার' (أَبْهَرِ) কেটে ফেলা হচ্ছে [[فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ]] । সূরা হাক্কাহ এর আয়াতটিতে বলা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) যদি আল্লাহর নামে নিজে থেকে কোনো কথা রচনা করতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর 'ওয়াতিন'(الْوَتِينَ) বা জীবন-ধমনি কেটে দিতেন।

অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো কোনো অনুবাদে এক শব্দ থাকলেও মূল আরবিতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। আমরা আরও দেখলাম 'আবহার' ও 'ওয়াতিন' মোটেও এক জিনিস নয়। মুহাম্মাদ(ﷺ) যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করতেন (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তাঁর ডান হাত ধরে 'ওয়াতিন' কেটে দিতেন। আর বিষের যন্ত্রণায় মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মনে হয়েছে যে তাঁর 'আবহার' কেটে ফেলা হচ্ছে।

তা ছাড়া আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করলে শাস্তি হিসাবে ডান হাত ধরে 'ওয়াতিন' কেটে দেবার কথা বলা আছে, অথচ রাসুল(ﷺ) মৃত্যুর আগে বিষের কারণে কষ্ট হয়েছে। কেউ তাঁর ডান হাত ধরে 'ওয়াতিন' কেটে যবাই করে ফেলেনি। উভয় ঘটনায় বিশাল তফাত রয়েছে।

যেহেতু ইংরেজি *বুখারীর* অনুবাদেও aorta ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে ইসলামবিরোধী প্রচারকরা বেছে বেছে কুরআনের কিছু অনুবাদ দেখায় যেগুলোতে aorta শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি যে, মূল আরবিতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে যে, বাংলা অনুবাদগুলোর অনেকগুলোতেই *বুখারীর* হাদিসটিতে 'আবহার' (أَبْهَرِ) এর অনুবাদ 'শিরা' দিয়ে করা হয়েছে। রাসুল(ﷺ) এর সুবিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ *আর রাহিকুল মাখতুম* এর বাংলা অনুবাদেও আলোচ্য ঘটনায় 'আবহার' (أَبْهَرِ) এর অনুবাদ 'শিরা' দিয়ে করা হয়েছে।[২৪৩] কাজেই এখানে বাংলা অনুবাদ দিয়ে

---

২৪৩ দেখুন : আর রাহিকুল মাখতুম; পৃষ্ঠা ৫৩৪ ৪৮৯ অথবা পৃষ্ঠা (দ পাবলিকেশন্সতাওহী)(আল কোরআন একাডেমী লন্ডন(

Scanned by CamScanner

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা কিছুটা শক্ত কাজ। অতএব এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ইসলামবিরোধীদের কেবল বেছে বেছে কিছু ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করতে হয়।

ইসলামবিরোধীরা যদি এরপরেও অপতর্ক করে বলতে চায়—না না, 'ওয়াতিন'(الْوَتِينَ) এবং 'আবহার' (أَبْهَرِ) উভয়ই এক জিনিস—কোনো কোনো অনুবাদক তো উভয়কে 'aorta' দিয়ে অনুবাদ করেছেন!!—তাহলে আমি এইসব তর্কপ্রিয় লোকদের আরবি ভাষাবিদদের মতামত দেখতে বলব।

প্রসিদ্ধ আরবি ভাষাবিদ আল মুরতাজা আয-যাবীদী তাঁর ৪০ খণ্ডে রচিত *তাজুল আরুস* গ্রন্থের ১০ নম্বর খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"الأَبْهَرُ عِرْقٌ مَنْشَؤُه مِن الرَّأْس، ويَمْتَدُّ إِلى القَدمِ، وَله شَارِبِينُ تتَّصِلُ بأَكثرِ الأَطرافِ والبَدَنِ، فَالَّذِي فِي الرأْس منهُ يُسَمَّى النَّأْمَة ويَمتدُّ إِلى الحَلْق فيُسَمَّى فِيهِ الوَرِيدَ، ويمتدُّ إِلى الصَّدْر فيُسَمَّى الأَبْهَرَ، ويمتدُّ إِلى الظَّهْر فيُسَمَّى الوَتِينَ، والفُؤادُ معلَّقٌ بِهِ، ويمتدُّ إِلى الفَخِذ فيُسَمَّى النَّسَا، ويمتدُّ إِلى السَّاق فيُسَمَّى الصَّافِنَ [تاج العروس (١٠/ ٢٦٣)]

অর্থ : *"'আবহার' মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রগ। যার কিছু শিরা-উপশিরা আছে, যা পুরো শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রতঙ্গে বিস্তৃত। মাথার শিরাকে বলা হয় 'না'মাহ্', কণ্ঠনালির শিরাকে বলা হয় 'ওয়ারিদ', বুকের শিরাকে বলা হয় 'আবহার', পিঠের শিরাকে বলা হয় 'ওয়াতিন', তার সাথেই হৃৎপিণ্ডের সম্পর্ক, রানের শিরাকে বলা হয় 'নাসা' আর পায়ের নলার শিরাকে বলে 'সাফিন'।"*

রঙ্গিন ছবি দেখতে বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন

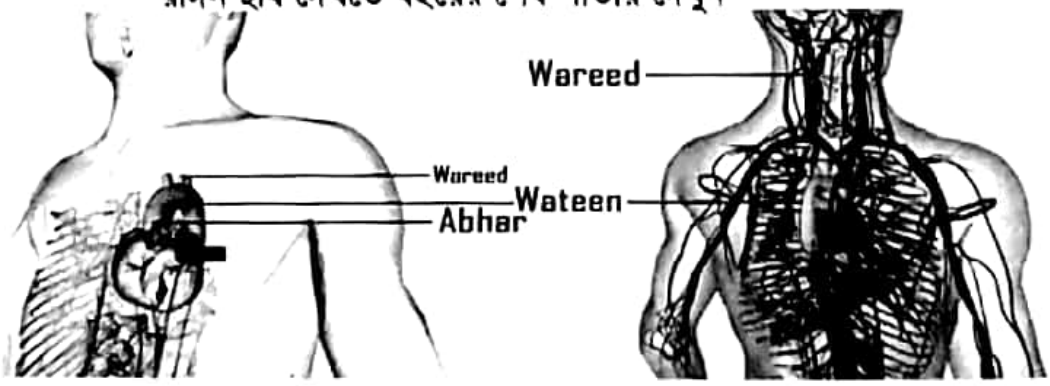

'আবহার' (أَبْهَرِ) ও 'ওয়াতিন'(الْوَتِينَ) এর ভিন্নতা

হৃদপিন্ড থেকে উৎপত্তি লাভ করে যে ধমনী উপরের দিকে ওঠে এবং বুকে অবস্থান করে তাকে 'আবহার' বলে। আবার সেই ধমনী যখন পিছনের দিকে

Scanned by CamScanner

গিয়ে নীচের দিকে নামে তখন তাকে 'ওয়াতিন' বলে। এই ধমনী থেকে যখন কিছু শাখা-প্রশাখা গলায় চলে যায় তখন তাকে 'ওয়ারিদ' বলে।

এটা খুবই সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, 'ওয়াতিন'(الْوَتِينَ) এবং 'আবহার' (أَبْهَرِ) মোটেও এক জিনিস নয় এবং গত দেড় হাজার বছরে সূরা হাক্কাহ পড়ে এরপর *সহীহ বুখারী* ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ থেকে রাসুল(ﷺ) এর বিষের যন্ত্রণার বিবরণ দেখে কোনো আরব এটা বোঝেনি যে, আল্লাহ ঘোষিত শাস্তির দ্বারা এটা হয়েছে। দেড় হাজার বছর পরে কিছু খ্রিষ্টান মিশনারি এবং ইসলামবিদ্বেষী একটিভিস্ট ধূর্ততার সাথে কিছু অনুবাদ ব্যবহার করে রাসুল(ﷺ) এর মৃত্যুকে 'আল্লাহর আযাব' বানিয়ে ফেলার যে অপচেষ্টা করেছে, তা কখনোই সফল হবার নয়। আল্লাহ এদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের নিপাত করুন এবং এদের হেদায়েত দিন।

সুতরাং ওপরের আলোচনার সারাংশ হিসাবে আমরা বলতে পারি :

■ নবী হলে তাঁকে হত্যা করা যাবে না—এই কথার সাথে *বাইবেল* ও কুরআন কোনো গ্রন্থ একমত না। অতীতেও বহু নবীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা শহীদ নবী। মুহাম্মাদ(ﷺ) একজন নবী, যিনি শহীদ হয়েছিলেন। এতে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

■ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ)কে বিষ প্রয়োগের সাথে সাথেই তিনি মারা যাননি। আল্লাহ তাঁকে তাঁর মিশন শেষ করা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এরপরেই বিষ ক্রিয়া করেছে। এটি একটি মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনা।

■ এমনকি তিনি যদি ঘটনাস্থলেও মারা যেতেন, তবুও তাঁর নবুয়ত প্রশ্নবিদ্ধ হতো না।

■ বিষ প্রয়োগ করা সেই বকরির রানটি নবী(ﷺ)কে বিষের ব্যাপারে অবহিত করেছিল। যার ফলে তিনি অন্যদের বিষের ব্যাপারে সতর্ক করতে পেরেছিলেন। ঘটনাস্থলেই তিনি সকল ইহুদিকে ডেকে তাঁদের সকলের বাবার নাম সঠিকভাবে বলে দেন। যা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ সকল মুজিজার দ্বারা তাঁর নবুয়তের সত্যতাই বরং প্রমাণ হয়।

■ আল্লাহর নামে কিছু বানিয়ে বললে শাস্তিস্বরূপ **'ওয়াতিন'(الْوَتِينَ)** কেটে দেবার কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে। বিষের যন্ত্রণার সময়ে নবী(ﷺ) এর মনে হয়েছে যে তাঁর **'আবহার' (أَبْهَرِ)** কেটে যাচ্ছে। উভয় মোটেই এক জিনিস নয়। কাজেই তিনি আল্লাহর শাস্তির দ্বারা মৃত্যুবরণ করেছেন—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।

Scanned by CamScanner

যারা আল কুরআন থেকে সুবিধামতো এক অংশ উদ্ধৃত করে অপব্যাখ্যা করে নিজেদের মিথ্যা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের বলব, আপনারা প্রসঙ্গসহ সূরা হাক্কাহ এর আয়াতগুলো পড়ুন।

"নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) এক সম্মানিত রাসুলের তিলাওয়াত। এটা কোনো কবির কথা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস করো। এটা কোনো গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।

এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

যদি সে [মুহাম্মাদ(ﷺ)] নিজে কোনো কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তাঁর জীবন-ধমনি (শাহরগ)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার ব্যাপারে আমাকে বিরত রাখতে পারে।

এটা (কুরআন) মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরু) জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীও রয়েছে।

এবং এই (কুরআন) নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য।

অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের মহিমা ঘোষণা করো।"[২৪৪]

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, আল কুরআন আল্লাহর সম্মানিত রাসুল মুহাম্মাদ(ﷺ) এর তিলাওয়াতকৃত কিতাব। এটা কোনো কবি কিংবা গণকের কথা নয়; বরং এটা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে আগত। ইসলামবিরোধীরা মাঝখানের কিছু আয়াতের ওপর 'ঈমান'(?) এনে রাসুল(ﷺ) এর মৃত্যুকে আল্লাহর গজব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ। আমি তাদের আহ্বান জানাব যে—আপনারা অন্য আয়াতগুলোর ওপরেও ঈমান আনুন, মেনে নিন যে কুরআন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার বাণী।

এরপরেও যদি না মানেন, তাহলে পরের আয়াতগুলো দেখুন। আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে, এই কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী আছে। সুবহানাল্লাহ, এখানে ইসলামবিরোধী মিথ্যাচারকারীদের ব্যাপারে কী স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে! আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে পরকালে যে কী পরিণতি হবে তাও বলে দেওয়া আছে। কাজেই সিদ্ধান্ত আপনাদের। আল্লাহ আপনাদের হেদায়েত দিন।

---

২৪৪ আল কুরআন, হাক্কাহ ৬৯ ৫২-৪০ :

Scanned by CamScanner

কা'বা ঘরের ব্যাপারে ইসলামবিরোধীদের অভিযোগসমূহ ও তাদের খণ্ডন

কা'বা—প্রাচীন এক গৃহ, একত্ববাদের ধারক ও বাহক মুসলিমদের পবিত্র কিবলা। এখানে ইবাদত করেছেন ইব্রাহিম(আ.), ইসমাঈল(আ.) ও মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মতো সম্মানিত নবীরা। ইসলামের ইতিহাসের একটি বড় অংশ কা'বাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হলে এর কেন্দ্রভূমিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে। কাজেই খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক মুক্তমনাচক্র কা'বাকে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের ডালি খুলেছে। তাদের দাবি, কা'বা গৃহকে কিবলা হিসাবে গ্রহণ করা বিভিন্ন কারণে পৌত্তলিকতা বা paganism। কারণ হিসাবে তারা বলে :

- ❑ মুসলিমরা মানুষের তৈরি একটি স্থাপনার (কা'বা) দিকে মাথা নত করছে
- ❑ মুসলিমরা কা'বার উপাসনা করে
- ❑ কা'বায় একসময় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। যেখানে একসময় মূর্তিপূজা হয়েছে, তা কী করে একত্ববাদী ইবাদতের কেন্দ্র হয়?

এই অভিযোগগুলো দেখে অনেক সরলপ্রাণ মুসলিম বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তাদের অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক সেগুলোর আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে কি না।

❑ মানুষের তৈরি একটি স্থাপনার (কা'বা) দিকে মাথা নত করা

ইসলামবিরোধীরা বলতে চায় যে, কা'বার দিকে মুখ করে উপাসনা করা একটি পৌত্তলিক রীতি। মুসলিমরা কেন কা'বার দিকে মুখ করে উপাসনা করে?

উত্তর হচ্ছে : কা'বা মুসলিমদের কিবলা (উপাসনার দিক)। এটি আল কুরআনের নির্দেশ যে কিবলা অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতে হবে।[২৪৫] পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, মুসলিম মাত্রই কা'বার দিকে মুখ করে সলাত পড়ে। এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যেরও একটি নিদর্শন।

---

২৪৫. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১৪২-১৪৬ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

পৃথিবীতে একটিও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিংবা মূর্তিপূজারি কোনো জাতি আছে, যারা এরূপ কোনো কিবলার দিকে মুখ করে উপাসনা করে?

উত্তর হচ্ছে : না।

ইসলাম ছাড়া আর একটিমাত্র ধর্মের লোকদের এইরূপ কিবলার ধারণা আছে। আর সেটি হচ্ছে ইহুদি ধর্ম।[২৪৬]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old testament) অংশটি ইহুদি-খ্রিষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। *বাইবেলের* এ অংশে উপাসনা-সংক্রান্ত বিধি-বিধানের বিবরণ এসেছে এবং তার মধ্যে একাধিকবার এই কিবলার কথা এসেছে। বাইবেল অনুযায়ী বনী ইস্রাঈলের নবীগণও কিবলার দিকে ফিরে উপাসনা করতেন। বনী ইস্রাঈলের জন্য কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস (Temple Mount) যেটি মুহাম্মাদ(ﷺ) এর শরিয়তেও প্রথম কিবলা ছিল। নবী দাউদ(আ.) এর ইবাদতের বিবরণ দিয়ে *বাইবেলে* বলা হয়েছে :

*"ঈশ্বর, **আপনার পবিত্র মন্দিরের দিকে আমি মাথা নত করি।** আমি আপনার নাম, প্রেম এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করি। কারণ আপনার নাম এবং আপনার বাণীকে আপনি সমস্ত কিছুর উপরে সুউচ্চ করেছেন।"*

*"**I bow down toward your holy temple** and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. (ESV)"*[২৪৭]

---

২৪৬. সামেরি/শমরীয় (Samaritans)দের ইহুদি ধর্মের অংশ বিবেচনা করে

২৪৭. বাইবেল, গীতসংহিতা/সামসঙ্গীত/জবুর শরীফ/ Psalms ১৩৮ : ২

Scanned by CamScanner

বাইবেলে এটিই নবী-রাসুলদের ইবাদতের রীতি এবং এ অনুয়ায়ী ইহুদিদের ধর্মীয় আইন হচ্ছে তাদের কিবলা অর্থাৎ মসজিদুল আকসা {বাইতুল মুকাদ্দাস/Temple Mount} এর দিকে ফিরে ইবাদত করা। হাজার হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এভাবেই ইবাদত করে আসছে।[২৪৮]

বনী ইস্রাঈলের শরিয়তে যে কিবলার ধারণা ছিল তা আল কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত।[২৪৯] *বাইবেলের* নতুন নিয়ম (New Testament) এ যিশুখ্রিষ্ট বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের সকল আইন মেনে চলতে হবে এবং এগুলো চিরস্থায়ী আইন। বাইবেল অনুযায়ী তিনি নিজেও পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তের অনুসারী ছিলেন।[২৫০] কাজেই আমরা দেখতে পেলাম, কিবলার দিকে ফিরে উপাসনা করা মোটেও পৌত্তলিক জাতির রীতি নয়; বরং এটি বনী ইস্রাঈল জাতির একটি ধর্মীয় আইন। এবং এটি কুরআনের শরিয়তেও বহাল রাখা হয়েছে। যেসব খ্রিষ্টান মিশনারি মুসলিমদের কিবলার ধারণাকে পৌত্তলিকতার সাথে মিলিয়ে অপপ্রচার চালান, তারা নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের বিধানকে গোপন করে এই মিথ্যাচার করেন। কিবলার দিকে ফিরে উপাসনা করা যদি পৌত্তলিকতা হয়, তাহলে *বাইবেলে* যে নবীগণের কথা উল্লেখ আছে {যেমন দাউদ(আ.)} তাঁরাও পৌত্তলিক (নাউযুবিল্লাহ)। বরং খ্রিষ্টানরাই সেইন্ট পলের দর্শন গ্রহণ করে তাওরাতের শরিয়ত ও বনী ইস্রাঈলের ইব্রাহিমী উপাসনার রীতি বাদ দিয়েছে এবং নব উদ্ভাবিত পৌত্তলিক রোমক উপাসনারীতি গ্রহণ করেছে।[২৫১] যারা নিজেরাই পৌত্তলিক (pagan), তারা আবার অন্যদের পৌত্তলিকতার জন্য অভিযুক্ত করে!

---

২৪৮. "Why Do We Face East When Praying Or Do We - How to calculate mizrach - Questions & Answers" [chabad.org]
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3502321/jewish/Why-Do-We-Face-East-When-Praying-Or-Do-We.htm, **অথবা শর্ট লিঙ্ক** : https://goo.gl/6QDvP3
■ "Mizrah" - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrah
■ "Jews praying at the Wailing Wall HD" (YouTube)
https://www.yo
utube.com/watch?v=jQTYU3O6H3o **অথবা শর্ট লিঙ্ক** : https://goo.gl/TUKEa8

২৪৯. আল কুরআন, ইউনুস ১০ : ৮৭ দ্রষ্টব্য

২৫০. বাইবেল, মথি(Matthew) ৫ : ১৭-২০, লুক(Luke) ১৬ : ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য

২৫১. 'Pagan Christianity?: Exploring the Roots of Our Church Practices' by Frank Viola & George Barna
পুরো বইটিই এ বিষয়ক তথ্য-প্রমাণে ভরপুর

Scanned by CamScanner

❑ মুসলিমরা কা'বার উপাসনা করে

এটি পশ্চিমা বিশ্বে একটি খুব কমন ধারণা। খ্রিষ্টান মিশনারিদের লাগামহীন প্রচারণার দ্বারা এই ধারণা ব্যাপক 'জনপ্রিয়তা' লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে—ইসলামের মূল কথাই হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করা যাবে না। কেউ যদি কা'বার উপাসনা করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। কুরআন ও হাদিসে কোথাও কা'বার উপাসনার কথা বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে কা'বার প্রভু আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করতে।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

*"অতএব **তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের (কা'বা) প্রভুর**। যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।"*[২৫২]

প্রকৃতপক্ষে যারা এরূপ অভিযোগ করে তারা আসলে জানেই না যে পৌত্তলিকতা কী। সব থেকে অজ্ঞ মুসলিমটিও কখনোই কা'বাকে আল্লাহর মূর্তি বলে মনে করে না। বরং মুসলিমদের কাছে এটি আল্লাহর ইবাদতের ঘর। ঠিক যেমন ইহুদিদের কাছে বাইতুল মাকদিস বা বাইতুল মুকাদ্দাস {হিব্রুতে Bethel বা Beit HaMikdash, ইংরেজিতে Temple Mount} হচ্ছে ঈশ্বরের ইবাদতের গৃহ।[২৫৩] অথচ ইহুদিদের তারা বলে একত্ববাদী আর মুসলিমদের বলে পৌত্তলিক!

সৌদি আরব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে মুসলিমরা সলাত (নামাজ) আদায় করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমদের থেকেই কা'বা অনেক দূরে অবস্থিত। এমন কোনো মূর্তিপূজারি কি আছে, যে তার দেবতার মূর্তিকে হাজার হাজার মাইল দূরে রেখে উপাসনা করে? কখনো যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে কিবলার দিক বোঝা যাচ্ছে না, তখন যেকোনো দিকে ফিরে সলাত আদায় করা যায়। এমনকি কা'বাকে যদি কখনো ধ্বংসও করে ফেলা হয়, তাহলে মুসলিমরা কা'বা যে স্থানটিতে আছে, সেই স্থানের দিকে মুখ করে সলাত আদায়

---

২৫২. আল কুরআন, কুরাইশ ১০৬ : ৩-৪

২৫৩ ■ খ্রিষ্টান বাইবেলইহুদি তানাখ/, আদিপুস্তক)Genesis/Bereishit ২৫ (: ১০২২-

■ "The Holy Temple" (chabad)
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144586/jewish/The-Holy-Temple.htm

Scanned by CamScanner

করবে।[২৫৪] এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মুসলিমরা মোটেও কা'বার ইমারতের উপাসনা করে না; বরং কা'বা মুসলিমদের জন্য শুধু ইবাদতের দিক বা কিবলা। যেকোনো পৌত্তলিকের কাছে তার দেবতা সব থেকে পবিত্র ও মহান। অথচ ইসলাম ধর্মে একজন মু'মিন মুসলিমের জান, মাল ও ইজ্জত কা'বার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।[২৫৫]

কোনো পৌত্তলিক কখনোই তার দেবতার মূর্তির ওপর দাঁড়ায় না। কোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বী কি কখনো তার দেব মূর্তির ওপর উঠে দাঁড়াতে পারবে? কিংবা কোনো ক্যাথোলিক খ্রিষ্টান কি কখনো যিশু বা মরিয়মের মূর্তির ওপর উঠে দাঁড়াতে পারবে? কখনোই না। মুসলিমদের কাছে কা'বা হচ্ছে কিবলা এবং ইবাদতের ঘর। এর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মুসলিমরা আযান দিতে পারে। প্রতিবছর হজের মৌসুমে কা'বার ছাদে উঠে এর গিলাফ পরিবর্তন করা হয়।[২৫৬]

কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে গিলাফ পরিবর্তনের ছবি দেখুন :

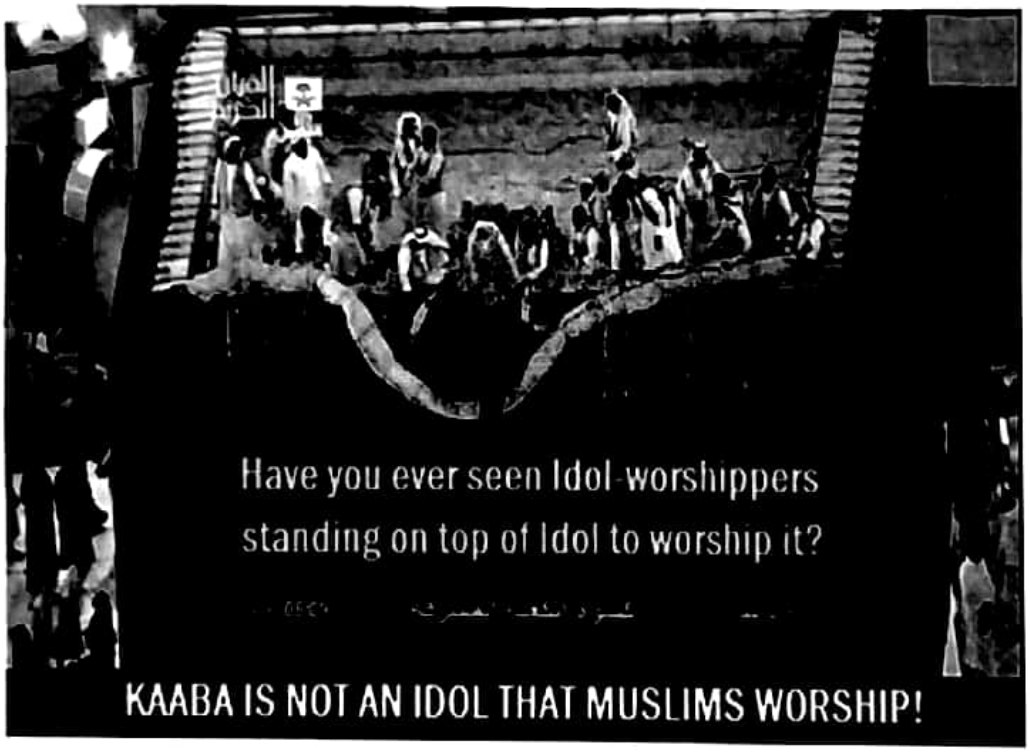

---

২৫৪ Question regarding Muslims worshiping Ka'bah and Hajr Aswad (islamQA Hanafi)
https://goo.gl/V6nJx2 অথবা http://bit.ly/2AKwrfT

২৫৫ আবদুল্লাহ ইবনে আমর(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)কে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন : কত উত্তম তুমি হে কা'বা! আর্কষণীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চমর্যাদা তোমার! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মু'মিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি। [সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৩২]

২৫৬ "Hajj 2013 | Exclusive Kaba Kiswa change 2013-1434 Arafa Day" (You Tube)
https://goo.gl/i3zjxS অথবা http://bit.ly/2kdRttz

Scanned by CamScanner

সব থেকে প্রমাণিত হয় যে, কা'বা মুসলিমদের নিকট মোটেও মূর্তি বা প্রতিমা-জাতীয় কিছু না এবং মুসলিমরা কখনোই কা'বার উপাসনা করে না।

❑ কা'বায় একসময় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। যেখানে একসময় মূর্তিপূজা হয়েছে তা কী করে একত্ববাদী ইবাদতের কেন্দ্র হয়

মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আগমনের পূর্বে কা'বায় মূর্তিপূজা হতো, এই ইতিহাসকে ব্যবহার করে দ্বীন ইসলামের একত্ববাদী চরিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে খ্রিষ্টান লেখক ও নাস্তিক-মুক্তমনারা। কা'বায় একসময় মূর্তিপূজা হতো এমনকি সেখানে একসময় ৩৬০টি মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছিল—সত্য। কিন্তু এটাই কা'বার প্রাচীনতম ইতিহাস নয়। কা'বা মোটেও মূর্তিপূজার জন্য স্থাপন করা হয়নি; বরং এর স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। কা'বা নির্মাণ করেন তাওহিদের (একত্ববাদ) দাওয়াহর মহানায়ক আল্লাহর নবী ইব্রাহিম(আ.) এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ.)। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Scanned by CamScanner

অর্থ : *"স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।*

হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করুন, আমাদের হজের রীতিনীতি বলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

হে আমাদের প্রভু, তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।"[২৫৭]

এমনকি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেও কা'বার কথা উল্লেখ আছে এবং এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই আমি প্রমাণ করেছি যে, ইব্রাহিম(আ.) মক্কায় এসেছিলেন।[২৫৮] কালক্রমে ইব্রাহিম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর মক্কার আরবরা একত্ববাদী ধর্ম ছেড়ে বিভিন্ন কাল্পনিক দেবতার মূর্তিসহকারে পূজা শুরু করে এবং কা'বা গৃহেও মূর্তি স্থাপন করে। ইব্রাহিম(আ.) এর দোয়ার ফসল নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) আগমন করে তাদের পুনরায় একত্ববাদী ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এবং কা'বা ঘরকে মূর্তিমুক্ত করে এক আল্লাহর উপাসনার গৃহে পরিণত করেন, ঠিক যেমনটি ইব্রাহিম(আ.) এর সময়ে ছিল। এটিই হচ্ছে কা'বা গৃহের ইতিহাস।[২৫৯] অর্থাৎ মূর্তিপূজা ছিল ইব্রাহিম(আ.) এর পরবর্তী লোকদের নব উদ্ভাবন ও পথভ্রষ্টতা। কা'বা নির্মাণের সাথে এর কোনো সম্পর্কে নেই এবং এই ইতিহাস মোটেও কা'বাকে মূর্তিপূজার মন্দির প্রমাণ করে না।

এরপরেও যদি খ্রিষ্টান মিশনারিরা অপতর্ক করতে চায়, তাহলে আমরা বলব—বাইতুল মুকাদ্দাস তো তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ঈশ্বরের মহামন্দির(Temple Mount), যেখানে যিশুখ্রিষ্টসহ অন্য নবী-রাসুলগণ এক কালে উপাসনা করতেন ও শিক্ষা দান করতেন।[২৬০] *বাইবেল* অনুযায়ী এই মহামন্দিরের

---

২৫৭. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১২৭-১২৯

২৫৮. দেখুন, "কা'বা : মূর্তিপূজকদের মন্দির, নাকি ইব্রাহিম(আ.) এর নির্মাণ করা ইবাদতখানা?"

২৫৯ "A brief history of al-Masjid al-Haraam in Makkah" --- islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/৩৭৪৮
■ আর রাহিকুল মাখতুম, শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র) (তাওহিদ পাবলিকেশন্স), পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৬

২৬০ বাইবেল, মথি (Matthew) ২১ : ১২-১৫, ২১ : ২৩; লুক (Luke) ২ : ৪৬-৪৯, ২০ : ১, ২১ : ৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

গোড়াপত্তনকারী হচ্ছেন ইব্রাহিম(আ.) এর নাতি ইয়া'কুব(আ.)[২৬১] এবং এখানেও এক সময় পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা মূর্তিপূজা করেছে—ঠিক যেমনটি কা'বায় হয়েছে! এই তথ্য শুনে হয়তো অনেকেই চমকে উঠতে পারে, কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে এমনটিই বলা আছে :

"তাঁর পিতা হিষ্কিয় যে সমস্ত উচ্চস্থান ভেঙে দিয়েছিলেন, ***মনঃশি আবার নতুন করে সেই সব বেদী নির্মাণ করেছিলেন। বায়াল মূর্ত্তির পূজার জন্য বেদী বানানো ছাড়াও, ইস্রায়েলের রাজা আহাবের মতই মনঃশি আশেরার খুঁটি পুঁতেছিলেন। তিনি আকাশের তারাদেরও পূজা করতেন। মূর্ত্তিসমূহের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি প্রভুর প্রিয় ও পবিত্র মন্দিরের মধ্যেও বেদী বানিয়েছিলেন। (এই সেই জায়গা যেখানে প্রভু বলেছিলেন, "আমি জেরুশালেমে আমার নাম স্থাপন করব।") মন্দিরের দু'টো উঠোনে তিনি আকাশের নক্ষত্ররাজির জন্য বেদী বানান।*** *তাঁর নিজের পুত্রকে তিনি* ***যজ্ঞবেদীর আগুনে আহুতি দেন। ভবিষ্যত জানার জন্য তিনি প্রেতাত্মা ও পিশাচদের কাছে যাতায়াত করতেন।*** *প্রভুকে অসন্তুষ্ট করার মত আরো অনেক কাজই মনঃশি করেছিলেন। ফলতঃ প্রভু খুবই রুদ্ধ হয়েছিলেন।* ***মনঃশি পাথর কুঁদে আশেরার একটা মূর্তি বানিয়ে সেটাকে মন্দিরে [Temple Mount /*** বাইতুল মুকাদ্দাস***] বসিয়েছিলেন। প্রভু দাউদ ও তাঁর পুত্র শলোমন [সুলাইমান(আ.)]কে বলেছিলেন, "সমস্ত শহরের মধ্যে থেকে আমি জেরুশালেমকে বেছে নিয়েছি। এখানকার এই মন্দিরে আমার নাম চিরদিনের জন্য থাকবে।*** *ইস্রায়েলীয়দের পূর্বপুরুষদের আমি যে ভূখণ্ড দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলীয়রা যদি আমায় মান্য করে চলে, আমার দাস মোশি [মুসা(আ.)/Moses]র দেওয়া বিধি ও আদেশগুলো অনুসরণ করে, তাহলে সেই ভূখণ্ড থেকে আমি কখনও তাদের উৎখাত করব না।" কিন্তু লোকরা ঈশ্বরের কথা গ্রাহ্য করল না। মনঃশি লোকদের বিপথে চালনা করলেন, যাতে তারা আরো বেশী পাপ কাজ করল সেই সব জাতিসমূহের চেয়েও, যাদের প্রভু ধ্বংস করেছিলেন এবং ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রভু তাঁর দাস ভাববাদী(নবী/prophet)দের মাধ্যমে বলে পাঠিয়েছিলেন:* ***"যিহুদার [ফিলিস্তিনে বনী ইস্রাঈলের দক্ষিণ রাজ্য] রাজা মনঃশি, ইমোরীয়দের থেকেও বহুগুণে ঘৃণ্য অপরাধ করেছে এবং মূর্ত্তিপূজা করে যিহুদাকেও পাপের পথে ঠেলে দিয়েছে।"***[২৬২]

খ্রিষ্টান মিশনারিরা কা'বার বিরুদ্ধে যে (অপ)যুক্তি প্রদান করেন, সেই এক যুক্তি কিন্তু Temple mount এর ক্ষেত্রেও খাটে। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা অন্ধের ভান

---

২৬১ বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis) ২৮ : ১০-২২ দ্রষ্টব্য

২৬২ বাইবেল, ২ রাজাবলী (2 Kings) ২১ : ৩-১১

Scanned by CamScanner

করে কা'বার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেন। নাস্তিক-মুক্তমনাদেরও কখনো *বাইবেলের* নবী-রাসুলদের Temple mount কে pagan temple বলতে দেখা যায় না; কারণ তাহলে যে জার্মানির ভিসা নাও জুটতে পারে! এই হচ্ছে তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। প্রকৃতপক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাস (Temple Mount) কিংবা কা'বা গৃহের মসজিদ (মসজিদুল হারাম) এর কোনোটিই pagan temple (পৌত্তলিকদের মন্দির) নয়; বরং উভয়টিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনাগৃহ। উভয় গৃহই আল্লাহর নবীগণ নির্মাণ করেছেন, উভয় গৃহেই একসময় পথভ্রষ্ট লোকেরা মূর্তিপূজা করেছে। এবং বর্তমানে এ উভয় গৃহই মূর্তিপূজামুক্ত হয়েছে, মসজিদুল হারাম ও বাইতুল মুকাদ্দাস উভয় স্থানেই এখন একত্ববাদী মুসলিমগণ এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করে।

নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) কা'বা থেকে মিথ্যা দেবতাদের মূর্তি অপসারণ করতে করতে যা বলছিলেন, ইসলামবিরোধীদের উদ্দেশ্যে আমরাও ঠিক তা-ই বলি :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

অর্থ : *"...সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"* [২৬৩]

---

২৬৩. আল কুরআন, বনী ইস্রাঈল (ইসরা) ১৭ : ৮১

Scanned by CamScanner

কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন আইনে গাণিতিক ভুলের অভিযোগ ও এর জবাব

নাস্তিক প্রশ্ন : কুরআনের উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে কেন এমন ভুল থাকবে (কুরআন ৪ : ১১-১২)? একজন সৃষ্টিকর্তার পক্ষে কি মানুষের মতো কোনোরূপ ভুল হওয়া আদৌ সম্ভব? স্ত্রী : $\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$, কন্যা : $\frac{২}{৩} = \frac{১৬}{২৪}$, পিতা : $\frac{১}{৬} = \frac{৪}{২৪}$, মাতা : $\frac{১}{৬} = \frac{৪}{২৪}$

মোট = $\frac{২৭}{২৪}$ = ১.১২৫ (যা ১ এর চেয়েও বেশি)

উত্তর : সূরা নিসার ৩টি আয়াতে (৪ : ১১, ৪ : ১২ ও ৪ : ১৭৬) মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের নীতি বর্ণিত হয়েছে।

يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

অর্থ : *"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক*

Scanned by CamScanner

মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিস হয় তার মাতা-পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা-পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জানো না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের এক ভাগ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা-বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নেই এমন কোনো পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সম-অংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারও কোনো ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"[২৬৪]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿١٧٦﴾

---

২৬৪. আল কুরআন, নিসা ৪ : ১১-১২

Scanned by CamScanner

অর্থ : "তারা তোমার নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বলো, আল্লাহ তোমাদের পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার ভগ্নী থাকে, তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোনো নারীর সন্তান না থাকে, তাহলে তার ভাইই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি দুই ভগ্নী থাকে, তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভাই ভগ্নী-পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তাহলে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"[২৬৫]

আল কুরআন ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ সাহাবী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস(রা.)। তাঁর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন,

"হে আল্লাহ, তাঁকে [ইবন আব্বাস(রা.)] কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন।"[২৬৬]

ইবন আব্বাস(রা.) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন : "...আমি তাদের অংশ কমিয়ে দেবো, যাদের দাবি কিছুটা দুর্বল। এই ধরনের অংশীদার হচ্ছে কন্যাগণ ও ভগ্নীগণ।"[২৬৭]

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস(রা.) এর মতে কুরআনে উল্লেখিত ওয়ারিসদের সম্পত্তির ভগ্নাংশগুলোর যোগফল ১ হওয়া জরুরি নয়। কুরআনে যেভাবে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে, ঠিক সেভাবেই বণ্টন করে দেওয়া হবে। যাদের দাবি কিছুটা কম[২৬৮], যেমন : কন্যাগণ ও ভগ্নীগণ—তাদের অবশিষ্টাংশ দেওয়া হবে। ফলে কোনো আপাত অসংগতি থাকছে না। নিশ্চয়ই আল কুরআন সকল অসংগতির ঊর্ধ্বে।

তবে সে যুগে বণ্টন-পদ্ধতির সুবিধার জন্য সাহাবীগণ 'আওল' নামক একটি পদ্ধতির ওপরে একমত হয়েছিলেন।[২৬৯] খলিফা থাকাকালীন উমার(রা.) সাহাবায়ে কিরাম(রা.) এর নিকট এটি উত্থাপন করলে তাঁরা একটি পদ্ধতির ওপর ইজমাবদ্ধ বা একমত হন। ইসলামী শরিয়তে এই পদ্ধতিটি 'আওল' নামে পরিচিত।[২৭০] একটি বিবরণে রয়েছে যে, পদ্ধতিটি এসেছিল আলী(রা.) এর কাছ

---

২৬৫ আল কুরআন, নিসা ৪ : ১৭৬

২৬৬ সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৪৮৫

২৬৭ সাইয়িদ শারীফ জুরজানী, আশ শারিফিয়্যা, পৃষ্ঠা ৫৫

২৬৮ মেয়েরা পিতা-স্বামীর উভয়ের থেকেই সম্পদ লাভ করে

Scanned by CamScanner

থেকে। তিনি মিম্বরে থাকা অবস্থায় এই পদ্ধতিটি দিয়েছেন বলে একে বলা হয়, 'মাসআলা মিম্বরিয়্যা।'[২৭১] নিম্নে পদ্ধতিটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আল কুরআনের ৩টি আয়াতে (নিসা ৪ : ১১, ৪ : ১২ ও ৪ : ১৭৬) কতিপয় আত্মীয়কে সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ (যেমন : $\frac{১}{৩}, \frac{২}{৩}, \frac{১}{৬}, \frac{১}{২}, \frac{১}{৪}$) প্রদানের নির্দেশ আছে। এই ওয়ারিসদের নামকরণ করা হয়েছে 'যাবিল ফুরূদ' বা 'নির্ধারিত অংশীদারগণ'। কোনো কোনো সময় এই শ্রেণির আত্মীয়দের তাদের নির্ধারিত অংশ দিতে গেলে মূল সম্পত্তি অপেক্ষা তাদের প্রাপ্য অংশ বেশি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ২ কন্যা, পিতা, মাতা ও এক স্ত্রী রেখে মারা গেল। এখানে সূরা নিসার বিধান অনুযায়ী মোট সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ ২ কন্যার, $\frac{১}{৬}$ অংশ পিতার, $\frac{১}{৬}$ অংশ মাতার এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ স্ত্রীর পাবার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ২ কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ ও পিতা-মাতার ($\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{১}{৩}$) অংশ দিলেই সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, স্ত্রীর জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অংশীদারদের অর্থাৎ ২ কন্যা, পিতা, মাতা ও স্ত্রীর প্রাপ্য অংশের সমষ্টি $\frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৮} = \frac{১৬+৪+৪+৩}{২৪} = \frac{২৭}{২৪}$ অংশ। এই জটিলতার সমাধানের জন্য 'আওল' পদ্ধতি অনুযায়ী হরকে লবের সমান অর্থাৎ ২৭ ধরে হিসাব করা হয়, ফলে সম্পত্তি সকলকে বণ্টন করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে ২ কন্যা, পিতা, মাতা ও স্ত্রীর অংশ হবে যথাক্রমে $\frac{১৬}{২৭}, \frac{৪}{২৭}, \frac{৪}{২৭}, \frac{৩}{২৭}$। এর সমষ্টি হবে $\frac{২৭}{২৭} = ১$। এই হিসাব পদ্ধতির মাধ্যমে সকল ওয়ারিসই সমানুপাতিকভাবে সম্পদের অংশ লাভ করে। বণ্টনরীতি approximate (যথাযথপ্রায়) ভাবে কুরআনের বিধানের সমান থাকে।

'আওল' পদ্ধতির একটি উদাহরণ এখানে দেখানো হয়েছে। এ রকম আরও অনেকগুলো ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে, যেসব ক্ষেত্রে এভাবে হিসাব করার প্রয়োজন হয়। আগ্রহীদের জন্য সেই ক্ষেত্রগুলো[২৭২] এখানে উল্লেখ করা হলো:

---

২৬৯ "Objection from an atheist to the 'awl process in cases of inheritance" – islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/131556

২৭০ "Objection from an atheist to the 'awl process in cases of inheritance" – islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/131556

২৭১ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৯৪

Scanned by CamScanner

(১) ওয়ারিস = স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী,

তাদের নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} = \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} = \frac{৭}{৬}$

আওল প্রয়োগে প্রদত্ত অংশ $\frac{৩}{৭} + \frac{৪}{৭}$

(২) ওয়ারিস = স্বামী+মাতা+১ কন্যা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{২} = \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{৩}{৬} = \frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৭} + \frac{১}{৭} + \frac{৩}{৭}$

(৩) ওয়ারিস = স্বামী+পিতামহ/পিতা+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{২} = \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{৩}{৬} = \frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৭} + \frac{১}{৭} + \frac{৩}{৭}$

(৪) ওয়ারিস = স্বামী+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৭} + \frac{৩}{৭} + \frac{১}{৭}$

(৫) ওয়ারিস = স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৭} + \frac{৩}{৭} + \frac{১}{৭}$

(৬) ওয়ারিস = স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৭} + \frac{৩}{৭} + \frac{১}{৭}$

(৭) ওয়ারিস = মাতামহী+২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+১ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৬} = \frac{১}{৬} + \frac{২}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৭}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{১}{৭} + \frac{২}{৭} + \frac{৩}{৭} + \frac{১}{৭}$

(৮) ওয়ারিস = স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী/বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা,

---

২৭২ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৯৪-৯৬

Scanned by CamScanner

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৮} + \frac{৪}{৮} + \frac{১}{৮}$

(৯)ওয়ারিস = স্বামী+মাতা+১ পূর্ণ ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{২} = \frac{৩}{৬} + \frac{২}{৬} + \frac{৩}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৮} + \frac{২}{৮} + \frac{৩}{৮}$

(১০) ওয়ারিস = পিতা+মাতা+৩ পূর্ণ ভগ্নী+৩ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} = \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{৪}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{১}{৮} + \frac{১}{৮} + \frac{৪}{৮} + \frac{২}{৮}$

(১১) ওয়ারিস = স্বামী+১ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৩} = \frac{৩}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৮} + \frac{৩}{৮} + \frac{২}{৮}$

(১২) ওয়ারিস = স্বামী + ২ পূর্ণ ভগ্নী/বৈমাত্রেয় ভগ্নী + ১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী/মাতা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৮} + \frac{৪}{৮} + \frac{১}{৮}$

(১৩) ওয়ারিস = স্বামী + ১ পূর্ণ ভগ্নী/১ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+ ২ বৈপিত্রেয় ভাই বা ২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৩} = \frac{৩}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৮} + \frac{৩}{৮} + \frac{২}{৮}$

(১৪) ওয়ারিস = স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} = \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{৯}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৯} + \frac{৪}{৯} + \frac{২}{৯}$

(১৫) ওয়ারিস = স্বামী + ১ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{২}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৯}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{৯} + \frac{৩}{৯} + \frac{২}{৯} + \frac{১}{৯}$

Scanned by CamScanner

(১৬) ওয়ারিস = স্বামী+মাতা+২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} = \frac{৩}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{৪}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{১০}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১০} + \frac{১}{১০} + \frac{৪}{১০} + \frac{২}{১০}$

(১৭) ওয়ারিস = স্বামী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} + \frac{২}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{১০}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১০} + \frac{৪}{১০} + \frac{২}{১০} + \frac{১}{১০}$

(১৮) ওয়ারিস = স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} + \frac{২}{১২} = \frac{১৩}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৩} + \frac{৮}{১৩} + \frac{২}{১৩}$

(১৯) ওয়ারিস = স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+মাতা/মাতামহী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} + \frac{২}{১২} = \frac{১৩}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৩} + \frac{৮}{১৩} + \frac{২}{১৩}$

(২০) ওয়ারিস = স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} = \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} + \frac{৪}{১২} = \frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৫} + \frac{৮}{১৫} + \frac{৪}{১৫}$

(২১) ওয়ারিস = স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+১ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{২}{১২} = \frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৫} + \frac{৮}{১৫} + \frac{২}{১৫} + \frac{২}{১৫}$

(২২) ওয়ারিস = স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} + \frac{৪}{১২} + \frac{২}{১২} = \frac{১৭}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৭} + \frac{৮}{১৭} + \frac{৪}{১৭} + \frac{২}{১৭}$

(২৩)ওয়ারিস = স্ত্রী+২ পূর্ণ ভগ্নী/বৈমাত্রেয় ভগ্নী+২ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+মাতা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} + \frac{৪}{১২} + \frac{২}{১২} = \frac{১৭}{১২}$

Scanned by CamScanner

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৭} + \frac{৮}{১৭} + \frac{৪}{১৭} + \frac{২}{১৭}$

(২৪) ওয়ারিস = ৩ স্ত্রী+২ মাতামহ/পিতামহ+৪ বৈপিত্রেয় ভগ্নী+৮ পূর্ণ ভগ্নী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৩} + \frac{২}{৩} = \frac{৩}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৪}{১২} + \frac{৮}{১২} = \frac{১৭}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৭} + \frac{২}{১৭} + \frac{৪}{১৭} + \frac{৮}{১৭}$

(২৫) ওয়ারিস = মাতা+পিতা+২ কন্যা+স্ত্রী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৮} = \frac{৪}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{১৬}{২৪} + \frac{৩}{২৪} = \frac{২৭}{২৪}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৪}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{১৬}{২৭} + \frac{৩}{২৭}$

(২৬) ওয়ারিস = স্ত্রী+পিতা+মাতা+১ কন্যা+১ পৌত্রী,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৮} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{২} + \frac{১}{৬} = \frac{৩}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{১২}{২৪} + \frac{৪}{২৪} = \frac{২৭}{২৪}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{১২}{২৭} + \frac{৪}{২৭}$

(২৭) ওয়ারিস = মাতা+পিতা+স্বামী+২ কন্যা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} = \frac{২}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} = \frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{২}{১৫} + \frac{২}{১৫} + \frac{৩}{১৫} + \frac{৮}{১৫}$

(২৮) ওয়ারিস = মাতা+স্বামী+২ কন্যা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{২} + \frac{২}{৩} = \frac{১}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{১}{৮} + \frac{৩}{৮} + \frac{৪}{৮}$

(২৯) ওয়ারিস = মাতা+স্বামী+৩ কন্যা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{২} + \frac{২}{৩} = \frac{১}{৬} + \frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} = \frac{৮}{৬}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{১}{৮} + \frac{৩}{৮} + \frac{৪}{৮}$

(৩০) ওয়ারিস = মাতা+পিতা+স্বামী+৩ কন্যা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৮} + \frac{২}{৩} = \frac{৪}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{৩}{২৪} + \frac{১৬}{২৪} = \frac{২৭}{২৪}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৪}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{৩}{২৭} + \frac{১৬}{২৭}$

(৩১) ওয়ারিস = স্বামী+পিতা+মাতা+৩ কন্যা,

Scanned by CamScanner

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} = \frac{২}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৩}{১২} + \frac{৮}{১২} = \frac{১৫}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{২}{১৫} + \frac{২}{১৫} + \frac{৩}{১৫} + \frac{৮}{১৫}$

উক্ত তালিকায় নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটিও সংযোজন করা যায় :

(৩২) ওয়ারিস = স্বামী+পিতা+মাতা+১ কন্যা,

নির্ধারিত অংশ = $\frac{১}{৪} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{২} = \frac{৩}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৬}{১২} = \frac{১৩}{১২}$

প্রদত্ত অংশ = $\frac{৩}{১৩} + \frac{২}{১৩} + \frac{২}{১৩} + \frac{৬}{১৩}$

যে সমস্ত খ্রিষ্টান মিশনারিরা আওল পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাদের ধর্মগ্রন্থে কি সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে এমন ইনসাফভিত্তিক কোনো বিধান আছে?

তর্কপ্রিয় ইসলামবিরোধীরা আরেকটি প্রশ্ন তুলতে পারে, আর তা হচ্ছে : পদ্ধতিটি এসেছে সাহাবীদের কাছ থেকে, মুসলিমরা "কুরআন বাদ দিয়ে"(!) কেন সাহাবীদের পদ্ধতি গ্রহণ করবে?

এর উত্তর হচ্ছে : সাহাবীদের থেকে পদ্ধতি গ্রহণ করা মোটেও কুরআনবিরোধী কাজ নয়; বরং কুরআন থেকেই এর হুকুম পাওয়া যায়। সাহাবীদের ইজমা বা ঐকমত্য ইসলামী শরিয়তের দলিল। কুরআনের বহু আয়াতে সাহাবীদের ঈমান ও আদর্শের প্রশংসা করা হয়েছে।[২৭৩] কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে রাসুল(ﷺ) এর সুন্নাহ অনুসরণ।[২৭৪] আবার রাসুল(ﷺ) এর সুন্নাহ থেকেই আমরা সাহাবাগণের সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ পাই।

সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবীগণের (রা.) আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে রাসুল(ﷺ) বলেছেন :

"আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর (জেনে রাখো) তোমাদের ওপর যদি কোনো হাবশী (আবিসিনিয় নিগ্রো) গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, তবু তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করে চলবে। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং সঠিক নির্দেশনাপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করাই হবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে

---

২৭৩. দেখুন : সূরা আলি ইমরান ৩ : ১০১, ১১০, ১৭২-১৭৪; সূরা আনফাল ৮ : ৬২, ৭৪; সূরা তাওবা ৯ : ৮৮-৮৯, ১০০, ১১৭; সূরা ফাতহ ৪৮ : ১৮-১৯, ২৬, ২৯; সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৭; সূরা হাদিদ ৫৭ : ১০; সূরা হাশর ৫৯ : ৮-১০

২৭৪. দেখুন : সূরা আলি ইমরান ৩ : ৩১; সূরা আহযাব ৩৩ : ২১; সূরা হাশর ৫৯ : ৭

Scanned by CamScanner

থাকবে এবং সমস্ত অবৈধ বিষয়কে এড়িয়ে চলবে। কেননা, প্রতিটি 'বিদআত' (দ্বীনী বিষয়ে নব উদ্ভাবন) হচ্ছে ভ্রষ্টতা।"[২৭৫]

ইমাম আবু হানিফা(র.) বলেছেন : *"আমি কুরআনের ওপর নির্ভর করি। কুরআনে যা পাই না, তার জন্য সুন্নাতে রাসুল(ﷺ) এর ওপর নির্ভর করি। যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতে রাসুল(ﷺ) এ না পাই, তাহলে আমি সাহাবীদের মতামত ও শিক্ষার ওপর নির্ভর করি, তাঁদের মতামত ও শিক্ষার বাইরে যাই না।"*[২৭৬]

কাজেই আল কুরআনের হুকুম অনুসরণ করেই সকল আপাত সমস্যার সমাধান হলো।

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

---

২৭৫. আবু দাউদ ও তিরমিযী; রিয়াদুস সলিহীন; বই ১, হাদিস নং : ১৫৭

২৭৬ *আল ইন্তেকা, ১৪২ পৃষ্ঠা, ইবন আব্দুল বারর- ১৪৩*

■ শরিয়তের দলিল হিসাবে সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবীগণের (.রা)আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত প্রমাণের জন্য খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরসুন্নাহর আলোকে ইসলামী -এর কুরআন (র) ৫৮ আকিদা বইয়ের-৬২ পৃষ্ঠা এবং এহইয়াউস সুনান বইয়ের ১০২পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে ১০৭-

Scanned by CamScanner

হজের রীতিগুলো কি আসলেই আরব পৌত্তলিকদের (Pagans) থেকে নেওয়া?

ইসলাম ধর্মের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে একটি হচ্ছে হজ। সামর্থ্যবান মুসলিমদের ওপর জীবনে অন্তত একবার হজ করা ফরয। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে নাস্তিক-মুক্তমনা এবং বিশেষত খ্রিষ্টান মিশনারিদের অভিযোগ হচ্ছে : হজের রীতিগুলো মোটেও ইব্রাহিম(আ.) এর সাথে কিংবা একত্ববাদের সম্পর্কিত নয়; বরং এগুলো প্রাচীন আরবের পৌত্তলিক মূর্তিপূজারিদের থেকে ধার করা। তাদের এই অভিযোগগুলো দেখে অনেকের মনে হজ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

সুনির্দিষ্টভাবে হজের যেসব রীতিকে ইসলামবিরোধীরা "পৌত্তলিকদের থেকে ধার করা" বলে অভিযোগ করে সেগুলো হচ্ছে :

- কা'বাকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে ঘোরা
- হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরকে চুমু খাওয়া
- সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো ও শয়তানকে পাথর ছোড়া

এখন আমরা অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

◘ কা'বাকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে ঘোরা (তাওয়াফ)

হজ ও উমরার সময়ে মুসলিমরা তাওয়াফ করে বা কা'বাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এই ঘূর্ণন হয় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে (anti clockwise)। খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের মতে, এভাবে একটি ইমারতকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে ঘোরা পৌত্তলিকদের রীতি। তাদের মধ্যে কারও কারও যেমন : খ্রিষ্টান প্রচারক ডেভিড উডের মতে এর কারণ হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র এবং ৫টি গ্রহকে উপাস্য সাব্যস্ত করে পৌত্তলিক রীতির অনুকরণ। এ রকম নানা উদ্ভট অভিযোগ তারা করে থাকে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, সব থেকে অজ্ঞ মুসলিমটিরও কখনো হজের সময় মাথায় এটা থাকে না যে, সে চাঁদ-সূর্য কিংবা গ্রহের পূজা করছে। অথবা কা'বা গৃহটি আল্লাহ তা'আলার মূর্তি বা প্রতিকৃতি (নাউযুবিল্লাহ)। কা'বা ঘরে

Scanned by CamScanner

উপাসনাকে পৌত্তলিকতার সাথে মিলিয়ে ইসলামবিরোধীরা যেসব অপপ্রচার চালায়, তার সবগুলোর খণ্ডন এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে করা হয়েছে।[২৭৭] যা হোক, এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলিমরা কেন হজ ও উমরার সময়ে কা'বাকে কেন্দ্র করে এভাবে পাক দিয়ে ঘোরে?

উত্তর হচ্ছে—এটিই নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) নির্দেশিত সুন্নাহ পদ্ধতি।[২৭৮] যেহেতু নবী(ﷺ) এভাবে হজ করতে শিখিয়েছেন, মুসলিমরাও আল্লাহর নবীর অনুসরণে এই কাজ করে। কোনো মুসলিম কখনো কোনো পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীকে অনুকরণ করে এটা করে না অথবা কোনো মুসলিম কখনো চাঁদ-সূর্যের পূজা করার নিয়তে এই কাজ করে না (নাউযুবিল্লাহ)। আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই এর ঠিক উল্টো কথা বলা আছে, অর্থাৎ চাঁদ-সূর্যের পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

" তাঁর [আল্লাহর] নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র।

তোমরা সূর্যকে সিজদা কোরো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধু তাঁরই ইবাদত করো।"[২৭৯]

আল কুরআনে যা বলা হয়েছে, ঠিক তার উল্টো জিনিস ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তোলে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা।

ইসলামবিরোধীরা এরপরে যদি বলতে চায়, কা'বা ঘর তাওয়াফ পৌত্তলিক (pagan) উপাসনা না হলে প্রাচীন আরব পৌত্তলিকরা কেন তাওয়াফ করত?

উত্তরে আমরা বলব : আরব পৌত্তলিকদের করা ১০০% কাজই ভুল ছিল না। তারা ছিল ইব্রাহিম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর, তাঁদের একত্ববাদী দ্বীন ধীরে ধীরে তাঁদের বংশধরদের মাঝে বিকৃত হয়েছিল। তাদের ভেতর অল্প কিছু ইব্রাহিমী রীতি রাসুল(ﷺ) এর সময়েও অবশিষ্ট ছিল।[২৮০] এর মধ্যে আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ বা পাক দেওয়া অন্যতম।

আল কুরআনে বলা হয়েছে :

---

২৭৭ দেখুন 'কা'বা ঘরের ব্যাপারে ইসলামবিরোধীদের অভিযোগসমূহ ও তাদের খণ্ডন'

২৭৮ "The virtue of tawaaf around the sacred House" – islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/234172

২৭৯. আল কুরআন, হা-মিম সিজদাহ (ফুসসিলাত) ৪১ : ৩৭

২৮০. আর রাহিকুল মাখতুম -শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) পৃষ্ঠা ৬২ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

"আর স্মরণ করো, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর ***আমি ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।"***[২৮১]

" আর স্মরণ করো, যখন আমি ইব্রাহিমকে সে ঘরের (বাইতুল্লাহ, কা'বা) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, "আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাকসাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর জন্য। আর মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে। যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাজির হতে পারে এবং তিনি তাদের চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযিক দিয়েছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও। তারপর তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং ***প্রাচীন ঘরের (কা'বা) তাওয়াফ করে।"***[২৮২]

অর্থাৎ এই তাওয়াফ ছিল স্বয়ং ইব্রাহিম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর সময় থেকেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রীতি। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন নব উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতি ও পৌত্তলিকতা বিস্তার লাভ করে। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের মধ্য থেকে নব উদ্ভাবন ও পৌত্তলিকতাগুলো দূর করে দেন এবং ইব্রাহিমী রীতিগুলোকে আল্লাহর নির্দেশে বহাল রাখেন। ইসলামবিরোধীরা যদি এরপরেও গোঁয়ারের মত বলতে চায় যে, আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা বা ঘোরা ইব্রাহিমী রীতি নয়, তাহলে আমরা বলব, আপনারা কি 'হজ' শব্দটির তাৎপর্য জানেন? আরবি 'হজ'(حَجّ) শব্দটি হিব্রু হাগ/খাগ(חג) শব্দের ইকুইভ্যালেন্ট শব্দ। এমনকি বিখ্যাত *বাইবেলের* ওয়েবসাইট Biblehub এ ডিকশনারি অংশে এই হিব্রু শব্দটি ব্যাখ্যা করতে আল কুরআনের আরবি 'হজ'(حَجّ) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এমন একটি শব্দ যেটি বাইবেলে বনি ইস্রাঈল জাতির হজ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। Hebrew Language Detective ওয়েবসসাইট Balashon এও হিব্রু শব্দটি ব্যাখ্যা করতে আল কুরআনের 'হজ'(حَجّ) শব্দটি উল্লেখ করা

---

২৮১. আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১২৫

২৮২. আল কুরআন, হাজ্জ ২২ : ২৬-২৯

Scanned by CamScanner

হয়েছে।[২৮৩] এই হিব্রু শব্দটির ধাতুমূল (root-word) হচ্ছে חוג (খুগ/হুগ) যার মানে হচ্ছে "to make a circle" বা "move in a circle" অর্থাৎ কোনো বৃত্ত তৈরি করা। এই শব্দটির সাথে পাক দেওয়া বা ঘোরানোর একটি সম্পর্ক আছে। এই কারণে হিব্রু ভাষায় টেলিফোনের ডায়ালের ক্ষেত্রে এই শব্দমূল থেকে উদ্ভুত חיוג (খেউগ/হেউগ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[২৮৪] তাই হিব্রুতে ইহুদিদের pilgrimage বা হজ বোঝাতে ব্যবহৃত 'হাগ' শব্দটি দিয়ে সরাসরি "পাক দিয়ে ঘোরা"ও বোঝানো হয়।[২৮৫]

আমরা এতক্ষণ শব্দটির উৎপত্তি ও তাৎপর্য আলোচনা করলাম। এবার আমরা বনী ইস্রাঈলের প্রাচীন ইতিহাসে ফিরে যাই। বনী ইস্রাঈলে আল্লাহ তা'আলা বহু নবী-রাসুল প্রেরণ করেন এবং এককালে তারা ছিল নবী-রাসুলদের দ্বীনের অনুসারী (যদিও পরবর্তীকালে তারা সেই সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়)। ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের কিবলা হিসাবে গণ্য করে। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিদের সেকেন্ড টেম্পল বা বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হয়। এর আগে প্রাচীন ইহুদিরা কীভাবে তাদের হজ বা pilgrimage সম্পাদন করত? বাইতুল মুকাদ্দাসে ইহুদিদের হজ করা রীতি হচ্ছে : বাইতুল মুকাদ্দাসকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে (anti clockwise) ৭ বার পাক দিয়ে ঘোরা বা তাওয়াফ করা—ঠিক যেভাবে মুসলিমরা কা'বাকে ৭ বার তাওয়াফ করে![২৮৬] মুসলিমদের হজের সময় ৭ বার তাওয়াফ করাকে 'পৌত্তলিক'(!) রীতি বলে অভিহিত করে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা, অথচ এই একইভাবে প্রাচীন ইহুদিরা

---

২৮৩ "Strong's Hebrew 2282. חג (chag) -- a festival gathering, feast, pilgrim feast"
http://biblehub.com/hebrew/2282.htm
■ "What Are Pilgrimage Festivals _ My Jewish Learning"
http://www.myjewishlearning.com/article/pilgrimage-festivals/
■ "Balashon - Hebrew Language Detective chag"
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html
২৮৪ "Strong's Hebrew 2328. חוג (chug) -- to draw around, make a circle"
http://biblehub.com/hebrew/2328.htm
■ "Balashon - Hebrew Language Detective chag"
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html
২৮৫ The Christian's Biblical Guide to Understanding Israel - Insight Into God's Heart For His People By Doug Hershey; Page 49
২৮৬ "The Second Temple" (Jewish Virtual Library)
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple
■ "Similarities between Masjid al-Haram and the Jewish Temple | Judaism and Islam – comparing the similarities between Judaism and Islam"
http://www.judaism-islam.com/similarities-between-masjid-al-haram-and-the-jewish-temple/

Scanned by CamScanner

বাইতুল মুকাদ্দাসে হজ করত বলে তাদের নথিপত্রে উল্লেখ আছে, এভাবে হজ করা তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধান। মুসলিমদের হজের তাওয়াফ যদি পৌত্তলিক রীতিই হতো, তাহলে কীভাবে এর সাথে প্রাচীন ইহুদিদের হজের মিল পাওয়া যাচ্ছে? মুসলিমদের ৭ বার তাওয়াফকে ডেভিড উড এর মতো খ্রিষ্টান মিশনারিরা চাঁদ-সূর্য ও গ্রহের পূজা বলে মিথ্যাচার করে, অথচ ইহুদিদের ব্যাপারে কেন তারা এই অভিযোগ তোলে না? কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড?

ইসলামবিরোধীরা এবার হয়তো নড়েচড়ে বসে বলবে : বুঝতে পেরেছি, মুহাম্মাদ(ﷺ) নিশ্চয়ই হজের রীতি ইহুদিদের নিকট থেকে কপি করেছেন; মদীনায় তো অনেক ইহুদি বাস করত...

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, মদীনার ইহুদিরা মোটেও ওভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসে হজ করত না। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার পর থেকে ইহুদিরা আর বাইতুল মুকাদ্দাসে হজ করে না। ৭০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ৭ বার তাওয়াফ করে হজ করত।[২৮৭]

During the holiday Jews and non-Jewish "Bnei Noah" would circle the Altar seven times, outside of the soreg (fence) that separated the court of the Israelites from the court of the nations

Pilgrims join processions of hundreds of thousands of people, who simultaneously converge on Mecca for the week of the Hajj, and perform a series of rituals. Each person walks counter-clockwise seven times about the Kabah.

"Divine Diversity: An Orthodox Rabbi Engages with Muslims" by Ben Abrahamson

---

২৮৭ The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah by Joseph Katz & Ben Abrahamson
■ "The Second Temple" (Jewish Virtual Library)
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple

Scanned by CamScanner

মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পক্ষে কি সম্ভব ছিল তাঁর সময় থেকে ৫০০ বছর আগের ইহুদিদের রীতি-নীতি নকল করার? নাকি এটা ভাবাই অধিক যুক্তিসংগত যে, এক আল্লাহর থেকেই বিধানটি এসেছে বলে এই মিল দেখা যাচ্ছে? প্রশ্নটা না হয় তাদের জন্যই তোলা থাকুক, যারা চিন্তা করতে জানে।

বাইবেলের নতুন নিয়ম (New Testament) অংশে যিশুখ্রিষ্ট বনী ইস্রাঈলের প্রাচীন নবীদের সকল আইন ও বিধানকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি এগুলো পূর্ণ করতে এসেছেন বলে দাবি করেছেন। তিনি নবীদের শিক্ষা মেনে চলতে বলেছেন।[২৮৮] আমরা দেখেছি যে, ইহুদিদের নথিপত্র অনুযায়ী বনী ইস্রাঈলের প্রাচীন নবীদের অনুসারীদের হজ অনেকটাই মুসলিমদের হজের মতো ছিল। যেসব খ্রিষ্টান মিশনারি ইসলামী হজকে 'পৌত্তলিক' বলে অপপ্রচার করেন, তাদের নিকট প্রশ্ন রাখব, যিশুখ্রিষ্টও কি তবে 'পৌত্তলিকতা' কে সমর্থন করেছেন?!!

◘ হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরকে চুমু খাওয়া

হজের সময়ে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরকে চুমু খাওয়া নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারি ও নাস্তিক-মুক্তমনারা বহুমুখী অভিযোগ তোলে। অভিযোগগুলো শুধু মিথ্যাই নয়; অশ্লীলও।

প্রথমত, তারা বলতে চায়, হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর নাকি নারীদের যোনির প্রতিকৃতি যাতে মুসলিমরা চুম্বন করে (নাউযুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ)।

এই অভিযোগের আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামবিরোধীরা হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরের ওপরিভাগের ছবিতে এর রুপালি বর্ণের ধারকটির আকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে এই উদ্ভট অভিযোগ তোলে। শিয়াদের একটি ফির্কা কারামিতারা ৩১৭ হিজরিতে কা'বা থেকে হাজরে আসওয়াদ লুট করে, ২২ বছর পর ৩৩৯ হিজরিতে তা উদ্ধার করা হয়। এই ২২ বছর হাজরে আসওয়াদ ছাড়াই হজ সম্পাদিত হয়েছিল। কারামিতারা হাজরে আসওয়াদ ভেঙে টুকরো

---

২৮৮. "ভেবো না যে আমি [যিশু] মোশির [মুসা (আ.)] বিধি-ব্যবস্থা ও নবীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি আকাশ ও পৃথিবীর লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গও লোপ হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে। তাই কেউ যদি এইসব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গন্য হবে। কিন্তু যাঁরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গন্য হবে। (বাইবেল, মথি(Matthew) ৫:১৭-১৯)

Scanned by CamScanner

টুকরো করে ফেলেছিল।[২৮৯] টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া পাথরটিকে একত্রে জোড়া দিয়ে একটা গোল ধারক বা ফ্রেমের ভেতর স্থাপন করা হয়েছে। যে কারণে আমরা বর্তমানে গোল রুপালি রঙের ফ্রেমের মাঝে কালো পাথর বা হাজরে আসওয়াদ দেখি। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা পূর্ণ হাজরে আসওয়াদের ছবি দেখি, তাহলে কোনোভাবেই এর সাথে নারীদের যোনির আকৃতির কোনো মিল পাওয়া যাবে না (নাউযুবিল্লাহ)। দেখুন হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরের পূর্ণ আকৃতি কীরূপ :

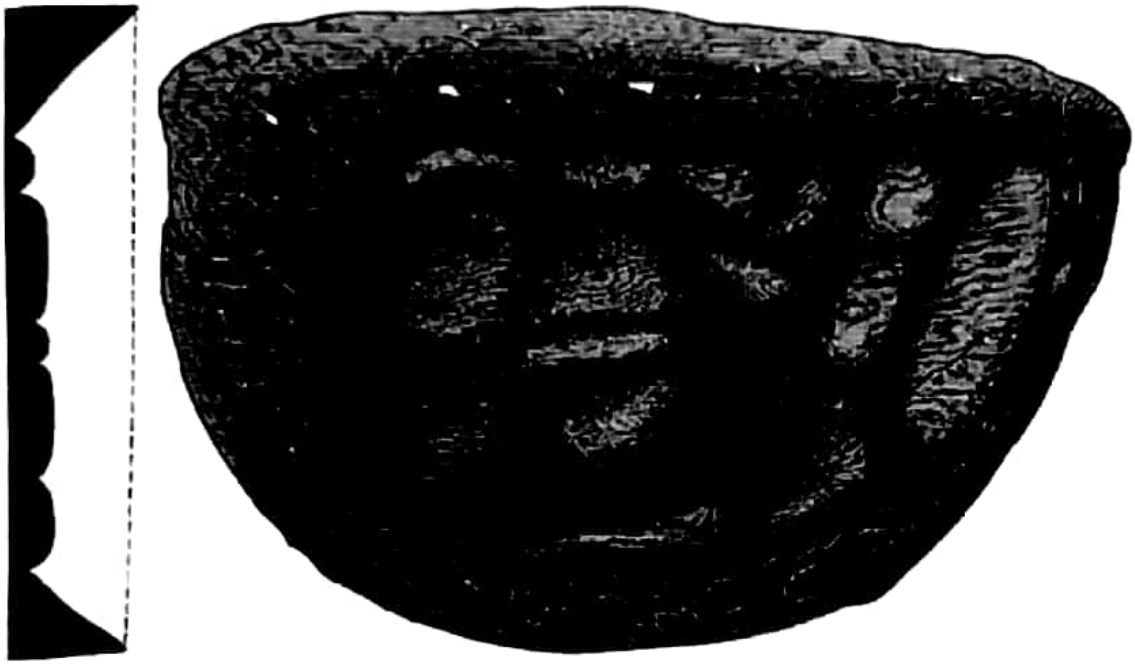

Side view. Front view of the Black Stone.

প্রাচ্যবিদ *William Muir* এর লেখা মুহাম্মাদ (ﷺ)এর জীবনী *The Life of Muḥammad, page 29*

মানুষ তো তার সন্তানকেও ভালোবেসে চুম্বন করে। এর মানে কি মানুষ তার সন্তানের উপাসনা করে? কোনো পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর উপাসনার রীতি যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলেও আমরা এর সাথে মুসলিমদের কোনো মিল খুঁজে পাই না। কোনো ক্যাথোলিক খ্রিষ্টান কি চার্চে গিয়ে মরিয়ম(আ.) কিংবা যিশুর মূর্তিকে চুমু খায়? কিংবা কোনো হিন্দু কি কখনো মন্দিরে পূজার সময় দুর্গা, সরস্বতী, কালি এসব দেব-দেবীর মূর্তিতে চুমু খায়? হাজরে আসওয়াদকে মুসলিমরা কখনোই আল্লাহ তা'আলার মূর্তি বা প্রতিকৃতি মনে করে না (নাউযুবিল্লাহ), একে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিকও মনে করে না, এর কাছে কোনো সাহায্যও চায় না। শুধু নবী(ﷺ) এর সুন্নাত হিসাবে মুসলিমরা হজের

---

২৮৯ "Questions about the Black Stone" – islamQA(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/45643

Scanned by CamScanner

সময় একে চুম্বন করে। অথচ পৌত্তলিকরা যেসব বস্তুর পূজা করে সেগুলো হয় তাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি, নয়তো তারা সেগুলোর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে। কাজেই হাজরে আসওয়াদকে পৌত্তলিকতার সাথে মেলানো অত্যন্ত অযৌক্তিক একটি অভিযোগ।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথরমাত্র, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। নবী(ﷺ)কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[২৯০]

হাজরে আসওয়াদের উৎস কী? এটি কা'বা ঘরে কেন রয়েছে?

কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতা জিব্রাঈল(আ.) হাজরে আসওয়াদ কা'বার স্থানটিতে রাখেন এবং ওই স্থানের ওপরেই ইব্রাহিম(আ.) কা'বা নির্মাণ করেন।[২৯১]

এ ক্ষেত্রে আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, *বাইবেল* অনুযায়ী বনী ইস্রাঈল জাতির কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের (Temple Mount/মহামন্দির) গোড়াপত্তনের সাথেও একটি পাথর জড়িয়ে আছে! বাইবেল অনুযায়ী—ইস্রায়েল জাতির পিতা যাকোব {ইয়া'কুব(আ.)/Jacob} একটি বিশেষ পাথরের ওপরে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন! শুধু তা-ই না, যাকোব {ইয়া'কুব(আ.)} সেই পাথরটিকে স্তম্ভের মতো করে দাঁড় করান এবং ভক্তিভরে তার ওপর তেল ঢালেন![২৯২]

খ্রিষ্টান মিশনারীরা কা'বা ঘরের হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন, অথচ তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থে Temple Mount বা বাইতুল মুকাদ্দাসের গোড়াপত্তনের সাথে একটি পাথর জড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। যাকোব {ইয়া'কুব(আ.)}কে তারাও নবী বলে মানেন। মুসলিমদের হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা তাদের কাছে 'পৌত্তলিক আচরণ' হয়ে যায়, কিন্তু যাকোব কর্তৃক Temple Mount এর পাথরে ভক্তিভরে তেল ঢালা তাদের কাছে কোনো পৌত্তলিকতা হয় না।

কেন এই দ্বিমুখী আচরণ?

---

২৯০ সহীহ বুখারী; হাদিস নং ১৫০২

২৯১ দারসে তিরমিযি, মুফতি তাকি উসমানী; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭

২৯২ বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis/পয়দায়েশ) ২৮ : ১০-২২ দ্রষ্টব্য

Scanned by CamScanner

বাংলার নাস্তিক-মুক্তমনাদেরও কখনো দেখিনি এই ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে। অথচ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব সময়েই তাদের সরব দেখা যায়।

সেই পাথরটির (হিব্রুতে : Even Ha-Shetiya) ওপরেই বনী ইস্রাঈলের নবীগণের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ (Temple Mount) ছিল এবং হাজার হাজার বছর ধরে সেটা ইহুদিদের কিবলা। পাথরটি আজও সে স্থানে আছে। সেই পাথরের স্থানে ফিলিস্তিনে বাইতুল মুকাদ্দাস এরিয়ার ভেতরে বর্তমানে সোনালি গম্বুজের কুব্বাতুস সাখরা (Dome of Rock) মসজিদ রয়েছে।[২৯৩]

হজকে ব্যঙ্গ করে খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুসলিমদের পাথরের উপাসক(!) বা 'উল্কা উপাসক' বলে অভিহিত করে, অথচ খোদ বাইবেলে বলা আছে যে ঈশ্বর একজন পাথর এবং *বাইবেলে* বহু জায়গায় "ঈশ্বর-পাথরের" বন্দনাগীত করা হয়েছে! এমনকি বাইবেলে এ কথাও বলা হয়েছে : "যাবতীয় প্রশংসা পাথরের"!!

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? তাহলে দেখুন : *বাইবেল* এর ২ শামুয়েল (2 Samuel) ২২ : ২-৩, ২২ : ৪৭; গীতসংহিতা (সাম সঙ্গীত/জবুর শরীফ/Psalms) ১৮ : ২, ১৮ : ৪৬, ১৯ : ১৪, ২৮ : ১, ৩১ : ২-৩, ৪২ : ৯, ৬২ : ২, ৬, ৭১ : ৩, ৯২ : ১৫, ১৪৪ : ১। প্রকৃতপক্ষে *বাইবেলজুড়ে* "পাথর-ঈশ্বরের" এত পরিমাণে বন্দনাগীত করা হয়েছে যে, এর রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। ইংরেজি *বাইবেলের* পিডিএফের সার্চ অপশনে গিয়ে 'my rock' লিখে সার্চ দিলে বহুবার "পাথর ঈশ্বরের" অথবা শুধু পাথরের প্রচুর বন্দনা পাওয়া যাবে। খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুসলিমদের 'পাথরের উপাসক' বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়, অথচ তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থের অবস্থা এইরূপ।

◘ সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো ও শয়তানকে পাথর ছোড়া

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আরব পৌত্তলিকদের করা ১০০% কাজই ভুল ছিল না। তারা ছিল ইব্রাহিম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন নব উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতি ও পৌত্তলিকতা

---

২৯৩ "Foundation Stone" (Wikipedia: The Free Encyclopedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone#Jewish_significance
■"The Temple Institute: A CALL TO REMEMBER"
http://www.templeinstitute.org/a-call-to-remember.htm

Scanned by CamScanner

বিস্তার লাভ করে। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের মধ্য থেকে নব উদ্ভাবন ও পৌত্তলিকতাগুলো দূর করে দেন এবং ইব্রাহিমী রীতিগুলোকে আল্লাহর নির্দেশে বহাল রাখেন। সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো ও শয়তানকে পাথর ছোড়া—এগুলোও ইব্রাহিমী রীতি—যেগুলোকে মুহাম্মাদ(ﷺ) বহাল রেখেছিলেন। নবী ইব্রাহিম(আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর স্ত্রী হাযেরা(আ.) এবং শিশুপুত্র ইসমাঈল(আ.)কে আরবের মরুভূমিতে রেখে এসেছিলেন এবং পিপাসার্ত শিশু ইসমাঈল(আ.) এর পানির জন্য তাঁর মা হাযেরা(আ.) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার দৌড়েছিলেন।[২৯৪] এ ছাড়া, পুত্রকে কুরবানী করতে যাবার সময় ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানের উদ্দেশে নবী ইব্রাহিম(আ.) পাথর ছুড়েছিলেন।[২৯৫] ইব্রাহিম(আ.), হাযেরা(আ.), ইসমাঈল(আ.)—তাঁরা সকলেই তাকওয়া অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের এই কর্মগুলোকেই মুহাম্মাদ(ﷺ) এর শরিয়তে হজের আনুষ্ঠানিকতার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনার কোনো ব্যাপার নেই। সাধারণ যুক্তির আলোকেও আমরা বলতে পারি—পৌত্তলিকরা কি কখনো তাদের উপাস্য দেবতার মূর্তিকে ঘৃণা করে বা পাথর ছোড়ে? নাকি তার উল্টো কাজ করে, মূর্তিকে ভক্তি করে এবং ফুল ও বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে পূজা করে? একই কথা সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানোর ক্ষেত্রেও। এখানে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ছাড়া মুসলিমদের মানসপটে আর কোনো কিছু থাকে না।

যারা হজের ভেতর বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক কর্মের অনুকরণমূলক কর্মকাণ্ডকে 'পৌত্তলিকতা' বলে, তাদের আসলে মিল্লাতে ইব্রাহিম {ইব্রাহিম(আ.) এর ধর্মাদর্শ} কিংবা পৌত্তলিকতা এর কোনোটা সম্পর্কেই সম্যক ধারণা নেই। মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পূর্বেও অনেক নবী-রাসুল এসেছিলেন এবং তাঁরাও ইব্রাহিম(আ.) এর দ্বীনেরই তথা ইসলামের অনুসরণ করতেন। বনী ইস্রাঈল বংশে বহু নবী-রাসুল এসেছেন এবং প্রাচীন ইহুদিরা ছিল নবী-রাসুলদের অনুসারী। তাদের ধর্মেও ছিল হজের বিধান। তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃত হলেও এখনো তাতে কিছু প্রাচীন বিধি-বিধান রক্ষিত আছে। তাদের ধর্মগ্রন্থে তিনটি

---

২৯৪ সহীহ বুখারী, ৩১২৫ নং হাদিস দ্রষ্টব্য

২৯৫ The Ka'bah from the prophet Ibrahim till now By Fathi Fawzi Abd al-Mu'ti; page 11-12

Scanned by CamScanner

হজের বিধান পাওয়া যায়।[২৯৬] তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী—বনী ইস্রাঈলের শরিয়তে হজের বিধানেও কিছু প্রাচীন প্রসিদ্ধ ঘটনার অনুকরণের নির্দেশ রয়েছে। ইহুদিদের কিতাব অনুযায়ী, মুসা(আ.) ও ফিরআউনের সময়ে মিসর ত্যাগ করে চলে যাবার আগে বনী ইস্রাঈলের মানুষেরা পশু কুরবানী করেছিল এবং তাড়াহুড়ার কারণে খাবার জন্য খামির (leaven) ছাড়া রুটি তৈরি করেছিল। এই ঘটনার স্মরণে ইহুদিরা তাদের 'নিস্তার পর্ব' {Pesach/Passover} pilgrimage এ পশু কুরবানী করত এবং খামিরবিহীন রুটি তৈরি করত। আজ পর্যন্ত ইহুদিরা এভাবেই Passover উদ্‌যাপন করে। মুসা(আ.) যখন বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তখন তারা সেই বিস্তীর্ণ যাত্রাপথে দীর্ঘকাল মরুভূমিতে খোলা আকাশের নিচে তাঁবুতে রাত কাটিয়েছেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ইহুদিরা তাদের Chag Sukkot বা Sukkot pilgrimage এ খোলা প্রান্তরে ছোট ছোট তাঁবুতে থাকে।[২৯৭] এমনকি *বাইবেলের* নতুন নিয়ম (New testament) অনুযায়ী যিশুখ্রিষ্ট তাওরাতের শরিয়তের সকল আইন অনুমোদন করেছেন এবং তিনি ইহুদিদের Pilgrimage feast উদ্‌যাপন করতেন।[২৯৮] মুসলিমরা যদি পৌত্তলিক(!) হয়, তাহলে তো যিশুখ্রিষ্টও পৌত্তলিক হয়ে যাচ্ছেন!

খ্রিষ্টান মিশনারিদের কখনো দেখা যায় না ইহুদিদের pilgrimage এ এই অনুকরণমূলক কাজগুলোকে 'পৌত্তলিকতা' বলতে, কেননা তাহলে যে তাদের নিজ ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, খোদ যিশুখ্রিষ্ট যে এ সকল আচার-অনুষ্ঠান অনুমোদন করে গিয়েছেন। জার্মানির ভিসালোভী নাস্তিক-মুক্তমনাদেরও আর *বাইবেলের* pilgrimage নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় না; তাদের যত আপত্তি মুসলিমদের pilgrimage বা হজ নিয়ে।

পরিশেষে এটাই বলব যে, দ্বীন ইসলামের অন্যতম রুকন বা ভিত্তি হজ এর অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পৌত্তলিকতার লেশমাত্রও নেই এবং তা বিশুদ্ধ একত্ববাদী

---

২৯৬ Jewish Tanakh, Shemot(Exodus), অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য
■ Three pilgrimage festivals(Wikipedia: The Free Encyclopedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pilgrimage_Festivals
২৯৭ "3 Jewish Feasts of the Old Testament You Should Know"
http://www.seedbed.com/3-jewish-feasts-old-testament-know/
■ "Judaism 101—Sukkot"
http://www.jewfaq.org/holiday5.htm
■ "The 3 Annual Biblical Pilgrim Feasts"
http://www.bibletruth.cc/LetUsGoUp.htm
২৯৮. বাইবেল, মথি (Matthew) ৫ দ্রষ্টব্য ১৮-১৭:২৬ এবং ২০-১৭:

Scanned by CamScanner

ইব্রাহিমী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা হজের অনুষ্ঠানাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, একরাশ অজ্ঞতা ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ছাড়া তাদের দাবির কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই।

"বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইব্রাহিমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করো এবং সে মুশরিক (অংশীবাদী)দের অন্তর্গত ছিল না।

নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ওই ঘর যা বাক্কায় (মক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক। তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে (যেমন) মাকামে ইব্রাহিম (ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা)। যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে।

আল্লাহর জন্য উক্ত ঘরের হজ করা লোকেদের ওপর আবশ্যক—যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে; এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বজাহানের মুখাপেক্ষী নন।

বলো হে কিতাবধারীরা (ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়), তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি অবিশ্বাস করছ? তোমরা যা করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সাক্ষী।"[২৯৯]

---

২৯৯. আল কুরআন, আলি ইমরান ৩ : ৯৫-৯৮

Scanned by CamScanner

ফেসবুকে অনেক বিশ্বাস ও আদর্শের মানুষজনের সাথেই আমার কথা হয়। অবধারিতভাবেই উদ্দেশ্য থাকে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। এদের মধ্যে ইহুদিদের সাথে আলোচনাগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করার মতো। কেননা, তাদের ধর্ম ইসলামের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। সত্যের মুখোমুখি হলে অনেক সময়েই তাদের মধ্যে উপলব্ধির ছাপ স্পষ্ট হয়ে যায়। যদিও এই উপলব্ধি সব সময়ে বিশ্বাসে অনূদিত হয় না। ইস্রায়েলী এক ইহুদির সাথে এমনই এক কথোপকথন এখানে উল্লেখ করছি। তিনি উচ্চতর ইহুদি র‍্যাবাইদের (Jewish rabbi) থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন পণ্ডিত ইহুদি।

আমি : আপনাদের তাওরাতে[৩০০] একজন নবীর কথা বলা আছে, যিনি বনী ইস্রাইলীদের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন। এবং তিনি হবেন মুসা(আ.) এর মতো। তাঁর আনুগত্য না করলে আল্লাহ বনী ইস্রাইলীদের পাকড়াও করবেন। তিনি মুহাম্মাদ(ﷺ)।

ইহুদি পণ্ডিত : হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলা আছে। তবে তিনি মুহাম্মাদ(ﷺ) নন। তিনি আমাদের ইহুদিদের মাসিহ। তাঁর আসার সময় এখনো হয়নি। তিনি ভবিষ্যতে আসবেন।[৩০১]

আমি : কিন্তু মাসিহ তো বনী ইস্রাঈল থেকে আসবার কথা, তাই না? এই নবী তো বনী ইস্রাঈলদের থেকে আসবেন না, বরং তাদের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন বলে আপনাদের তাওরাতে বলা আছে।

---

৩০০ 'তাওরাত'(تورات) হচ্ছে নবী মুসা(আ.) এর নিকট আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব। সাধারণভাবে বাইবেলের ১ম ৫টি বইকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মুসা(আ.) এর 'তাওরাত'(Torah) বলে গণ্য করে। হিব্রু ভাষায় তাওরাত(תורה) মানে 'আইন' বা 'বিধান'। এই ৫টি বই Pentateuch নামেও পরিচিত। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অংশটি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কমন ধর্মগ্রন্থ। ইহুদিরা একে Tanakh বলে। ঈসা(আ.) এর পূর্বে আগমনকারী বনী ইস্রাঈলের নবীদের নামে লেখা সমুদয় বিকৃত কিতাবগুলোর সংকলন হচ্ছে Tanakh/Old Testament। কখনো কখনো বৃহত্তর অর্থে সমগ্র Tanakh/Old Testament কেও ইহুদিরা 'তাওরাত' বলে অভিহিত করে।
বিস্তারিত জানতে দেখুন : "Judaism 101 Torah"; লিঙ্ক : http://www.jewfaq.org/torah.htm

৩০১. এ ব্যাপারে ইহুদিদের মধ্যে সব থেকে প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে এই নবী হচ্ছেন Joshua Son of Nun(ইউশা বিন নুন)। তবে এই ইহুদি পণ্ডিত এখানে তাদের মাসিহ(Jewish Messiah) তথা মাসিহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন।

Scanned by CamScanner

এখানে পাঠকদের সুবিধার্থে উল্লেখ করে দিচ্ছি যে ইহুদি [ও খ্রিষ্টান]দের তাওরাতে সেই বিশেষ নবীর ব্যাপারে কী বলা আছে।

*"আমি **তাদের ভাইদের মধ্য থেকে** তাদের জন্য **তোমার [মুসা(আ.)] মতো** একজন নবী দাঁড় করাব। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেব সে তা-ই তাদের বলবে। সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।"*[৩০২]

ইহুদিদের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন ইয়া'কুব(আ.) {যাঁর আরেক নাম ইস্রাঈল}, যিনি ছিলেন নবী ইসহাক(আ.) এর সন্তান। ইয়া'কুব(আ.) এর বংশধর বলে ইহুদিদের বলা হয় 'বনী ইস্রাঈল'। অপরদিকে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসমাঈল(আ.)। নবী(ﷺ) এর কুরাইশ বংশ ইসমাঈল(আ.) এর বংশ থেকে এসেছে। ইসমাঈল(আ.) ও ইসহাক(আ.) ছিলেন নবী ইব্রাহিম(আ.) এর ২ ছেলে। যেহেতু নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর কুরাইশ বংশ ইসমাঈল(আ.) এর বংশ থেকে উদ্ভূত এবং ইহুদিরা ইসমাঈল(আ.) এর ভাই ইসহাক(আ.) এর বংশ থেকে উদ্ভূত, সুতরাং কুরাইশরা ইহুদিদের ভ্রাতৃবংশ।

এ তো গেল সাধারণ হিসাবের কথা। এমনকি ইহুদিদের তাওরাতের একাধিক জায়গায় ইসমাঈল(আ.) এর বংশধরদের ইসহাক(আ.) এর বংশধরদের ভাই বলা হয়েছে। যেমন :

*"ইসমাঈল মোট একশো সাইত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেলেন। হবীলা থেকে শূর পর্যন্ত যে জায়গাটা ছিল তাঁর বংশের লোকেরা সেখানে বাস করত। জায়গাটা ছিল মিসরের কাছে, আশেরিয়া যাবার পথে। **তাদের ভাই ইসহাকের বংশধরদের দেশের কাছে তারা বাস করত।**"*[৩০৩]

যা হোক, আমরা এবার মূল কথোপকথনে ফিরে যাই।

ইহুদি পণ্ডিত : কিন্তু আমাদের হিব্রু ভাষায় "তোমাদের ভাই" বলতে বনী ইস্রাঈলকেই বোঝায়, এটা বনী ইসমাঈল [ইসমাঈল(আ.) এর বংশধর] হতে পারে না।

---

৩০২. বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ [Deuteronomy(Christian Bible)/Devarim(Jewish Tanakh)] ১৮ : ১৮-১৯; কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

৩০৩ বাইবেলআদিপুস্তক , /পয়দায়েশ)Genesis/Bereishit২৫ (: ১৭কিতাবুল ;১৮- মোকাদ্দস অনুবাদবাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি। আর ,ও দেখুন : আদিপুস্তক ১৬ : ১১১২-

Scanned by CamScanner

{যদিও তাদের কিতাব অন্য কথা বলছে!}

আমি : কিন্তু আপনাদের তাওরাত প্রমাণ করে এই নবী কোনোমতেই বনী ইস্রাঈল থেকে আসতে পারেন না। তিনি অবশ্যই বনী ইস্রাঈলের বাইরে থেকে আসবেন।

ইহুদি পণ্ডিত : কীভাবে?

আমি : আপনাদের তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy/Devarim) ৩৪ : ১০ এ বলা আছে, বনী ইস্রাঈলে মুসা(আ.) এর মতো আর কোনো নবী নেই।[৩০৪] কী, বলা আছে না?

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৮ এ সেই নবীর ২টা বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে : তিনি বনী ইস্রাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন এবং তিনি হবেন মুসা(আ.) এর মতো। আপনাদের তাওরাত অনুযায়ী মুসা(আ.) এর মতো কোনো নবী বনী ইস্রাঈলে আসবে না।

মুহাম্মাদ(ﷺ) এর বংশ বনী ইস্রাঈলের ভ্রাতৃবংশ এবং তিনি মুসা(আ.) এর মতো। কাজেই এই নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) ছাড়া আর কে? এ ছাড়া যিশাইয় (Isaiah/Yeshayahu) ৪২ : ১-১৭ তে[৩০৫] বলা হয়েছে এই নবী

---

৩০৪ "And there has not arisen a prophet since in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face,"] Deuteronomy 34:10 ,RSV(Revised Standard Version) Bible]

The Sages note the Torah's statement here that in Israel there will never be a Prophet like Moses implies that among the non-Jewish nations there could be such a prophet...

[Artscholl Chumash Commentary on Deuteronomy, p. 187]

৩০৫. মাবুদ বলছেন, "দেখ, আমার গোলাম, যাঁকে আমি সাহায্য করি; আমার বাছাই করা বান্দা [আরবিতে - মুস্তফা], যাঁর ওপর আমি সন্তুষ্ট। আমি তাঁর উপরে আমার রূহ্ দেব [মুহাম্মাদ(ﷺ) এর কাছে রুহুল কুদস জিব্রাঈল(আ.) ওহী নিয়ে আসতেন] আর তিনি জাতিদের কাছে ন্যায়বিচার নিয়ে আসবেন। তিনি চিৎকার করবেন না বা জোরে কথা বলবেন না; তিনি রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার স্বর শোনাবেন না। তিনি থেঁৎলে যাওয়া নল ভাংবেন না আর মিটমিট করে জ্বলতে থাকা সল্‌তে নিভাবেন না। তিনি সততার সংগে ন্যায়বিচার করবেন। দুনিয়াতে ন্যায়বিচার স্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি দুর্বল হবেন না বা ভেংগে পড়বেন না। দূরের লোকেরা তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে।" মাবুদ আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করে মেলে দিয়েছেন; তিনি দুনিয়া ও তাতে যা জন্মায় তা সব বিছিয়ে দিয়েছেন; তিনি সেখানকার লোকদের নিঃশ্বাস দেন আর যারা সেখানে চলাফেরা করে তাদের জীবন দেন। তিনি বলছেন, "আমি মাবুদ তোমাকে ন্যায়ভাবে ডেকেছি; আমি তোমার হাত ধরে রাখব। আমি তোমাকে রক্ষা করব [সূরা মায়িদাহর ৬৭নং আয়াতে আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ)কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] এবং আমার বান্দাদের জন্য তোমাকে একটা ব্যবস্থার মত করব আর অন্যান্য জাতিদের জন্য করব আলোর মত। ["...I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles;" দেখুন Isaiah ৪২:৬, ইংরেজি বাইবেল : NIV, KJV ও ASV ভার্সন] তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দেবে, জেলখানা থেকে বন্দীদের মুক্ত করবে আর সেখানকার অন্ধকার গর্তে রাখা লোকদের

Scanned by CamScanner

অইহুদিদের মধ্যে প্রচার করবেন, মূর্তিপূজকদের লজ্জিত করবেন, কেদারের [আরবিতে 'কায়দার', ইহুদিদের কিতাবমতে ইসমাঈল(আ.) এর মেঝো ছেলে] বাসভূমির(মক্কা) লোকেরা উচ্ছ্বসিত হবে, তিনি ধর্মীয় যুদ্ধ করবেন, তিনি বিনয়ী হবেন, পথেঘাটে কণ্ঠস্বর উচ্চ করবেন না। তিনি পূর্ববর্তী নবীর বেশ পরে আসবেন, সাগরের তীরের লোকেরা তাঁর আইনের অপক্ষায় থাকবে, তিনি তাঁর ভূমিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তারপর ক্ষান্ত হবেন। তিনি হবেন অই হুদিদের (gentiles) প্রতি আলোস্বরূপ।

আপনাদের মাসিহ তো বনী ইস্রাইলী। কিন্তু এই নবীর তো বনী ইস্রাইলী হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

এই নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) ছাড়া আর কে?

কথোপকথনের এই পর্যায়ে একটু বিরতি নিয়ে পাঠকদের জন্য মুসা(আ.) এর সাথে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মিলগুলো উল্লেখ করছি, যেহেতু এখানে বার বার বলা হচ্ছে তাওরাতে যে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তিনি মুসা(আ.) এর মতো। মুসা(আ.) এর সাথে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর অনেক মিল রয়েছে। বনী ইস্রাঈলী

বের করে আনবে। "আমি মাবুদ, এ-ই আমার নাম। আমি অন্যকে আমার গৌরব কিংবা মূর্তিকে আমার পাওনা প্রশংসা পেতে দেব না। দেখ, আগেকার ঘটনাগুলো ঘটে গেছে আর এখন আমি নতুন ঘটনার কথা ঘোষণা করব; সেগুলো ঘটবার আগেই তোমাদের কাছে তা জানাচ্ছি। হে সাগরে চলাচলকারীরা, সাগরের মধ্যেকার সব প্রাণী, হে দূরের দেশগুলো আর তার মধ্যেকার বাসিন্দারা, তোমরা সবাই মাবুদের উদ্দেশে একটা নতুন কাওয়ালী গাও, দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে তাঁর প্রশংসার কাওয়ালী গাও। মরুভূমি ও তার শহরগুলো জোরে জোরে প্রশংসা করুক; কায়দারীয়দের [ইসমাঈল(আ.) এর ছেলে কায়দারের বংশধর; দেখুন বাইবেল, আদিপুস্তক ২৫ : ১৩] গ্রামগুলোও তা করুক, শেলার [মদীনার একটি পাহাড়] লোকেরা আনন্দে কাওয়ালী করুক, পাহাড়ের চূড়াগুলো থেকে আনন্দে চিৎকার করুক। তারা মাবুদের গৌরব করুক; দূরের দেশগুলোর মধ্যে তাঁর প্রশংসা ঘোষণা করুক। একজন শক্তিশালী লোকের মত করে মাবুদ বের হয়ে আসবেন; তিনি যোদ্ধার মত তাঁর আগ্রহকে উত্তেজিত করবেন; তিনি চিৎকার করে যুদ্ধের হাঁক দেবেন আর শত্রুদের উপর জয়ী হবেন। "আমি মাবুদ অনেক দিন চুপ করে ছিলাম [সূরা মায়িদাহর ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসুল আগমনের এক দীর্ঘ বিরতির পর মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আগমন হয়েছে]; আমি শান্ত থেকে নিজেকে দমন করে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীলোকের মত আমি চিৎকার করছি, শ্বাস টানছি ও হাঁপাচ্ছি। আমি পাহাড়-পর্বতগুলো গাছপালাহীন করব আর সেখানকার সমস্ত গাছপালা শুকিয়ে ফেলব; আমি নদীগুলোকে দ্বীপ বানাব আর পুকুরগুলো শুকিয়ে ফেলব। আমি অন্ধদের তাদের অজানা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব, যে পথ তারা জানে না সেই পথে তাদের চালাব। তাদের আগে আগে আমি অন্ধকারকে আলো করব আর অসমান জায়গাকে সমান করে দেব। এ সবই আমি করব, নিশ্চয়ই করব। কিন্তু যারা খোদাই করা মূর্তির ওপর ভরসা করে, যারা ছাঁচে ঢালা মূর্তিগুলোকে বলে, 'তোমরা আমাদের দেবতা,' আমি তাদের ভীষণ লজ্জায় ফেলে ফিরিয়ে দেব। [বাইবেল, যিশাইয় (Isaiah/Yeshayahu) ৪২ : ১-১৭; কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি। ওপরে বাইবেলের পদগুলোতে ব্রাকেটে ব্যাখ্যামূলক কথাগুলো লেখকের যোগ করা।]

Scanned by CamScanner

নবীদের মধ্যে মুসা(আ.) এর অনন্য গুণ হচ্ছে তিনি তাওরাতের আইন পেয়েছেন। এই গুণ বনী ইস্রাঈলের আর কারও নেই। ইউশা বিন নুন(আ.) তাওরাতের মতো কোনো আইনগ্রন্থ পেয়েছেন বলে ইহুদিদের কিতাবে উল্লেখ নেই, মাসিহ ঈসা(আ.) নতুন কোনো আইন নিয়ে আসেননি; বরং তিনি তাওরাতকে সমর্থন করেছেন বলে খ্রিষ্টানদের *বাইবেলের* নতুন নিয়মে (New Testament) উল্লেখ আছে। মুহাম্মাদ(ﷺ) এর ওপর নাজিলকৃত কুরআনে তাওরাতের মতোই আইন-কানুন আছে। মুসা(আ.) এবং মুহাম্মাদ(ﷺ) উভয়ই সব শিষ্য নিয়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসা(আ.) মিসর থেকে ফিলিস্তিনের দিকে এবং মুহাম্মাদ(ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মুসা(আ.) এবং মুহাম্মাদ(ﷺ) উভয়কেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্প্রদায়ের সবাই নবী হিসাবে মেনে নেয় এবং তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শাসক হন। উভয় নবীই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন। আরও অনেক মিল আছে। কুরআনে ১৩৬ বার মুসা(আ.) এর নাম এসেছে, মুহাম্মাদ(ﷺ)কে বার বার মুসা(আ.) এর কথা স্মরণ করানো হয়েছে। এমনকি আল কুরআনেও মুহাম্মাদ(ﷺ)কে মুসা(আ.) এর সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ রাসুল পাঠিয়েছি, যেমনিভাবে ফিরআউনের কাছে রাসুল [মুসা(আ.)] পাঠিয়েছিলাম।"

মুসা(আ.) এর সাথে অন্য কোনো নবীর এত মিল দেখানো সম্ভব নয়, যতটা না তাঁর সাথে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর মিল আছে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত ইহুদি পণ্ডিত যা বললেন :

ইহুদি পণ্ডিত : আমাদের গুরুজনেরা কিতাব ঠিক এভাবে ব্যাখ্যা করে না। কাজেই আপনার ব্যাখ্যা আমি নেব না।

যদিও আপনার কথায় যুক্তি আছে...

পরবর্তী সময় ওই ইহুদি পণ্ডিত আমাকে আনফ্রেন্ড করে দেন।

সেই ইহুদির সাথে কথোপকথন এখানেই শেষ। তিনি শেষ পর্যন্ত সত্য গ্রহণ করেননি, তাদের কিতাবে উল্লেখিত মুসা(আ.) এর মতো সেই নবীর দ্বীন গ্রহণ করেননি। কিন্তু এ কথোপকথনে এ সত্য পরিষ্কার হয়েছে যে—বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও এখনো তাদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর উল্লেখ আছে।

Scanned by CamScanner

"আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।" [৩০৬]

এবার একটা আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার উল্লেখ করব। পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই ৩১৭ নং টীকায় উল্লেখিত যিশাইয় ৪২ : ১-১৭ দেখে ফেলেছেন। না দেখে থাকলে এখন দেখে নিন। এবার আমি *সহীহ বুখারী* থেকে ২টি হাদিস উল্লেখ করছি :

মুহাম্মাদ ইবন সিনান (র.)... আতা ইবন ইয়াসার(র.) সূত্রে বর্ণিত, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস(রা.)কে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর গুণাবলি বর্ননা করুন।

তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহর কসম, কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলি তাওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে : "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং উম্মীদের [ইহুদিরা অইহুদি জাতি (gentile) আরবদের 'উম্মী' (অশিক্ষিত) বলে ডাকত] রক্ষক হিসাবেও। আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসুল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহর ওপর ভরসাকারী) রেখেছি। তিনি মন্দ স্বভাবের নন, কঠোর হৃদয়ের নন এবং বাজারে চিৎকারকারীও নন। তিনি অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করেন না; বরং মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দেবেন না, যতক্ষণ না তাঁর দ্বারা বিকৃত মিল্লাতকে ঠিক পথে আনেন অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা (আরববাসীরা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ঘোষণা দেবে। আর এ কালিমার মাধ্যমে অন্ধ-চক্ষু, বধির-কর্ণ ও আচ্ছাদিত হৃদয় খুলে যাবে।" [৩০৭]

আব্দুল্লাহ(র.)... আমর ইবন আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এ আয়াত, { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا } *"আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে"(সূরা ফাতহ ৪৮ : ৮) তাওরাতে আল্লাহ এভাবে বলেছেন : "হে নবী আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদবাদা ও উম্মী লোকদের মুক্তিদাতারূপে। তুমি আমার বান্দা ও রাসুল। আমি তোমার নাম নির্ভরকারী (মুতাওয়াক্কিল) রেখেছি, যে রূঢ় ও কঠোরচিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ দ্বারা মন্দ প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর*

---

৩০৬ আল কুরআন, বাকারাহ ২ : ১৪৬
৩০৭ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২১২৫

Scanned by CamScanner

জান কবয করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা অন্তরসমূহ।"[৩০৮]

ভালোভাবে লক্ষ করলে ওপরে উল্লেখিত *সহীহ বুখারীর হাদিসদ্বয়* এবং যিশাইয় ৪২ : ১-১৭ (ইংরেজি বাইবেলে Isaiah ৪২:১-১৭) এ উল্লেখিত তথ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। হয়তো হুবহু মিল নয়—কিন্তু মূল বক্তব্য প্রায় এক। সন্দেহ নেই যে *বুখারীর* এই হাদিস ২টিতে সাহাবীদের যুগে ইহুদিদের Book of Isaiah(Yeshayahu) এর কথা বলা হয়েছে। বর্তমান যুগের Book of Isaiah এর সাথেও যার ব্যাপক মিল। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কিতাব যেভাবে বছর বছর পরিবর্তন ও 'সম্পাদনা'র শিকার হয়, এরপরেও এ তথ্যগুলো থেকে যাওয়া বিশাল ব্যাপার। অন্ধকারের পর্দা দিয়ে কি আলোকে ঢেকে রাখা যায়?

*" সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসুলের [মুহাম্মাদ(ﷺ)], **যিনি উম্মী নবী**, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদের নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং **তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।** সুতরাং যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।*

বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী, সমগ্র আসমান ও জমিনে যাঁর রাজত্ব, তোমাদের সবার প্রতি আমি সেই আল্লাহর রাসুল। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারও উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর এবং তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর [মুহাম্মাদ(ﷺ)] ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের ওপর। তাঁর অনুসরণ করো যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পারো।"[৩০৯]

"নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

---

৩০৮ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮৩৮

৩০৯ আল কুরআন, আ'রাফ ৭ : ১৫৭-১৫৮

Scanned by CamScanner

এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিব্রাইল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার অন্তরে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো, [অবতীর্ণ করা হয়েছে] সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

নিশ্চয়ই এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।

তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?"[৩১০]

---

৩১০ আল কুরআন, শুআরা ২৬ : ১৯০-১৯৭

Scanned by CamScanner

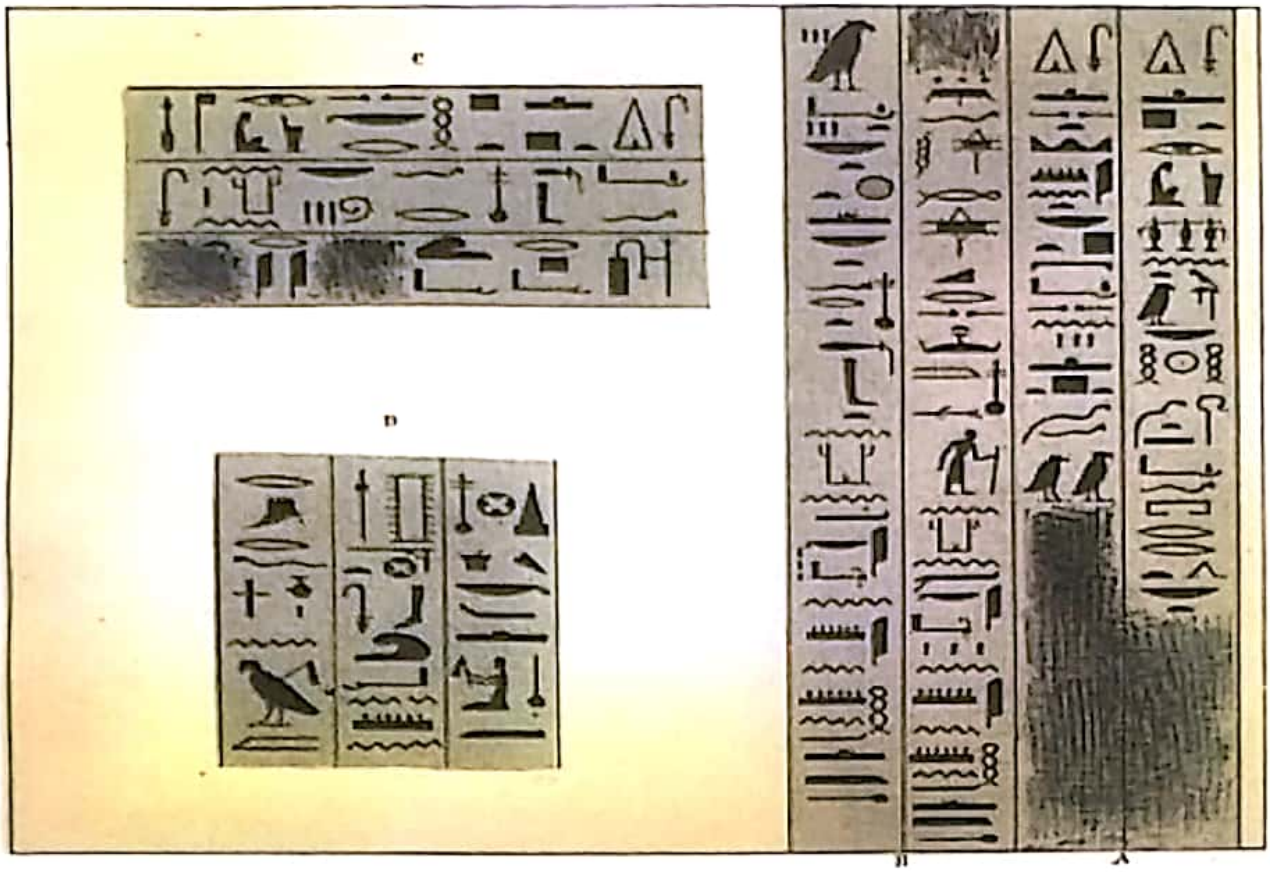

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার *Kunsthistorisches* জাদুঘরে রক্ষিত একটি প্রাচীন মিসরীয় লিপির *(hieroglyphics)* নমুনা যাতে ফিরআউনের*(pharoh)* যুগের 'হামান' এর উল্লেখ আছে।[৩১১]

I.34. Pfeiler einer Grabthür. № 91. (publ. Reinisch Miramare Taf. 34.)

Zeit: NR.

Name und Titel:

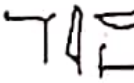

Anmerkung: Vorsteher der Steinbrucharbeiter; vgl.

Sethe Urk. I 92, I 113 a.R.

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার *Kunsthistorisches* জাদুঘরে রক্ষিত একটি প্রাচীন মিসরীয় লিপির *(hieroglyphics)* নমুনা যাতে ফিরআউনের*(pharoh)* যুগের 'হামান' এর উল্লেখ আছে।[৩১২]

---

৩১১. Die aegyptischenDenkmaeler in Miramar by von Leo Reinisch; page 399; গুগল বুক লিঙ্ক :https://goo.gl/9aqUCH

৩১২. Die aegyptischenDenkmaeler in Miramar by von Leo Reinisch; page 399; গুগল বুক লিঙ্ক :https://goo.gl/9aqUCH

Scanned by CamScanner

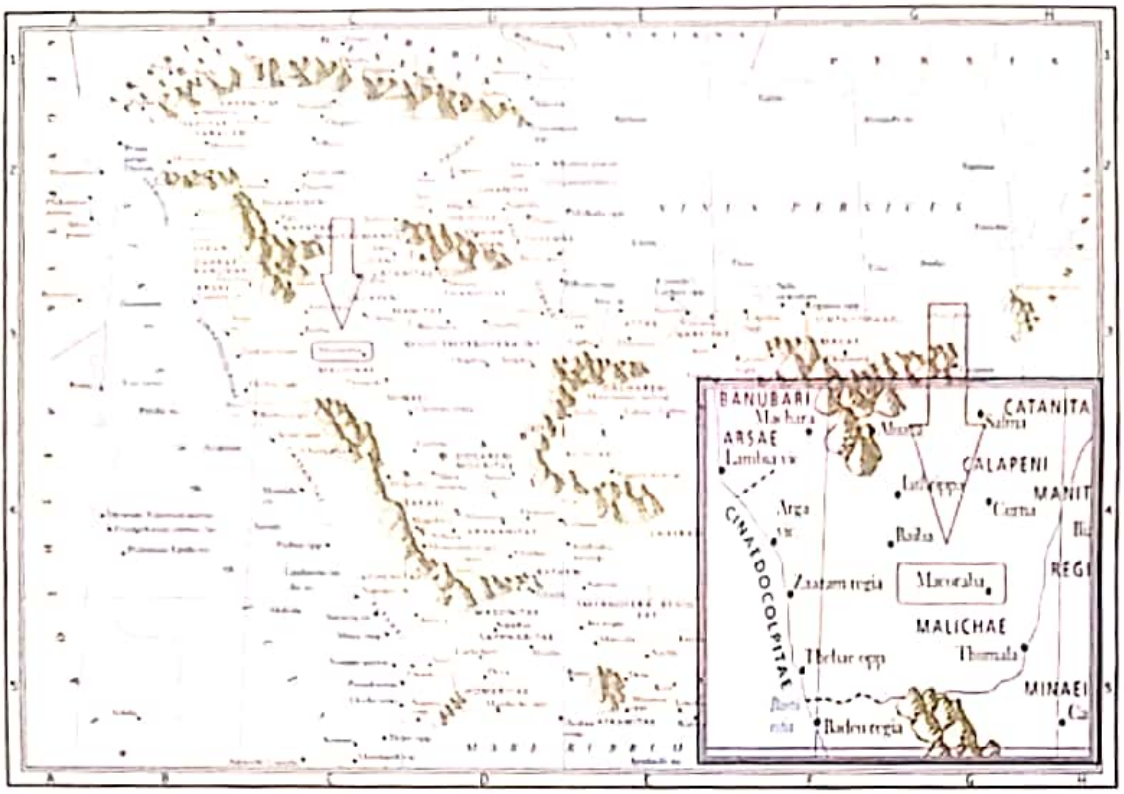

প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিত টলেমির (১০০ খ্রি.-১৭০ খ্রি) মানচিত্রে মক্কার উল্লেখ। ডানে মক্কার অবস্থানটি জুমকরে দেখানো হয়েছে।[৩১৩]

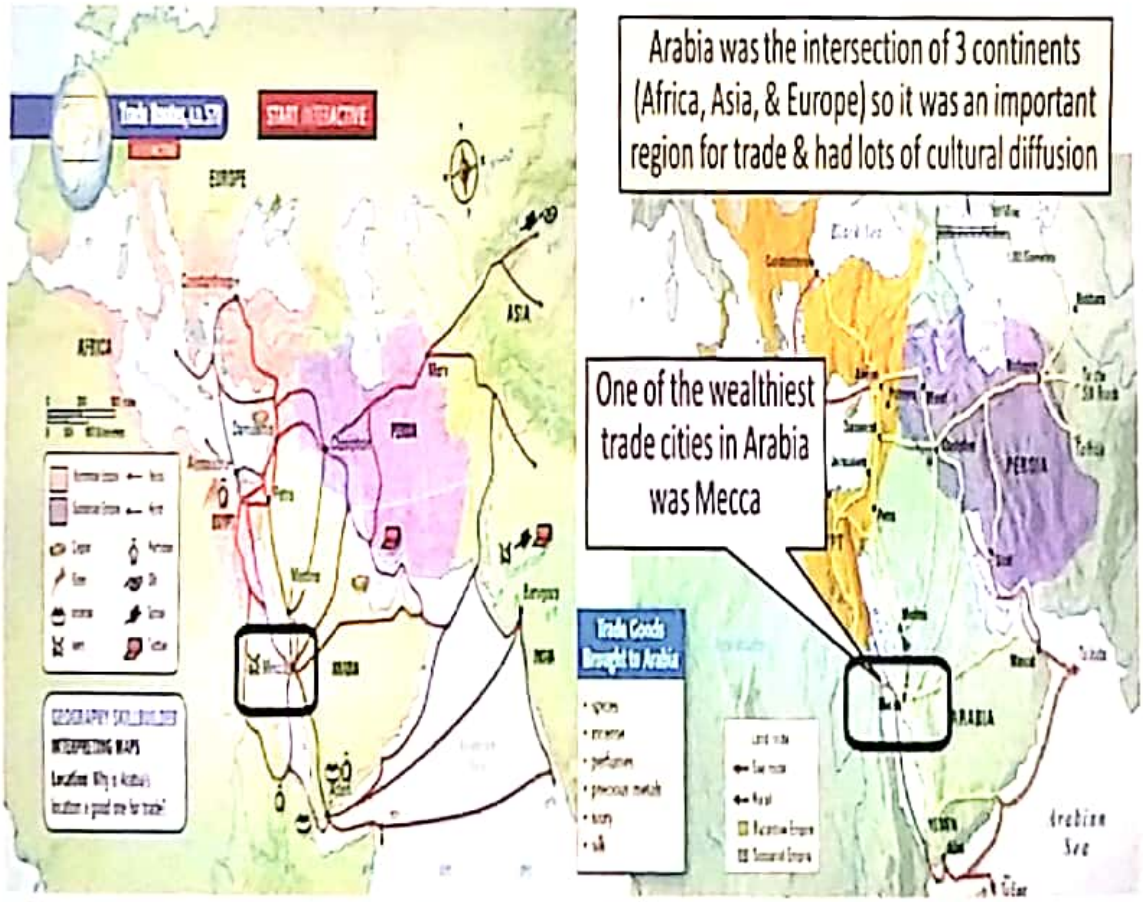

প্রাচীন মানচিত্রে বাণিজ্যিক কেন্দ্র মক্কা

---

৩১৩. "Mecca before Islam_ 2) Macoraba – Ian D. Morris"
http://www.iandavidmorris.com/mecca-before-islam-2-makoraba-macoraba/

Scanned by CamScanner

ড্যান গিবসনের ডকুমেন্টারিতে প্রাচীন মসজিদের কিবলার দিক নিয়ে জালিয়াতি

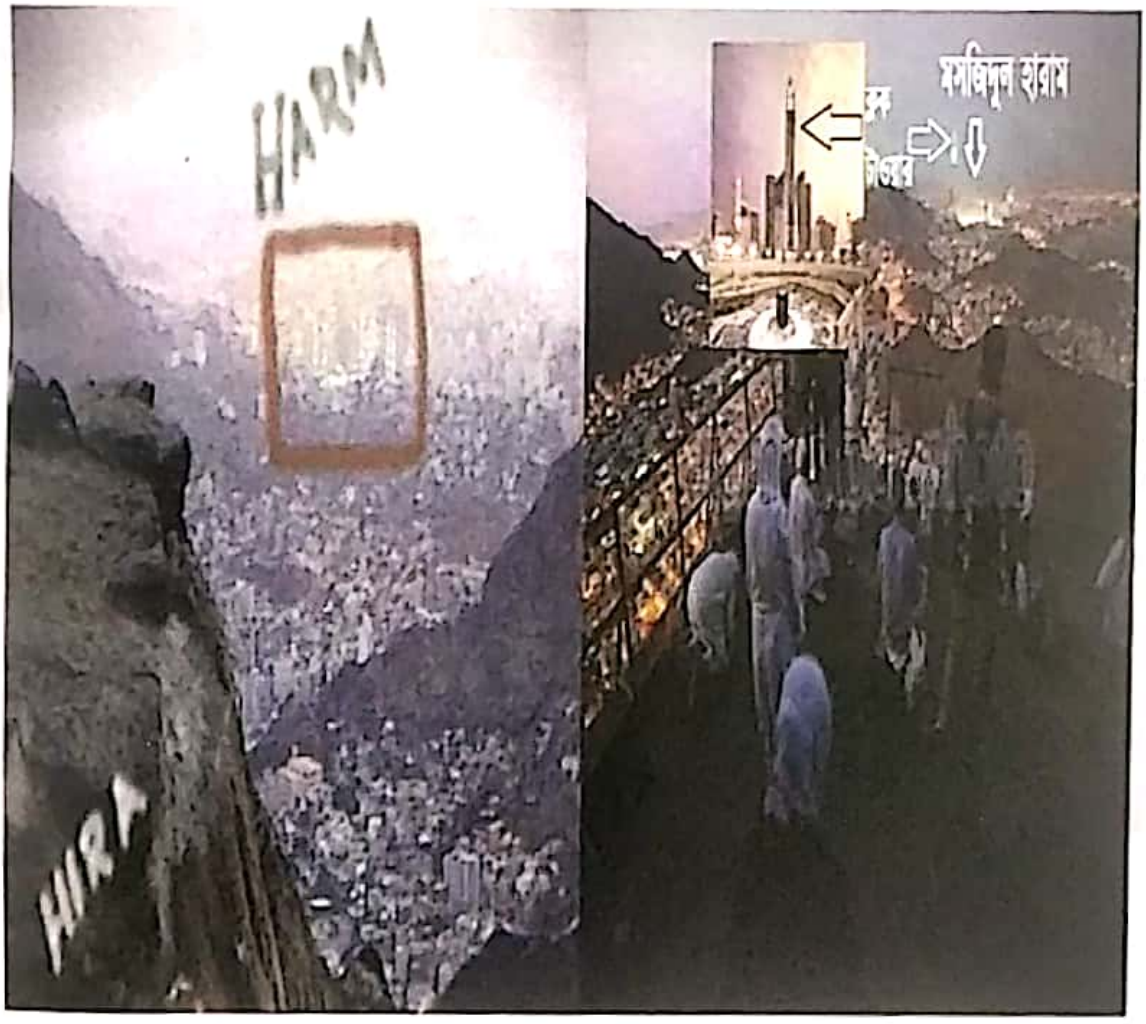

ড্যান গিবসনের ডকুমেন্টারিতে প্রাচীন মসজিদের কিবলার দিক নিয়ে জালিয়াতি

Scanned by CamScanner

মক্কা বিজয়ের সময়কালে তাবুকের অবস্থান

মক্কা,তায়েফ ও পেট্রার অবস্থান

(অ)

(আ)

(ই)

(অ) পেট্রা থেকে সিরিয়ার যাত্রাপথ
(আ) মক্কা থেকে সিরিয়ার যাত্রাপথ
(ই) বদরের অবস্থান

Scanned by CamScanner

সৌদি আরবে প্রাপ্ত ২৪ হিজরি (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) সময়কালের শিলালিপি এবং এ থেকে উদ্ধারকৃত লেখার একাংশ।[৩১৪]

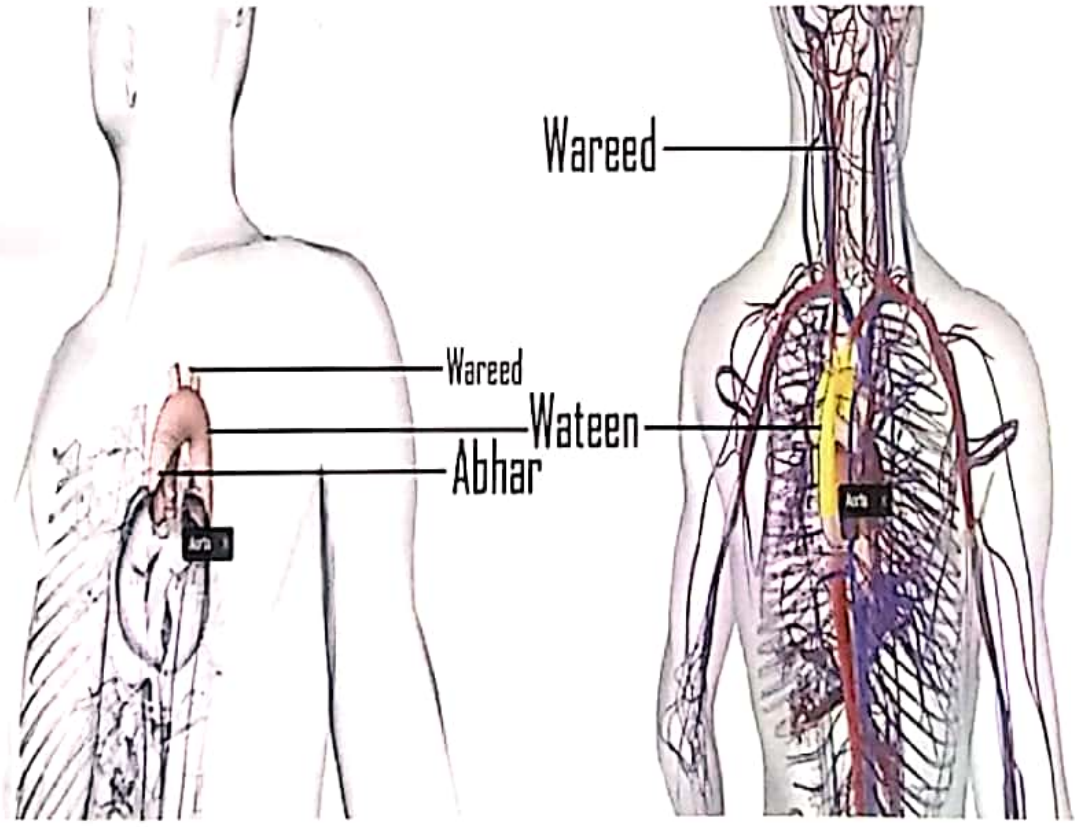

'আবহার' (أبهر) ও 'ওয়াতিন'(الوتين) এর ভিন্নতা

৩১৪. "Salaf - Islam, Quran and the Sunnah - Sayings of the Salaf" https://www.sayingsofthesalaf.net/page/29/

Scanned by CamScanner

'অন্ধকার থেকে আলো'-র গল্প বলতে গেলে দুইটি গল্প বলতে হয়। একটি ঘুটঘুটে আঁধারের। অপরটি চোখ ধাঁধানো আলোর। সত্যটাকে প্রকাশ করতে কখনো কখনো অন্ধকারের বাদুড়দের অহেতুক ডানা ঝাপটানীর কথা বলতে হয়। তবে অসত্য যতই প্রচার হোক না কেন, যত মানুষই গ্রহণ করুক না কেন, সত্য সত্যের জায়গাতেই থাকে। আর সব যুক্তির পরেও দিনশেষে কিছু বিশ্বাসের জায়গা থাকে। অদেখা বিষয়ের প্রতি ঈমানের ব্যাপার থাকে।

যারা তা করতে পারে, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা তাদের অভিভাবক হয়ে যান। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে।

এ বইটি আমাদের সেদিকেই ডাকছে।

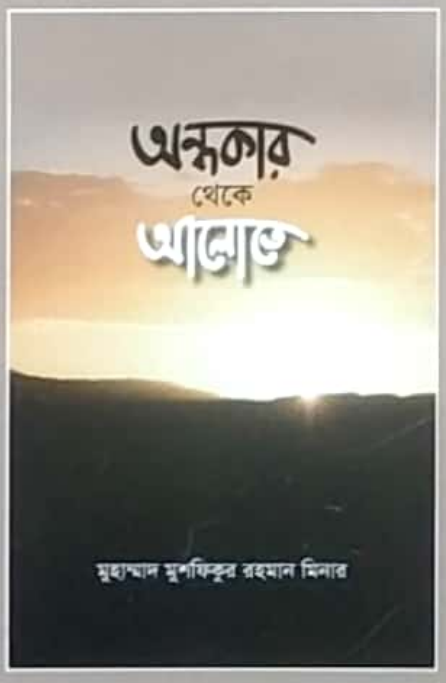

সমর্পণ প্রকাশন

Cover: Abul Fatah

Scanned by CamScanner